Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১২তম বর্ষ ২য় সংখ্যা
নভেম্বর ২০০৮

Contents

মাসিক
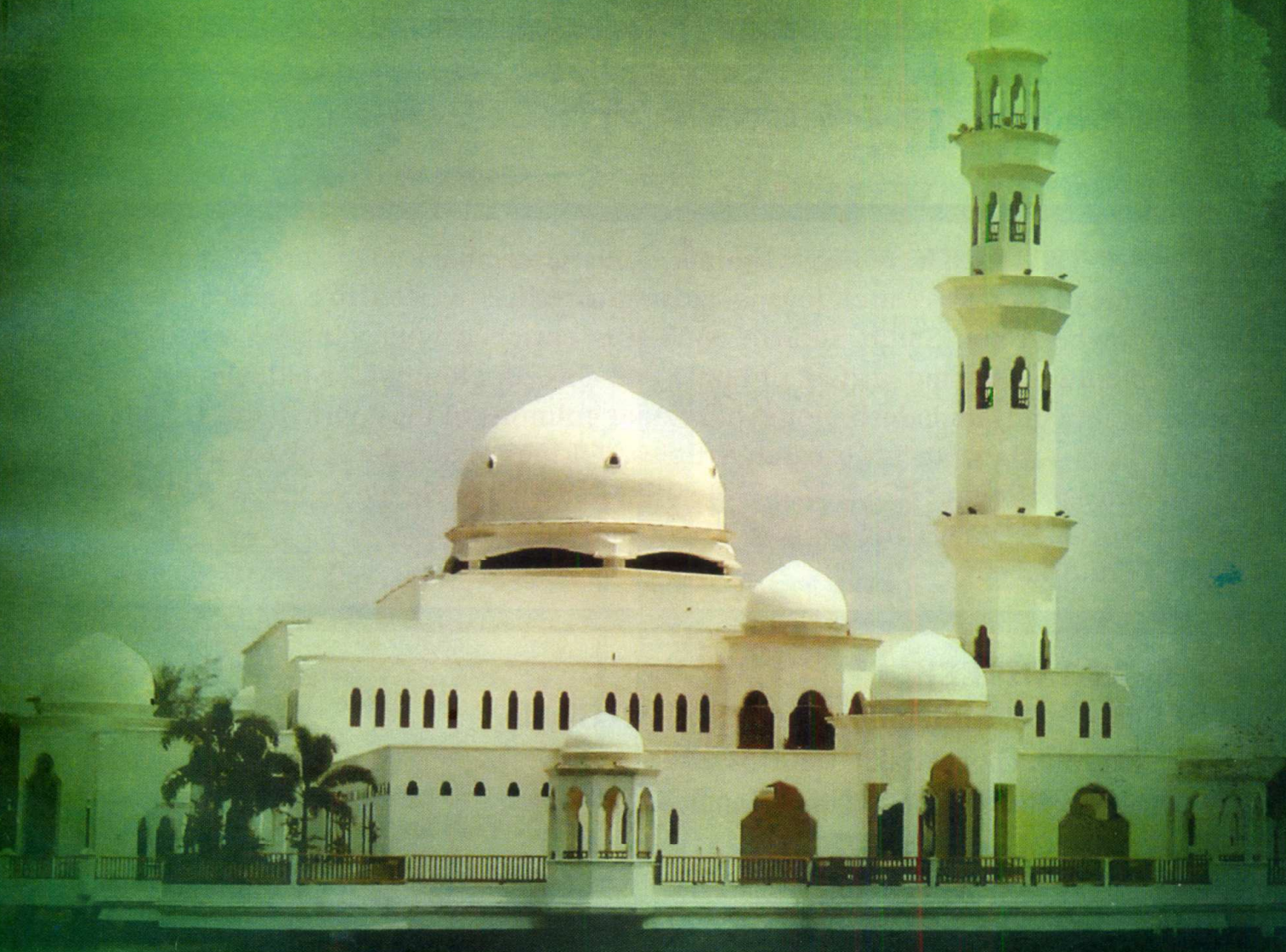
আত-তাহরীক

১২তম বর্ষ নভেম্বর ২০০৮ ইং ২য় সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

মযলূমের অধিকার

দেশের শীর্ষ স্থানীয় কেন্দ্রীয় কারাগারের জনৈক কর্মকর্তার মতে তাঁর জেলখানার শতকরা নব্বই ভাগ বন্দী নিরপরাধ। তাদের অধিকাংশই মিথ্যা মামলায় হাজতী ও অন্যায় বিচারে দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদী। অপরাধ প্রমাণের আগেই নিরপরাধ মানুষকে হাজতের নামে জেল খাটানো হচ্ছে বছরের পর বছর। এর ফলে বহু পিতামাতা সন্তানের শোকে শয্যাশায়ী হয়েছে। স্বামীর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ দেখে অনেকের সংসার ভেঙ্গেছে। তাদের বাচ্চারা সব পরিণত হয়েছে অসহায় কাঙালে। অনেকে মামলার পিছনে ছুটতে ছুটতে নিঃস্ব হয়েছে। স্বাস্থ্য, সুখ সব হারিয়েছে। এর কারণ, এদেশের প্রশাসন, বিচারবিধি, কারাবিধি সবই চলছে বৃটিশ প্রবর্তিত আইনে। যে বৃটিশরা এককালে মুসলমানদের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিল প্রতারণার মাধ্যমে। তাই মুসলমানদের নিকট মর্যাদাপূর্ণ সাদা টুপী ও পোষাক পরানো হচ্ছে কারাগারের দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীদের। অনেককে সার্বক্ষণিক পায়ে পরিয়ে রাখা হচ্ছে লোহার বেড়ী। জিজ্ঞেস করলে বলা হয়, বৃটিশ কারাবিধি। যেন বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, মুসলমানরাই পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্টতম জাতি। তাদের ব্যবহৃত পরিচ্ছদই দণ্ডপ্রাপ্তদের জন্য মানানসই। পুঁজিবাদী শোষকদের প্রেতাত্মারা এভাবে সর্বশক্তি নিয়ে সর্বত্র মযলূমের অধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছে বিভিন্ন মুখোশ পরে। রক্ষকরা সব ভক্ষক হয়ে মানুষের জান-মাল ও ইযযত নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে দিবারাত্রি। ধিক আমাদের নেতাদের! দু'বার স্বাধীন হয়েও যাদের হুঁশ ফেরেনি আজও পর্যন্ত।

দেড় হাযার বছর পূর্বেও পৃথিবীর এই করুণ দৃশ্য বর্তমান ছিল। তরুণ বয়সে ফুজ্জারের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ স্বচক্ষে দেখে কেঁদে উঠেছিল 'আল-আমীন' মুহাম্মাদের কোমল হৃদয়। হারবুল ফুজ্জারের প্রতিক্রিয়ায় সেদিন সৃষ্টি হ'ল 'হিলফুল ফুযূল'। মযলূমের অধিকার আদায় ও যালেমের হাত ধরার জন্য তিনি ও তাঁর চাচা যুবায়ের মিলে গঠন করলেন এই কল্যাণকামী যুবসংগঠন। কয়েকজন গোত্রনেতার সমর্থন পেলেন তিনি। তাঁর উদ্ভাবিত চার দফা প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। অতঃপর চাচা-ভাতিজা এগিয়ে গেলেন। অর্থগৃধ্নু সমাজনেতা আছ বিন ওয়ায়েলের কাছ থেকে বহিরাগত মযলূম ব্যবসায়ীর ন্যায্য পাওনা আদায় করলেন। চারিদিকে সুনাম ছড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু তারপর? যালেমের প্রতারণার সামনে মাযলূমের প্রতিরোধ কতক্ষণ টিকবে? যালেম ও মাযলূমের হানাহানির ভবিষ্যৎ কী হবে? উভয়ের নিকট গ্রহণযোগ্য চূড়ান্ত সত্য ও সার্বভৌম আইনী ক্ষমতার মালিক কে হবেন? এবম্বিধ চিন্ত

ায় তরুণ মুহাম্মাদ যৌবন পেরিয়ে প্রৌঢ়ত্বে পা দিলেন। হেরা পাহাড়ের নির্জন গুহায় চিন্তামগ্ন রইলেন দিনের পর দিন। অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান হ'ল। নেমে এল আল্লাহ্র রহমত। নাযিল হ'ল কুরআন। সূচনায় মাত্র পাঁচটি আয়াত। কিছুদিন পর থেকে শুরু হ'ল আসমানী তারবার্তার ক্রমাগত আগমন। শেষ হ'ল দীর্ঘ তেইশ বছরের মাথায়। পূর্ণতা পেল কুরআন। মানবতা খুঁজে পেল তার পথের দিশা। জানিয়ে দেওয়া হ'ল 'সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হলেন আল্লাহ' *(বাক্বারাহ ২/১৬৫)*। বলা হ'ল, 'আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের দাসত্ব করছ, সেগুলি তোমাদের বানানো কিছু নাম মাত্র। প্রকৃত শাসনক্ষমতা আল্লাহ্র হাতে (বান্দা তাঁর প্রতিনিধি মাত্র)। তিনি ব্যতীত তোমরা আর কারু দাসত্ব করো না। এটাই হ'ল সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না' *(ইউসুফ ১২/৪০)*। রাসূলের মৃত্যুর ২১ দিন পূর্বে কুরআনের সর্বশেষ আয়াত নাযিল করে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল, 'তোমরা ভয় কর সেই দিনকে, যেদিন তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে আল্লাহ্র কাছে। অতঃপর প্রত্যেকে তার কর্মফল যথাযথভাবে পেয়ে যাবে। তাদের উপর কোনরূপ যুলুম করা হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৮১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলে গেলেন, 'তোমরা আমার মৃত্যুর পরে অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাত ও আমার পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত হাতে-দাঁতে আঁকড়ে ধরো। সাবধান, নতুন নতুন মতবাদের অনুসরণ থেকে দূরে থাক। কেননা (ইসলামের নামে ও বেনামে সৃষ্ট) সকল মতবাদই বিদ'আত। আর সকল বিদ'আতই ভ্রষ্টতা' *(আহমাদ ইত্যাদি, মিশকাত হা/১৬৫)*। আর সকল ভ্রষ্টতার পরিণাম হ'ল জাহান্নাম' *(নাসাঈ, হা/১৫৭৯)*।

এভাবে মানুষ জানলো যে, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক কোন মানুষ নয়। স্থায়ী ও মৌলিক কোন বিধান রচনার ক্ষমতা বা অধিকার মানুষের নেই। দুর্বল এই মানবজাতি দু'মিনিট পরে তার জীবনে কি ঘটবে, তা বলতে পারে না। অতএব মুখে আল্লাহ্র স্বীকৃতি ও কেবল ছালাত-ছিয়াম আদায়েই তার কর্তব্য পূর্ণ হয় না। বরং সর্বত্র তার সৃষ্টিকর্তার প্রেরিত বৈষয়িক ও সামাজিক বিধান সমূহ পালনে ও বাস্তবায়নের মাঝেই নিহিত রয়েছে তার ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির চিরন্তন নিশ্চয়তা। নতুন এই দর্শনে জীবনের মোড় ঘুরে গেল বিশ্বাসীদের। দুনিয়ার প্রতিপত্তি, ইন্দ্রিয়সুখ অর্জনের নেশা টুটে গেল। আখেরাতে মুক্তি ও জান্নাত লাভের আশায় শুরু হ'ল নতুন পথের যাত্রা। ফলে যালেম বারিত হ'ল ও মযলূম ফিরে পেল তার হৃত অধিকার। আল্লাহ্র দাসত্বের অধীনে একদিন সবাই ভাই ভাই হয়ে গেল। উঁচু-নীচু ভেদাভেদ ও হিংসা-হানাহানির বদলে সমাজে ফিরে এলো শান্তির সুবাতাস। ইরাক হ'তে মক্কা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রান্তরে নিঃসঙ্গ একজন মহিলা নিরাপদে একাকী ভ্রমণের নিশ্চয়তা পেল। ওমরের দশ বছরের খেলাফতকালে ১৩ লক্ষ বর্গমাইল ব্যাপী আরব উপদ্বীপের কোথাও যাকাত নেওয়ার মত কোন হকদার খুঁজে পাওয়া গেল না। অথচ এই সমাজেই কিছুকালপূর্বে অভাবের তাড়নায় মানুষ কেনা-বেচা হ'ত গরু-ছাগলের মত। মানুষ মানুষের দাসত্বে নিপীড়িত হ'ত। সমাজের এই আমূল পরিবর্তনে কোন আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী বা জেল-যুলুমের প্রয়োজন হয়নি। স্রেফ বিশ্বাসের পরিবর্তনে এবং সেই পবিত্র বিশ্বাসের অনুসারী একদল মানুষের নিঃস্বার্থ চেষ্টায় এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে। সেদিন যেটা সম্ভব হয়েছিল, আজও তা সম্ভব, যদি না কিছু মানুষ উক্ত বিশ্বাসের মূলে ঐক্যবদ্ধ হয় ও মযলূমের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়। স্বার্থবাদী মানুষ সর্বদা যাবতীয় ক্ষমতার কেন্দ্রকে নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখতে চেয়েছে। কেননা তাতে রয়েছে তাদের দুনিয়াবী লাভ। যদিও তাদের মুখে সর্বদা জনদরদের কথা জোরেশোরে উচ্চারিত হয়। যেমন সেদিনের ফেরাঊন তার জনগণকে বলেছিল, 'আমি তোমাদের কেবল মঙ্গলের পথই দেখিয়ে থাকি' *(মুমিন ৪০/২৯)*।

বিশ্বাস রাখা উচিত যে, আল্লাহ্র বিধান সর্বদা মযলূমের পক্ষে ও যালেমের বিপক্ষে। আর এ জন্যই নবীগণ সর্বদা যালেমদের হামলায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের অনুসারীগণকেও সে নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে এবং হবে। তবুও এই জান্নাত পিয়াসীরা মযলুমের সাহায্যে এবং হক্ব প্রচারে নিবৃত হয়না। বরং সর্বাবস্থায় তারা বীরের মত অগ্রগামী হয়। অতএব মযলূমের অধিকার আদায় ও সুরক্ষার একমাত্র পথ হ'ল আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বকে সার্বিক জীবনে প্রতিষ্ঠা করা এবং বিধান সমূহের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে যাওয়া। সচেতন ঈমানদার ভাইবোনদের দায়িত্ব হ'লঃ উক্ত লক্ষ্যে জনমত সৃষ্টি করা, নিজের গৃহকে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের দুর্গে পরিণত করা, দুনিয়াবী যাবতীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে আখেরাত মুখী জীবন গঠনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া এবং 'ইসলামী খেলাফত' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনগণকে সংগঠিত করা। মনে রাখতে হবে যে, দুনিয়াবী কর্তৃত্ব, রাষ্ট্র ক্ষমতা মানুষকে আল্লাহ্র দেয়া একটি বিশেষ দান এবং একটি বিশেষ পরীক্ষা। এটি পাওয়ার লোভে বা উদ্দেশ্যে কোন কাজ করা যাবে না। বরং কেবলমাত্র পরকালে নাজাত পাওয়ার প্রত্যাশায় সকল কাজ করতে হবে। শিরক বিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদে বিশ্বাস এবং শরী'আত অনুমোদিত সৎকর্মাদি সম্পাদনই হ'ল দুনিয়াতে ইসলামী খেলাফত অর্জন এবং আখেরাতে জান্নাত লাভের পূর্বশর্ত। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!! [স.স.]

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

১. আদম (আঃ)

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২য় কিস্তি)

আহদে আলাস্তু-র উদ্দেশ্য

আল্লাহ বলেন,

أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

'(আমি পৃথিবীতে আবাদ করার আগেভাগে তোমাদের অঙ্গীকার এজন্যেই নিয়েছি) যাতে তোমরা ক্বিয়ামতের দিন একথা বলতে না পার যে, (তাওহীদ ও ইবাদতের) এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না'। 'অথবা একথা বলতে না পার যে, শিরকের প্রথা তো আমাদের পূর্বে আমাদের বাপ-দাদারা চালু করেছিল। আমরা হ'লাম তাদের পরবর্তী বংশধর। তাহ'লে সেই বাতিলপন্থীরা যে কাজ করেছে, তার জন্য কি আপনি আমাদের ধ্বংস করবেন'? আল্লাহ বলেন, 'বস্তুতঃ এভাবে আমরা (আদিকালে ঘটিত) বিষয়সমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করলাম, যাতে তারা (অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা আমার পথে) ফিরে আসে' *(আ'রাফ ১৭২-১৭৪)*।

উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে বুঝা যায় যে, উক্ত প্রতিজ্ঞা ছিল দু'ধরনের। এক- আদিকালে ঘটিত প্রতিজ্ঞা (الميثاق الأزلي) এবং দুই- অহীর বিধানের আনুগত্য করার জাগতিক প্রতিজ্ঞা (والميثاق الإنزالي الحالي) যা প্রত্যেক নবীর আমলে তার উম্মতগণের উপরে ছিল অপরিহার্য।

(২) আহদে আলাস্তুর মাধ্যমে সাধারণভাবে সকল আদম সন্তানের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণের পর আল্লাহ নবী-রাসূলদের কাছ থেকে বিশেষভাবে প্রতিশ্রুতি নেন; তারা যেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রাপ্তব্য রেসালাতের বাণীসমূহ স্ব স্ব উম্মতের নিকটে যথাযথভাবে পৌঁছে দেন এবং এতে কারো ভয়-ভীতি ও অপমান-ভর্ৎসনার পরোয়া না করেন।

(৩) অনুরূপভাবে বিভিন্ন নবীর উম্মতগণের কাছ থেকেও প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়, তারা যেন নিজ নিজ নবী-রাসূলদের আনুগত্য করে ও কোন অবস্থায় তাদের নাফরমানী না করে। যেমন ছাহাবী হযরত উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) সূরা আ'রাফ ১৭২ আয়াত (অনুবাদঃ 'যখন তোমার প্রভু বনু আদমের পিঠ সমূহ থেকে তাদের সন্তানদের বের করে আনলেন')-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অতঃপর আল্লাহ তাদের একত্রিত করলেন এবং নারী-পুরুষে বিভক্ত করলেন। অতঃপর তাদেরকে ভবিষ্যতের আকৃতি দান করলেন ও কথা বলার ক্ষমতা দিলেন। তখন তারা কথা বলল। অতঃপর আল্লাহ তাদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন এবং তাদেরকে নিজেদের উপরে সাক্ষী করে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলল, হ্যাঁ। আল্লাহ বললেন, আমি তোমাদের একথার উপর সাত আসমান ও সাত যমীনকে সাক্ষী করছি এবং তোমাদের উপর তোমাদের পিতা আদমকে সাক্ষী রাখছি, যাতে তোমরা ক্বিয়ামতের দিন একথা বলতে না পার যে, এ প্রতিশ্রুতির কথা আমরা জানতাম না।

তোমরা জেনে রাখ যে, আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই ও আমি ব্যতীত কোন প্রতিপালক নেই। আর তোমরা আমার সাথে কাউকে শরীক করো না। সত্বর আমি তোমাদের নিকট আমার রাসূলগণকে পাঠাব। তাঁরা তোমাদেরকে আমার সাথে কৃত এই প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। আর আমি তোমাদের প্রতি আমার কিতাব সমূহ নাযিল করব। তখন তারা বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আমাদের প্রভু এবং উপাস্য। আপনি ব্যতীত আমাদের কোন প্রতিপালক নেই এবং আপনি ব্যতীত আমাদের কোন উপাস্য নেই। এভাবে তারা স্বীকৃতি দিল। অতঃপর আদমকে তাদের উপর উঠিয়ে ধরা হ'ল। তিনি তাদের দিকে দেখতে লাগলেন। তিনি দেখলেন তাদের মধ্যে ধনী-গরীব, সুন্দর-অসুন্দর সবাইকে। তখন তিনি বললেন, হে প্রভু! আপনি কেন আপনার বান্দাদের সমান করলেন না? আল্লাহ বললেন, আমি চাই যে, এর ফলে আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হউক।

তিনি তাদের মধ্যে নবীগণকে দেখলেন প্রদীপ সদৃশ। তাঁদের নিকট থেকে পৃথকভাবে রিসালাত ও নবুঅতের দায়িত্ব পালনের বিশেষ অঙ্গীকার নেওয়া হয়। যে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'যখন আমরা নবীগণের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম এবং আপনার নিকট থেকেও এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মারিয়াম পুত্র ঈসার নিকট থেকে' *(আহযাব ৩৩/৭)*। ঐ রূহগুলির মধ্যে ঈসার রূহ ছিল, যা মারিয়ামের কাছে পাঠানো হয়। উবাই থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, উক্ত রূহ মারিয়ামের মুখ দিয়ে প্রবেশ করে'।[১৬]

(৪) এরপর সকল নবীর কাছ থেকে বিশেষ প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাকে মেনে নেওয়ার জন্য, তাঁর অনুসরণের জন্য এবং তাঁর যুগ পেলে তাঁকে সাহায্য করার জন্য। যেমন- আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ.

---

১৬. *আহমাদ, মওকূফ ছহীহ, মারফূ হুকমী, মিশকাত হা/১২২ 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ।*

'আর আল্লাহ যখন নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, আমি যা কিছু তোমাদেরকে দান করেছি কিতাব ও হিকমত, অতঃপর তোমাদের নিকটে রাসূল (শেষনবী) আসেন তোমাদের কিতাবকে (তাওরাত-ইঞ্জীলকে) সত্যায়নকারী হিসাবে, তখন সেই রাসূলের (শেষ নবীর) প্রতি তোমরা ঈমান আনবে ও তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমরা কি অঙ্গীকার করছ? এবং এই শর্তে তোমরা আমার ওয়াদা কবুল করে নিচ্ছ? তারা (নবীগণ) বলল, আমরা অঙ্গীকার করছি। তিনি (আল্লাহ) বললেন, তাহ'লে তোমার সাক্ষী থাক। আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম' *(আলে ইমরান ৩/৮১)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'স্মরণ কর, যখন মারিয়াম-তনয় ঈসা বলল, হে ইস্রাঈল সন্তানগণ! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল এবং আমার পূর্ববর্তী তাওরাত কিতাবের সত্যায়ণকারী এবং আমি একজন রাসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম হবে 'আহমাদ'... *(ছফ ৬১/৬)*।

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, বিগত সকল নবী যেমন তাঁর পূর্ববর্তী নবীর সত্যায়নকারী ছিলেন, তেমনি সকল নবী স্ব স্ব উম্মতের নিকটে শেষনবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আগমনবার্তা শুনিয়ে গেছেন ও তাঁর প্রতি ঈমান, আনুগত্য ও তাঁকে সার্বিকভাবে সাহায্য করার জন্য অছিয়ত করে গেছেন। এদিক দিয়ে শেষনবী যে বিশ্বনবী ছিলেন এবং তাঁর আনীত শরী'আতের মধ্যে বিগত সকল শরী'আত যে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে, তা পরিষ্কার হয়ে যায়।

(৫) উপরোক্ত ওয়াদা ছাড়াও ইহুদী-নাছারা পণ্ডিতদের কাছ থেকে বিশেষ প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়, যাতে তারা সত্য গোপন না করে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ.

'আর আল্লাহ যখন আহলে কিতাবদের (পণ্ডিতদের) কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন যে, তারা তা লোকদের নিকটে বর্ণনা করবে ও তা গোপন করবে না। তখন তারা সে প্রতিজ্ঞাকে পিছনে রেখে দিল, আর তা কেনা-বেচা করল সামান্য পয়সার বিনিময়ে। কতই না মন্দ তাদের এ বেচা-কেনা' *(আলে ইমরান ৩/১৮৭)*।

(৬) অতঃপর বনু ইস্রাঈলের সাধারণ লোকদের কাছ থেকেও প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়, যেন তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু ইবাদত না করে। তারা যেন পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও ইয়াতীম-মিসকীনদের সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং মানুষের সাথে সুন্দর কথা বলে, ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। কিন্তু কিছু লোক ব্যতীত সবাই মুখ ফিরিয়ে নেয় ও তা অগ্রাহ্য করে' *(বাক্বারাহ ২/৮৩)*।

বলা বাহুল্য যে, অধিকাংশ নবী বনু ইস্রাঈল থেকেই হয়েছেন। কিন্তু বনু ইস্রাঈলরাই অধিকাংশ নবীকে হত্যা করেছে, তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাদের ঐশী কিতাবসমূহকে পরিবর্তন ও বিকৃত করেছে, তাদের নবীদের চরিত্র হনন করেছে, তাদের নামে কলংক লেপন করেছে এবং অবশেষে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে চিনতে পেরেও *(বাক্বারাহ ২/১৪৬; আন'আম ৬/২০)* না চেনার ভান করেছে ও তাঁর সঙ্গে চূড়ান্ত গাদ্দারী করেছে। অবশ্য তাদের মধ্যে অনেকে ঈমান এনে ধন্য হয়েছিলেন এবং আল্লাহ্র নিকটে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছিলেন *(মায়েদাহ ৫/৮২)*। যেমন খ্যাতনামা ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম, আদী ইবনে হাতেম প্রমুখ। এতদ্ব্যতীত হাবশার খৃষ্টান বাদশাহ নাজ্জাশী নিজে তো শেষনবীর উপরে বিশ্বাসী ছিলেন। অধিকন্তু তিনি আবিসিনিয়ার ৬২ জন ও সিরিয়ার ৮ জন মোট ৭০ জনের একটি শীর্ষস্থানীয় খৃষ্টান ধর্মীয় প্রতিনিধিদল মদীনায় প্রেরণ করেন। তাঁরা রাসূলের মুখে সূরা ইয়াসীন শুনে অবিরল ধারায় অশ্রু বর্ষণ করেন। অতঃপর সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন। তাদের প্রত্যাবর্তনের পর নাজ্জাশী নিজের ইসলাম কবুলের কথা ঘোষণা করেন এবং একখানা পত্র লিখে স্বীয় পুত্রের নেতৃত্বে আরেকটি প্রতিনিধিদল মদীনায় প্রেরণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জাহায ডুবির কারণে তারা সবাই পথিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেন।[১৭]

আদমের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বঃ

'আশরাফুল মাখলূক্বাত' বা সেরা সৃষ্টি হিসাবে আল্লাহ আদম ও বনু আদমকে সৃষ্টি করেন। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً.

'আমরা বনু আদমকে উচ্চ সম্মানিত করেছি, তাদেরকে স্থল ও জলপথে বহন করে নিয়েছি, তাদেরকে পবিত্র বস্তু সমূহ হ'তে খাদ্য দান করেছি এবং আমাদের বহু সৃষ্টির উপরে তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি' *(ইসরা ১৭/৭০)*।

এখানে প্রথমে كَرَّمنا শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষকে এমন কিছু বিষয়ে একচ্ছত্র সম্মান দানের কথা বলা হয়েছে, যা অন্য কোন সৃষ্টিকে দেওয়া হয়নি। যেমন জ্ঞান-বিবেক, চিন্তাশক্তি, ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যবোধ, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা ইত্যাদি। অতঃপর فَضَّلنا শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে অন্যের তুলনায় মানুষকে উচ্চ মর্যাদা দানের কথা বলা হয়েছে। যেমন মানুষের উন্নত হ'তে উন্নততর জীবন যাপন প্রণালী, গৃহ নির্মাণ পদ্ধতি, খাদ্য গ্রহণ, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে উন্নততর রুচিশীলতা, আইনানুগ ও সমাজবদ্ধ জীবনযাপন প্রভৃতি বিষয়গুলি অন্যান্য প্রাণী হ'তে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত এবং নানা বৈচিত্র্যে

১৭. *মা'আরেফুল কুরআন, পৃঃ ৩৪০*।

ভরপুর। তাতে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন, পরিবর্ধন, বিবর্তন ও উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে। অথচ বাবুই পাখির নীড় রচনা কিংবা বনে-জঙ্গলে বাঘ-শৃগালের বসবাস পদ্ধতি লক্ষ বছর ধরে অপরিবর্তিত রয়েছে। না তাতে অতীতে কোন পরিবর্তন এসেছে, না ভবিষ্যতে কোন পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

মানুষ জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে উন্নত হ'তে উন্নততর পরিবহনে চলাফেরা ও ব্যবসা-বাণিজ্য করছে। তারা পৃথিবীর সর্বোত্তম খাদ্যসমূহ গ্রহণ করছে, উন্নত পাক-প্রণালীর মাধ্যমে সুস্বাদু খাবার গ্রহণ ও সর্বোত্তম পানীয় পান করছে, যা অন্য প্রাণীর পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।

মানব মর্যাদার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিষয় হচ্ছে তাকে কথা বলার শক্তি দান করা, যা অন্য কোন সৃষ্টিকে দেওয়া হয়নি। তাকে দেওয়া হয়েছে ভাষা ও রঙের বৈচিত্র্য, দেওয়া হয়েছে লিখনক্ষমতা এবং উন্নত সাহিত্য জ্ঞান ও অলংকার সমৃদ্ধ বাক্য গঠন ও কাব্য রচনার যোগ্যতা, যা অন্য কোন সৃষ্টিকে দেওয়া হয়নি।

মানব মর্যাদার অন্যতম বিষয় হ'ল, বিশ্বের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল সৃষ্টিকে মানুষের অনুগত করে দেওয়া হয়েছে *(লোকমান ৩১/২০)*। স্পষ্ট মনে হয় যেন আল্লাহ্র যাবতীয় সৃষ্টিকর্মের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষ। মানুষের জন্যই যেন সবকিছু। সূর্যের কিরণ, চন্দ্রের জ্যোতি, গ্রহ-নক্ষত্রের মিটিমিটি আলো, বাতাসের মৃদুমন্দ প্রবাহ, পানির জীবনদায়িনী ক্ষমতা, মাটির উর্বরা শক্তি, আগুনের দাহিকা শক্তি, বিদ্যুতের বহু মাত্রিক কল্যাণকারিতা, মাঠভরা সবুজ শস্যভাণ্ডার, গাছ ভরা ফল-ফলাদি, বাগিচায় রং-বেরংয়ের ফুলের বাহার, পুকুর-নদী-সাগর ভরা নানা জাতের মাছ ও মনিমুক্তার সমাহার, ভূগর্ভে সঞ্চিত স্বর্ণ-রৌপ্য ও খনিজ সম্পদরাজি ও তৈল-গ্যাসের আকর, গোয়াল ও জঙ্গলভরা পশু-পক্ষীর আবাস কাদের জন্য? এক কথায় জবাবঃ এসবই কেবল মানুষের জন্য। প্রশ্ন হ'লঃ তাহ'লে মানুষ কার জন্য? তারও জবাব একটাইঃ আমরা আল্লাহ্র জন্য, তাঁর ইবাদতের জন্য, সর্বক্ষেত্রে তাঁর দাসত্বের জন্য এবং দুনিয়ায় তাঁর খেলাফত পরিচালনার জন্য। বিশ্বলোকে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্র ইবাদতে রত। সবই একটি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে পরিচালিত। সবই আল্লাহ্র অনুগত ও তাঁর প্রতি সিজদায় অবনত এবং কেবল তাঁরই গুণগানে রত। জগত সংসার পরিচালনার এই সুনির্দিষ্ট নিয়মটাই হ'ল 'দ্বীন' এবং এই দ্বীনের প্রতি নিখাদ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণকেই বলা হয় 'ইসলাম'। এজন্যেই বলা হয়েছে 'আল্লাহ্র নিকটে 'দ্বীন' হ'ল কেবল 'ইসলাম' *(আলে ইমরান ৩/১৯)*।

ইসলামের দু'টি দিক রয়েছে, প্রাকৃতিক ও মানবিক। প্রথমটি সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতিতে পরিব্যপ্ত। যেখানে সবকিছু সরাসরি আল্লাহ কর্তৃক প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত। যে নিয়মের কোন ব্যত্যয় নেই কোন ব্যতিক্রম নেই (আল্লাহ্র বিশেষ হুকুম ব্যতীত)।[১৮]

দ্বিতীয়টি অর্থাৎ মানবিক জীবন পরিচালনার নীতি-নিয়ম আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। একেই বলে ইসলামী শরী'আত। যা আদম (আঃ)-এর মাধ্যমে শুরু হয়ে শেষনবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে শেষ হয়েছে ও পূর্ণতা লাভ করেছে *(মায়েদাহ ৫/৩)*। উল্লেখ্য যে, আভিধানিক অর্থে বিগত সকল নবীর দ্বীনকে ইসলাম বলা গেলেও পারিভাষিকভাবে শেষনবীর নিকটে প্রেরিত সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীনকেই কেবল 'ইসলাম' বলা হয়ে থাকে। আল্লাহ বলেন,

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

'তুমি তোমার চেহারাকে দ্বীনের জন্য একনিষ্ঠ কর। এটিই আল্লাহ্র ফিৎরাত, যার উপরে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই হ'ল সরল-সুদৃঢ় ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না' *(রূম ৩০/৩০)*।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা অপরিবর্তনীয় দ্বীনের প্রতি মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বলেছেন, সেটি হ'ল সেই দ্বীন, যা বিশ্বলোকে প্রাকৃতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। মানুষের দেহসত্তায় ও জীবন প্রবাহে উক্ত দ্বীন প্রতিষ্ঠিত। উক্ত দ্বীনের প্রতি আনুগত্যের কারণেই পিতার সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম শুক্রাণু থেকে মাতৃগর্ভে মানুষের সৃষ্টি হয়। অতঃপর মাতৃগর্ভেই নির্দিষ্ট সময়কালে সে পূর্ণাঙ্গ মানুষের রূপ ধারণ করে। অতঃপর নির্ধারিত সময়ে সুন্দর ফুটফুটে মানবশিশু রূপে দুনিয়াতে ভূমিষ্ট হয়। অতঃপর শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে সে বার্ধক্যে উপনীত হয় ও এক সময় তার মৃত্যু হয়। দেহের এই জন্ম-মৃত্যুর নিয়মের কোন পরিবর্তন নেই। এক্ষেত্রে মানুষ সহ সকল সৃষ্টজীব ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আল্লাহ্র অলংঘনীয় বিধানের প্রতি আনুগত্যশীল ও আত্মসমর্পিত 'মুসলিম' *(আলে ইমরান ৩/৮৩; রা'দ ১৩/১৫)*। এটা হ'ল 'ইসলাম'-এর প্রাকৃতিক দিক, যা মানতে মানুষ বাধ্য এবং যার বিধান ও মানুষের দেহ তাই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। কিন্তু রূহ বা আত্মার দিক দিয়ে সে স্বাধীন।

মানুষের নিয়ম-নীতি অপরিবর্তনীয়। বাহ্যিক আকৃতির শ্রেষ্ঠত্বের সাথে তার আধ্যাত্মিক দিকের সংযোগ এক অসাধারণ ব্যাপার। অথচ বিশ্বলোকের অন্যান্য সৃষ্টির বাইরের দিক ও ভিতরের দিকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। চন্দ্র-সূর্যের সবটাই আলো, পশুর সবটাই পশুত্বে ভরা। কিন্তু মানুষের বাইরের দিকের সাথে ভিতরের দিকের কোন মিল নেই। বরং তা আরও জটিল ও দুর্বোধ্য। মানুষের দৈহিক অবয়বের মধ্যে ওটা একটা আলাদা জগত। যা দেখা যায় না, কেবল উপলব্ধি করা যায়। মানুষ যেমন ষড়রিপু সমৃদ্ধ একটি জৈবিক সত্তা, তেমনি সে একটি বিবেকবান নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্তা। মানুষের দেহ জগতের চিকিৎসা ও আরাম-আয়েশের উপকরণ তাই কমবেশী সর্বত্র প্রায় সমান হ'লেও তার মনোজগতের চিকিৎসা ও সুখ-দুঃখের অনুভূতি সবার জন্য সমান নয়।

১৮. *আহযাব ৩৩/৬২; ইসরা ১৭/৭৭*।

মনোজগতে শয়তানের তাবেদার হয়ে সে অনেক সময় তার বাহ্যিক দেহ জগতকে ধ্বংস করে দেয়। মূলতঃ মনোজগতে লালিত ধারণা ও বিশ্বাসই মানুষের কর্মগজতে প্রতিফলিত হয়। তাই দয়ালু আল্লাহ তাঁর প্রিয় সৃষ্টি মানুষের সার্বিক জীবন সঠিক পথে পরিচালনার জন্য যুগে যুগে নবীগণের মাধ্যমে ঐশী হেদায়াত পাঠিয়েছেন। প্রাকৃতিক দ্বীন-এর মত এই দ্বীনও অপরিবর্তনীয় ও চিরকল্যাণময়। আর সেটাই হ'ল ইসলামের বাহ্যিক মানবিক দিক। উক্ত মানবিক দিক পরিচালনার উদ্দেশ্যে যে দ্বীন নবীদের মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে, তা গ্রহণ ও পালনের স্বাধীন এখতিয়ার মানুষকে দেওয়া হয়েছে *(কাহফ ১৮/২৯; দাহর ৭৬/৪)*।

এ দ্বীন বা শরী'আতের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করলে মানুষ দুনিয়ায় শান্তি পাবে ও আখেরাতে জান্নাত লাভে ধন্য হবে। আর অমান্য করলে দুনিয়ায় অশান্তি ভোগ করবে ও পরকালে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধীভূত হবে *(বাক্বারাহ ২/৩৮-৩৯; তাগাবুন ৬৪/ ৯-১০)*।

বলা বাহুল্য, এ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিই মানুষের 'সৃষ্টির সেরা' হওয়ার মূল কারণ। এতেই তার পরীক্ষা এবং এতেই তার জান্নাত বা জাহান্নাম। মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের সবচেয়ে বড় দিক হ'ল এ পৃথিবীতে আল্লাহ্র খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা। কেননা তাকে 'আল্লাহ্র খলীফা' হিসাবেই দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে *(বাক্বারাহ ২/৩০; আন'আম ৬/১৬৫; ফাতির ৩৫/৩৯)*। এ দুনিয়াকে আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুযায়ী সুন্দরভাবে আবাদ করা এবং অহীর বিধান অনুযায়ী সার্বিক জীবন পরিচালনার মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করাই তার প্রধান কাজ। খেলাফতের এ দায়িত্ব সে ব্যক্তি জীবনে যেমন পালন করবে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও তেমনি পালন করবে। সর্বত্র সে আল্লাহ্র বিধানের প্রতি আনুগত্যশীল বান্দা হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করবে। এই গুরু দায়িত্ব আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত কেউ গ্রহণ করতে সাহসী হয়নি। মানুষ স্বেচ্ছায় এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল *(আহযাব ৩৩/৭২)*। কিন্তু দুনিয়ায় এসে এর চাকচিক্য দেখে মানুষ মোহগ্রস্ত হয়ে গেছে ও আল্লাহ্র খেলাফতের দায়িত্ব পালনের কথা ভুলে গেছে। কেউবা তাতে অলসতা দেখাচ্ছে, কেউবা অস্বীকার করছে। তবুও ক্বিয়ামত-প্রাক্কাল অবধি একদল লোক চিরদিন থাকবে, যারা এ দায়িত্ব পালন করে যাবে।[১৯] আল্লাহ বলেন, سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَان 'হে জিন ও ইনসান! অতিসত্বর আমরা তোমাদের ব্যাপারে মনোনিবেশ করব' *(রহমান ৫৫/৩১)*। অর্থাৎ একটি বিশেষ মুহূর্তে দুনিয়াতে তোমাদের পরীক্ষা গ্রহণের এই ধারা সহসাই বন্ধ হয়ে যাবে এবং তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করে হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হবে। সেদিন আমার সুক্ষ্ম বিচারের হাত থেকে তোমরা কেউই রেহাই পাবে না।

১৯. *মুসলিম, হা/১৯২০ 'নেতৃত্ব' অধ্যায়।*

জিনদের আল্লাহ আগেই সৃষ্টি করেন আগুন থেকে। তারাও ছিল স্বাধীন এখতিয়ার সম্পন্ন। কিন্তু তারা অবাধ্যতা করেছিল। অনেকে জিনকে চর্ম চক্ষুতে দেখতে পায় না বলে তাদেরকে অস্বীকার করে। অথচ বহু জিনিষ রয়েছে যা মানুষ বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখতে পায় না। তাই বলে তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। যেমন বিদ্যুৎ, বায়ু প্রবাহ, বস্তুর স্বাদ ও গন্ধ ইত্যাদি। মানুষের নবীই জিনদের নবী। তাদের মধ্যে মুমিন, কাফির, ফাসিক সবই রয়েছে। জিনেরা যে এলাকায় বাস করে সে এলাকার মানুষের ভাষা তারা বুঝে। নবুঅতের দশম বছরে তায়েফ থেকে ফেরার পথে 'নাখলা' উপত্যকায় জিনেরা রাসূলের কণ্ঠে সূরা রহমান শুনেছিল ও যতবারই আল্লাহ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان বলেছেন, ততবারই তারা জবাব দিয়েছিল। তারা মানুষের কথা শোনে, বুঝে ও উপলব্ধি করে। আল্লাহ্র কিতাব জিন ও ইনসান সবার জন্য। অতএব তাদের পরিণতি ও মানুষের পরিণতি একই।

বস্তুতঃ আদম ও বনু আদম হ'ল আল্লাহ্র সর্বাধিক প্রিয় ও সেরা সৃষ্টি। মৃত্যুকাল অবধি তাকে এ দুনিয়ার পরীক্ষাগারে অবস্থান করতে হবে একজন সজাগ ও সক্রিয় পরীক্ষার্থী হিসাবে। মৃত্যুর পরেই তার ক্বিয়ামত শুরু হয়ে যাবে। ভাল-মন্দ কর্মের সুযোগ আর থাকবে না। তাই আল্লাহ প্রেরিত অহীর বিধান মেনে চলে কল্যাণময় জীবন পরিচালনার মাধ্যমে আল্লাহ্র সেরা সৃষ্টির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়াই বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য।

মনে রাখতে হবে যে, 'আমরা সবাই আল্লাহ্র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁর দিকেই ফিরে যাব' *(বাক্বারাহ ২/১৫৬)*। 'আমাদের ছালাত, আমাদের কুরবানী, আমাদের জীবন, আমাদের মরণ সবকিছুই কেবলমাত্র বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্র জন্য' *(আন'আম ৬/১৬৩)*। জান্নাত থেকে নিক্ষিপ্ত বনু আদম আমরা যেন পুনরায় জান্নাতে ফিরে যেতে পারি, করুণাময় আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!!

দুনিয়াবী ব্যবস্থাপনায় আদম (আঃ)ঃ

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী (রহঃ) الطب النبوى কেতাবে বলেন, মানুষের দুনিয়াবী জীবনে প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার শিল্পকর্ম অহীর মাধ্যমে কোন না কোন নবীর হাতে শুরু হয়েছে। অতঃপর যুগে যুগে তার উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। সর্বপ্রথম আদম (আঃ)-এর উপরে যে সব অহী নাযিল করা হয়েছিল, তার অধিকাংশ ছিল ভূমি আবাদ করা, কৃষিকার্য ও শিল্প সংক্রান্ত। যাতায়াত ও পরিবহনের জন্য চাকা চালিত গাড়ী সর্বপ্রথম আদম (আঃ) আবিষ্কার করেন। কালের বিবর্তনে নানাবিধ মডেলের গাড়ী এখন চালু হয়েছে। কিন্তু সব গাড়ীর ভিত্তি হ'ল চাকার উপরে। বলা চলে যে, সভ্যতা এগিয়ে চলেছে চাকার উপরে ভিত্তি করে। অতএব যিনি প্রথম এটা চালু করেন, তিনিই বড় আবিষ্কারক। আর তিনি ছিলেন আমাদের আদি পিতা প্রথম

মানুষ ও প্রথম নবী হযরত আদম আলাইহিস সালাম। যা তিনি অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছিলেন।[২০] আদমের যুগে পৃথিবীর প্রথম কৃষি পণ্য ছিল 'তীন' ফল। ফিলিস্তীন ভূখণ্ড থেকে সম্প্রতি প্রাপ্ত সে যুগের একটি আস্ত তীন ফলের শুষ্ক ফসিল পরীক্ষা করে একথা প্রমাণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ 'তীন' ফলের শপথ করেছেন। আল্লাহ তাঁর উপরে শান্তি বর্ষণ করুন- আমীন!

আদম পুত্রদ্বয়ের কাহিনীঃ

আল্লাহ বলেন, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ 'আপনি ওদেরকে (আহলে কিতাবদেরকে) আদম পুত্রদ্বয়ের যথার্থ কাহিনী শুনিয়ে দিন। যখন তারা উভয়ে কুরবানী পেশ করল। অতঃপর তাদের একজনের কুরবানী কবুল হ'ল। কিন্তু অপরজনের কুরবানী কবুল হ'ল না। তখন একজন বলল, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। জবাবে অপরজন বলল, আল্লাহ কেবলমাত্র আল্লাহভীরুদের থেকেই কবুল করেন'। 'যদি তুমি আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে হাত বাড়াও, আমি তোমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে হাত বাড়াবো না। আমি বিশ্বপ্রভু আল্লাহকে ভয় করি'। 'আমি মনে করি এর ফলে তুমি আমাকে হত্যার পাপ ও তোমার অন্যান্য পাপসমূহের বোঝা নিয়ে জাহান্নামবাসী হবে। আর সেটাই হ'ল অত্যাচারীদের কর্মফল'। 'অতঃপর তার মন তাকে ভ্রাতৃহত্যায় প্ররোচিত করল এবং সে তাকে হত্যা করল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হ'ল'। 'অতঃপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন। যে মাটি খনন করতে লাগল এটা দেখানোর জন্য যে কিভাবে সে তার ভাইয়ের মৃতদেহ দাফন করবে। সে বলল, হায়! আমি কি এই কাকটির মতও হ'তে পারলাম না, যাতে আমি আমার ভাইয়ের মৃতদেহ দাফন করতে পারি। অতঃপর সে অনুতপ্ত হ'ল' *(মায়েদাহ ৫/২৭-৩১)*।

কুরআনের বর্ণনা ছাড়াও 'জাইয়িদ' (উত্তম) সনদ সহ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে যা যা বর্ণিত হয়েছে এবং হাফেয ইবনু কাছীর যাকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী একাধিক বিদ্বানগণের 'মশহূর' বক্তব্য বলে উল্লেখ করেছেন, সে অনুযায়ী আদম পুত্রদ্বয়ের নাম ছিল ক্বাবীল ও হাবীল (قابيل وهابيل) এবং ক্বাবীল ছিল বড় এবং হাবীল ছিল ছোট। বলা বাহুল্য যে, হাযার হাযার বছরের এই পুরানো কাহিনী যথাযথভাবে সত্য সহকারে বর্ণনা করা নিরক্ষর নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্য ছিল নিঃসন্দেহে একটি মু'জেযা ও তাঁর নবুঅত ও কুরআনী সত্যতার অন্যতম প্রধান একটি দলীল।

উল্লেখ্য যে, সে যুগে কুরবানী কবুল হওয়ার নিদর্শন ছিল এই যে, আসমান থেকে একটি আগুন এসে কুরবানী ভস্মীভূত করে আবার অন্তর্হিত হয়ে যেত। যে কুরবানীকে উক্ত অগ্নি ভস্মীভূত করত না, সে কুরবানীকে প্রত্যাখ্যাত মনে করা হ'ত। ক্বাবীল কৃষিকাজ করত। সে কার্পণ্য বশে কিছু নিকৃষ্ট প্রকারের শস্য, গম ইত্যাদি কুরবানীর জন্য পেশ করল। হাবীল পশু পালন করত। সে আল্লাহ্র মহব্বতে তার উৎকৃষ্ট একটি দুম্বা কুরবানী করল। অতঃপর আসমান হ'তে আগুন এসে হাবীলের কুরবানীটি নিয়ে গেল। কিন্তু কাবীলের কুরবানী যেমন ছিল, তেমনি পড়ে রইল। এতে ক্বাবীল ক্ষুব্ধ হ'ল এবং হাবীলকে বললো, لأقتلنك 'আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব'। হাবীল তখন তাকে উপদেশ দিয়ে মার্জিত ভাষায় বলল, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাক্বওয়াশীল বান্দাদের থেকে (কুরবানী) কবুল করে থাকেন। এক্ষণে যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হও, তবে আমি তোমাকে পাল্টা হত্যা করতে উদ্যত হব না। কেননা আমি বিশ্বচরাচরের পালনকর্তা আল্লাহ্কে ভয় করি' *(মায়েদাহ ৫/২৭)*।

আইয়ূব সাখতিয়ানী (রাঃ) বলেন, উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে এই আয়াতের উপর আমলকারী প্রথম ব্যক্তি হ'লেন তৃতীয় খলীফা হযরত ওছমান ইবনু আফফান (ইবনু কাছীর)। যিনি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এবং নিজের জীবনের বিনিময়ে হ'লেও বিদ্রোহীদের দমনে মদীনাবাসীকে অস্ত্রধারণের অনুমতি দেননি। 'ফিৎনার সময় বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে উত্তম'। রাসূল (ছাঃ)-এর এরূপ নির্দেশনা প্রসঙ্গে হযরত সা'দ ইবনু আবী ওয়াককাছ (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! যখন আমাকে হত্যার জন্য আমার ঘরে ঢুকে কেউ আমার দিকে হাত বাড়াবে, তখন আমি কি করব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, كن كخير ابنى آدم 'তুমি আদমের দুই পুত্রের মধ্যে উত্তমটির মত হও' (অর্থাৎ হাবীলের মত মৃত্যুকে বরণ কর)। অতঃপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মায়েদাহ ২৮ আয়াতটি পাঠ করে শুনালেন'।[২১] অতঃপর ক্বাবীল হাবীলকে হত্যা করল। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, হাবীলের কুরবানী দেওয়া দুম্বাটিই পরবর্তীতে ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক ইসমাঈলকে কুরবানীর বিনিময় হিসাবে পাঠানো হয়।[২২]

আহলে কিতাব-এর মধ্যে যুগ যুগ ধরে প্রসিদ্ধি আছে যে, হত্যাকাণ্ডের স্থলটি ছিল উত্তর দামেস্কে 'ক্বাসিয়ূন' (قاسيون جبل) পাহাড়ের একটি গুহায়। যা আজও 'রক্তগুহা' (مغارة الدم) নামে খ্যাত।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, ছাহাবীগণের এই 'আছার' একথা দাবী করে যে, আদম পুত্রদ্বয়ের কুরবানী বিশেষ কোন কারণ বশে ছিল না বা কোন নারীঘটিত বিষয় এর মধ্যে জড়িত ছিল না, যেকথা অনেকে বলে থাকেন। কুরআনের প্রকাশ্য অর্থে উক্ত কথা সমর্থন করে, যা মায়েদাহ ২৭ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অতএব পূর্বাপর

২০. *মা'আরেফুল কুরআন পৃঃ ৬২৯।*

২১. *আবুদাঊদ হা/৪২৫৭, ৫৯৬২ 'ফিতান' অধ্যায়; তিরমিযী হা/২২০৪, ইবনু মাজাহ হা/৩৯৬১ সনদ ছহীহ।*

২২. *ইবনু কাছীর, সনদ জাইয়িদ।*

বিষয় সমূহ দ্বারা একথাই স্পষ্ট হয় যে, ভ্রাতৃ হত্যার কারণ ছিল স্রেফ এই হিংসা বশতঃ যে, হাবীলের কুরবানী কবুল হয়েছিল, কিন্তু ক্বাবীলের কুরবানী কবুল হয়নি। যদিও এতে হাবীলের কোন হাত ছিল না। ভালোর প্রতি এই হিংসা ও আক্রোশ মন্দ লোকদের মজ্জাগত স্বভাব। যা পৃথিবীতে সর্বযুগে বিদ্যমান রয়েছে। এর ফলে ভালো লোকেরা সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'লেও চূড়ান্ত বিচারে তারাই লাভবান হয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে মন্দ লোকেরা সাময়িকভাবে লাভবান হ'লেও চূড়ান্ত বিচারে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। নির্দোষ হাবীলকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে ক্বাবীল তার আক্রোশ মিটিয়ে সাময়িকভাবে তৃপ্তিবোধ করলেও চূড়ান্ত বিচারে সে অনন্ত ক্ষতির মধ্যে পতিত হয়েছে। সেদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ. 'অতঃপর সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হ'ল' *(মায়েদাহ ৫/৩০)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ تَقْتُلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، رواه البخاري. 'অন্যায়ভাবে কোন মানুষ নিহত হ'লে তাকে খুন করার পাপের একটা অংশ আদমের প্রথম পুত্রের আমলনামায় যুক্ত হয়। কেননা সেই-ই প্রথম হত্যাকাণ্ডের সূচনা করে'।[২৩] তিনি আরও বলেন,

يؤتي يوم القيامة بالظالم والمظلوم فيؤخذ من حسنات الظالم فتزاد في حسنات المظلوم حتي ينتصف فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه.

'ক্বিয়ামতের দিন যালেম ও মযলূম উভয়কে হাযির করা হবে। অতঃপর যালেমের নেকীসমূহ নিয়ে নেওয়া হবে। যদি যালেমের কোন নেকী না থাকে, তাহ'লে মযলূমের পাপসমূহ থেকে নেওয়া হবে এবং যালেমের উপর নিক্ষেপ করা হবে। অর্থাৎ তার আমলমানায় যুক্ত করা হবে'।[২৪]

উক্ত মর্মে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ. 'আর তারা নিজেদের পাপভার বহন করবে এবং তার সাথে অন্যদের পাপভার এবং তারা যেসব মিথ্যারোপ করে, সে সম্পর্কে ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে' *(আনকাবূত ২৯/১৩)*।

২৩. *বুখারী হা/৩৩৩৫; মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ; মিশকাত হা/২১১ 'ইল্‌ম' অধ্যায়।*
২৪. *বুখারী হা/২৪৪৯; মুসলিম, ইবনু হিব্বান; কুরতুবী হা/২৬৪০।*

শিক্ষাঃ ক্বাবীল ও হাবীলের উক্ত কাহিনীর মধ্যে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় প্ররোচিত হওয়ার ও তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন হওয়ার প্রমাণ নিহিত রয়েছে।

(২) অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা যে সর্বাপেক্ষা জঘন্য পাপ এবং তওবা ব্যতীত হত্যাকারীর কোন নেক আমল আল্লাহ কবুল করেন না, তার প্রমাণ রয়েছে। (৩) আল্লাহভীরু ব্যক্তিগণ অন্যায়ের পাল্টা অন্যায় করেন না, বরং আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা করেন ও তাঁর নিকটেই তার বিনিময় কামনা করেন। (৪) অন্যায়ের ফলে অন্যায়কারী এক সময় অনুতপ্ত হয় ও দুনিয়াতে সে অন্তর্জ্বালায় দগ্ধীভূত হয় এবং আখেরাতে জাহান্নামের খোরাক হয়। (৫) নেককার ব্যক্তিগণ দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টকে আল্লাহ্‌র পরীক্ষা মনে করেন এবং এতে ধৈর্য ধারণ করেন। (৬) মযলূম যদি ধৈর্য ধারণ করে, তবে তার গোনাহ সমূহ যালেমের ঘাড়ে চাপে এবং দুই জনের পাপের শাস্তি যালেমকে একাই ভোগ করতে হয়।

(৭) মানুষ মারা গেলে কবর দেওয়াই আল্লাহ প্রদত্ত বিধান। ইসলামী শরী'আতে এই বিধান রয়েছে *(আবাসা ২১)*। অতএব মৃত মানুষ পোড়ানো উক্ত আবহমান কালব্যাপী সুন্নাতের স্পষ্ট লংঘন।

(৮) অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যার এই সিলসিলা ক্বাবীলের মাধ্যমে শুরু হয় বিধায় ক্বিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ অন্যায়ভাবে খুন হবে, সকল হত্যাকারীর পাপের বোঝা ক্বাবীলের আমলনামায় চাপানো হবে। অতএব অন্যায়ের সূচনাকারীগণ সাবধান!

মৃত্যু ও বয়সঃ

আদম (আঃ)-কে শুক্রবারে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং শুক্রবারেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম দিন হ'ল জুম'আর দিন। এই দিনেই আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিনেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে, এই দিনেই শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে...'।[২৫] আদম (আঃ)-কে এক হাযার বছর বয়স দেওয়া হয়েছিল। রূহ জগতে দাঊদ (আঃ)-এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি নিজের বয়স থেকে ৬০ বছর তাঁকে দান করেন। ফলে অবশিষ্ট ৯৪০ বছর তিনি জীবিত ছিলেন।[২৬]

২৫. *আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/১৩৬১; সনদ ছহীহ, ছহীহ আবুদাঊদ হা/১০৪৭।*
২৬. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬৬২; সনদ ছহীহ, ছহীহ তিরমিযী হা/৩০৭৬।*

অসীলার শারঈ বিধান

*মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন**

অসীলা শব্দের প্রকৃত অর্থ ঃ

‘আত-তাওয়াস্‌সুল’ (التوسل) শব্দটি আরবী। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ‘আত-তাক্বাররুব’ (التقرب) অর্থাৎ নৈকট্য লাভ করা এবং এমন কর্ম করা, যা মঞ্জিলে মাক্বসূদ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

ইবনুল মানযূর আফরীকী বলেন, অসীলা অর্থ ‘আল-কুরবাহ’ অর্থাৎ নৈকট্য লাভ করা। বলা হয়, অমুক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করেছে। অর্থাৎ সে এমন আমল করেছে, যার দ্বারা সে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।[১]

বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত ‘আরবী-বাংলা অভিধানে’ অসীলা শব্দের অর্থ করা হয়েছে- ‘আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা’।[২] অসীলা শব্দটির আরবীতে অনুবাদ করা হয়েছে- القُرْبَةُ ‘আল-কুরবাহ’ শব্দ দ্বারা। আর ‘আল-কুরবাহ’ শব্দের অর্থ করা হয়েছে- নৈকট্য, উত্তম কাজ, যাতে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা হয়।[৩]

পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে- শারী‘আত সম্মত আমলের দ্বারা আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য লাভ করা।

কুরআনে উল্লিখিত ‘অসীলা’ শব্দের অর্থ ঃ

অসীলা শব্দটি কুরআনের দু’টি আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন –

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوْا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় কর, তাঁর দিকে (ধাবিত হওয়ার জন্য) উপায় খুঁজতে থাক এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হ’তে পারবে’ *(মায়েদাহ ৫/৩৫)*।

অন্য আয়াতে এসেছে,

أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا.

‘তারা যাদেরকে ডাকে তারা নিজেরাই তাদের প্রতিপালকের কাছে (পৌঁছার) অসীলা তালাশ করতে থাকে, (তারা দেখতে চায়) তাদের মধ্যে কে (আল্লাহ তা‘আলার) বেশী নিকটবর্তী আর তারা তাঁরই দয়া প্রত্যাশা করে এবং তাঁর আযাবকে ভয় করে। মূলতঃ তোমার প্রতিপালকের আযাব তো ভয় করার মতই’ *(বনী ইসরাঈল ১৭/৫৭)*।

আমাদের জানা দরকার যে, আয়াতদ্বয়ে উল্লিখিত ‘অসীলা’ শব্দের অর্থ সম্পর্কে সালাফে ছালেহীন কী বলেছেন। তারা বলেছেনঃ এর অর্থ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা। আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীকে মেনে এবং নিষেধসমূহকে বর্জন করে চলার মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ করা। তাদের ব্যাখ্যাসমূহ এ ভাবার্থের বাইরে যায়নি। তারা কেউ বলেননি যে, অসীলা শব্দের অর্থ সৃষ্টিকুলের কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা। নিম্নে অসীলা সম্পর্কে বিদ্বানদেরগণের বক্তব্য তুলে ধরা হ’লঃ

ইবনু আব্বাস (রাঃ), ক্বাতাদা, আবূ ওয়ায়েল, মুজাহিদ, হাসান বাছরী, ইবনু কাছীর, ফাররা, আতা, সুদ্দী ও ইবনু যায়েদ প্রমুখ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে নৈকট্য লাভ করা।

ক্বাতাদা প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, تَقَرَّبُوْا إِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا يُرْضِيْهِ ‘তোমরা আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন কর তাঁর আনুগত্য করার দ্বারা এবং সেই কর্মের দ্বারা যে কর্মকে তিনি পসন্দ করেন।[৪] ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, অসীলা অর্থ- প্রয়োজনীয়তা (হাজাত)। অতএব (وَابْتَغُوْا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ) অর্থ (أُطْلُبُوْا حَاجَتَكُمْ مِنَ اللهِ) ‘তোমরা তোমাদের প্রয়োজনীয়তা তালাশ কর আল্লাহ্‌র নিকট থেকে। কারণ একমাত্র তিনিই তোমাদেরকে তা দিতে সক্ষম।

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ ‘তাফসীর রূহুল মা‘আনী’তে আল্লামা আলূসী বলেছেন, অসীলা শব্দটি ‘ফা‘ঈলাহ’ শব্দের ওযনে এসেছে। এর অর্থ আনুগত্য করাকে এবং পাপাচার ত্যাগ করাকে মাধ্যম ধরে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা।[৫]

তিনি আরো বলেন, কোন কোন ব্যক্তি নেককার ব্যক্তিদের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করে থাকে, তাদেরকে আল্লাহ্‌ ও বান্দাদের মাঝে সুপারিশকারী (মধ্যস্থতাকারী) হিসাবে গণ্য করে, তাদের নাম নিয়ে আল্লাহ্‌র শপথ করে। যেমন- হে আল্লাহ্‌! আমরা অমুকের নাম উল্লেখ পূর্বক তোমার প্রতি শপথ করছি, তুমি আমাদেরকে এরূপ এরূপ দান কর। তাদের কেউ কেউ আবার অগোচরে থাকা ব্যক্তি অথবা মৃত

* *লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এম. এ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; দাঈ, সঊদী ধর্ম মন্ত্রণালয়, দক্ষিণ কোরিয়া।*

১. *লিসানুল আরাব ১১/৭২৪ পৃঃ।*
২. *আরবী-বাংলা অভিধান ৩/২৫৬০ পৃঃ।*
৩. *ঐ, ৩/১৩৩৪।*
৪. *তাফসীর ত্বাবারী ৪/৫৬৬, তাফসীর ইবনু কাছীর ২/৭৩, তাফসীর কুরতুবী ৬/১০১পৃঃ।*
৫. *তাফসীরে রূহুল মা‘আনী ৬/১২০।*

ব্যক্তিদের আহবান করে বলে, হে অমুক ব্যক্তি! তুমি আল্লাহ্র দরবারে দো'আ কর তিনি যেন আমাকে এরূপ এরূপ দান করেন। এ ধারণায় তারা এরূপ বলে যে, এটা তো অসীলা তালাশ করার অন্তর্ভুক্ত। তারা এরূপ বর্ণনাও করে থাকে যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের কর্মগুলো যখন তোমাদেরকে অপারগ করে দিবে তখন তোমরা তোমাদের কবরবাসীদেরকে ধারণ কর, কবরবাসীদের দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর। আল্লামা আলূসী বলেন, তাদের এসব ভ্রান্ত আক্বীদাহ ও ধারণা হক্ব থেকে বহু দূরে। তিনি সূরা মায়েদাহ্র ৩৫ আয়াতের ব্যাখ্যায় তার এ মন্তব্যগুলো উল্লেখ করেছেন।[৬]

উল্লেখ্য যে, জান্নাতের একটি বিশেষ স্তর বা স্থানকেও অসীলা বলা হয়। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার জন্য জান্নাতের অসীলা নামক স্থান প্রাপ্তির প্রার্থনা করবে তার জন্য আমার সুপারিশ অপরিহার্য হয়ে যাবে'।[৭] তবে কুরআনের আয়াতে উল্লিখিত অসীলা দ্বারা হাদীসে বর্ণিত অসীলাকে বুঝানো হয়নি।

অসীলার প্রকারভেদঃ

প্রথমত অসীলা দু'প্রকার। যথা- (১) শারী'আত সম্মত অসীলা। (২) শারী'আত নিষিদ্ধ অসীলা।

শারী'আত সম্মত অসীলা হ'ল- যার সমর্থনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে দলীল পাওয়া যায়। এটি তিন প্রকার।

একঃ আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীকে তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য অসীলা হিসাবে ধারণ করা। যেমন- কোন মুসলিম ব্যক্তি তার দো'আর মধ্যে বলল, হে আল্লাহ! তুমি রহমানুর রহীম আযীযুল হাকীম, আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوْهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْ أَسْمَائِهِ. 'আল্লাহ তা'আলার সুন্দর সুন্দর নামসমূহ রয়েছে। অতএব তোমরা সেগুলোর দ্বারাই তাঁকে ডাক এবং সে সব লোকের কথা ছেড়ে দাও, যারা তাঁর নামে বিকৃতি ঘটায়' *(আ'রাফ ৭/১৮০)।*

রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ 'হে চিরঞ্জীব, হে অনাদি সত্তা! তোমার রহমত দ্বারা আমি সাহায্য প্রার্থনা করছি'।[৮]

দুইঃ আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য সৎ আমলকে অসীলা হিসাবে ধারণ করা। যেমন কোন দো'আকারী ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! তোমার প্রতি আমার ঈমান আনাকে, তোমাকে আমার ভালবাসাকে এবং তোমার রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করাকে অসীলা ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করছি তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ.

'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যা কিছু নাযিল করেছ আমরা তার উপর ঈমান এনেছি এবং আমরা রসূলের কথাও মেনে নিয়েছি। সুতরাং তুমি সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে আমাদেরকে লিপিবদ্ধ কর' *(আলে-ইমরান ৩/৫৩)।*

আব্দুল্লাহ ইবনু বুরায়দাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللّٰهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ. 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি এই বলে যে, তুমিই একমাত্র (অদ্বিতীয়) আল্লাহ, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, যার থেকে কেউ জন্ম নেয়নি আর তিনি কারো থেকে জন্ম গ্রহণ করেননি। আর তাঁর সমতুল্য দ্বিতীয় কেউ-ই নেই'। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, সে ইসমে আযমের দ্বারা আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করেছে, যার দ্বারা কিছু চাইলে আল্লাহ তা'আলা দিয়ে থাকেন এবং যার দ্বারা আল্লাহকে ডাকা হ'লে সে ডাকে তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন।[৯]

এছাড়া তিন ব্যক্তির পাহাড়ের গর্তে আশ্রয় গ্রহণ এবং পরবর্তীতে সে গর্ত থেকে তাদের প্রত্যেকের পূর্ববর্তী সৎ কর্মকে মুক্তির মাধ্যম হিসাবে আল্লাহ্র দরবারে উপস্থাপন করা এবং বিপদ থেকে মুক্ত হওয়া মর্মে প্রসিদ্ধ হাদীছটি আমাদের সকলেরই জানা আছে।

তিনঃ জীবিত সৎ মুসলিম ব্যক্তির দো'আকে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মাধ্যম (অসীলা) হিসাবে গ্রহণ করা। যেমন- অনাবৃষ্টির কারণে কোন সৎ, ঈমানদার, মুত্তাক্বী ব্যক্তিকে সামনে দিয়ে তাকে দো'আ করার জন্য আহ্বান জানানো। যাতে তার দো'আর দ্বারা বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করা যায় এবং চিন্তা দূর হয়ে যায়। যেমন হাদীছে এসেছে, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল এমন সময় যে, রাসূল (ছাঃ) মিম্বারে উঠে জুম'আর খুৎবা দিচ্ছিলেন। সে ব্যক্তি নবী (ছাঃ)-এর নিকট দরখাস্ত জানাল তাদের জন্য তিনি যেন দো'আ করেন। যাতে অনাবৃষ্টির পরে বৃষ্টির দ্বারা আল্লাহ রব্বুল আলামীন সাহায্য করেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাঁর দু'হাত উঠিয়ে তাদের জন্য দো'আ করলেন। যার ফলে বৃষ্টি হ'ল।[১০]

এ হাদীছে সে ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট দো'আ করার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিল। সে রাসূল (ছাঃ)-কে বৃষ্টির জন্য অসীলা ধরেননি।

---

৬. *ঐ, ৬/১২৪-১২৫।*
৭. *মুসলিম হা/৩৮৪; তিরমিযী হা/৩৬১৪; নাসাঈ হা/৬৭৮; আবূদাঊদ হা/৫২৩; আহমাদ হা/৬৫৩২।*
৮. *ছহীহ তিরমিযী হা/৩৫২৪।*
৯. *তিরমিযী হা/২৭৬৩; ইবনু মাজাহ হা/৩১১১; আবূদাঊদ হা/১৩৪১।*
১০. *বুখারী হা/৯৩২, ১০১৩, 'জুম'আহ' অধ্যায়; মুসলিম হা/৮৯৭।*

দ্বিতীয় প্রকার অসীলা হচ্ছে শারী'আত নিষিদ্ধ অসীলাঃ

এখানে একটি বিষয় গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করতে হবে যে, অসীলা ধরাটা এক প্রকারের ইবাদত, আর ইবাদত একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যেই হ'তে হবে এবং তা হ'তে হবে রাসূল (ছাঃ)-এর ছহীহ সুন্নাহ্ মাফিক। ইতিমধ্যে আমরা শারী'আত সম্মত তিন প্রকারের অসীলা দলীল সহকারে অবগত হয়েছি। এ তিন প্রকারের অসীলা ব্যতীত অন্য যে কোন ধরনের অসীলা ধারণ বা গ্রহণ করা অবৈধ। যেমন সৃষ্টিকুলের কোন ব্যক্তির দো'আকে বাদ দিয়ে তার সত্তাকে বা তাকেই অসীলা ধরা অথবা তার মান-মর্যাদাকে অসীলা হিসাবে গ্রহণ করা। অথবা কোন মৃত ব্যক্তিকে অসীলা ধরা, যেমন রাসূল (ছাঃ) সহ তথাকথিত পীর বা অলী-আওলিয়াদের অসীলায় আল্লাহ্র নিকট কিছু প্রার্থনা করা ইত্যাদি।

ওমর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা আব্বাস (রাঃ)-এর দ্বারা যে বৃষ্টি প্রার্থনা করেছিলেন তা ছিল তার দো'আর মাধ্যমে; তাঁর সত্তার মাধ্যমে নয়। কারণ যদি কারো সত্তার মাধ্যমে অসীলা ধরা জায়েয থাকত তাহ'লে রাসূল (ছাঃ)-এর সত্তার দ্বারাই অসীলা ধরা ওয়াজিব হ'ত। কারণ তাঁর সত্তা তাঁর মৃত্যুর পরেও অবশিষ্ট রয়েছে।

বিদ'আতী অসীলা সাব্যস্ত করার স্বপক্ষে কথিত ছূফী সম্প্রদায় বেশ কিছু হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করে থাকে। যেগুলি সবই বানোয়াট। যেমনঃ

(১) বলা হয়ে থাকে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা আমার সত্তা দ্বারা অসীলা ধর। কারণ আমার সত্তা আল্লাহর কাছে মহান।

এ হাদীছের কোন ভিত্তি নেই। ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেছেন, এটা মিথ্যা কথা। শায়খ আলবানী (রহঃ) এটিকে ভিত্তিহীন বলেছেন।[১১] কোন সন্দেহ নেই যে, রাসূল (ছাঃ)-এর সত্তা আল্লাহ্র নিকটে মহা সম্মানিত। আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)-এর ব্যাপারে বলেন, 'তিনি আল্লাহ্র নিকট বড়ই সম্মানিত ছিলেন' *(আহযাব ৩৩/৬৯)*। আমাদের নবী (ছাঃ) মূসা (আঃ)-এর চাইতেও উত্তম। কিন্তু এটি এক বিষয় আর তাঁর সত্তার অসীলায় কিছু চাওয়া অন্য বিষয়। দু'টি বিষয়কে এক করে দেখার কোন সুযোগ নেই।

অসীলা সংক্রান্ত হাদীছগুলো দু'ভাগে বিভক্ত- ছহীহ ও য'ঈফ। যদি ছহীহ হাদীছগুলোর দিকে লক্ষ্য করি, তাহ'লে দেখতে পাব যে, সেগুলোতে তাঁর সত্তা দ্বারা অসীলা গ্রহণকারীর কোন দলীল নেই। ইসতিসক্বার ছালাতে তাঁর মাধ্যমে অসীলা ধরা, অন্ধ ব্যক্তির তাঁর মাধ্যমে অসীলা ধরা, এসব অসীলা ছিল তাঁর জীবিত থাকাবস্থায় তাঁর দো'আর মাধ্যমে, তাঁর সত্তার দ্বারা নয়। অতএব যেমন তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দো'আর দ্বারা অসীলা ধরা সম্ভব নয়, তেমনি তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সত্তার দ্বারা অসীলা ধরাও সম্ভব নয়।

১১. *সিলসিলাহ যঈফা হা/২২।*

যদি তা জায়েয থাকত তাহ'লে ছাহাবীগণ ওমর (রাঃ)-এর যুগে ইসতিসক্বার ছালাতে রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা আব্বাস (রাঃ)-এর মাধ্যমে বৃষ্টির জন্য দো'আ করতেন না; বরং রাসূল (ছাঃ)-এর অসীলায় পানি প্রার্থনা করতেন।[১২] কারণ তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁরা জানতেন কোন্ অসীলাটি বৈধ আর কোন্টি অবৈধ। অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে মৃত ব্যক্তির দো'আ বা তার সত্তার অসীলা ধরা বৈধ নয়, সে যেই হোক না কেন।

যে অন্ধ ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে অসীলা ধরেছিলেন, তার দো'আর ভাষা ছিল এরূপ- اَللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ 'হে আল্লাহ! তুমি তাঁর শাফা'আতকে (দো'আকে) আমার ব্যাপারে কবূল কর'।[১৩] অন্ধ ব্যক্তির হাদীছের বিষয় দো'আকে ঘিরেই। বিদ'আতী অসীলার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এ কারণে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এ ধরনের অসীলাকে অস্বীকার করে বলেছেন, أَكْرَهُ أَن يُسْأَلَ اللهُ إِلاَّ بِاللهِ 'আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো মাধ্যমে চাওয়াকে আমি ঘৃণা করি'। এমনটিই এসেছে 'দুররুল মুখতার' সহ হানাফী মাযহাবের অন্যান্য গ্রন্থে।

কাওছারী বলেছেন, 'ইমাম শাফেঈ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর অসীলায় তাঁর কবরের নিকট বরকত গ্রহণ করেছেন এবং আল্লাহ্র কাছে চেয়েছেন' মর্মে বর্ণিত কথাটি মিথ্যা ও বাতিল। ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেছেন, এটি ইমাম শাফে'ঈর উপর মিথ্যারোপ। কারণ ইমাম শাফেঈ হিজায, ইয়ামান, শাম (সিরিয়া), ইরাক, মিসর ভ্রমণকালে বহু নবী, ছাহাবী ও তাবেঈগণের কবর দেখেছেন যাঁরা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও তার ন্যায় অন্যান্য আলেমগণের চেয়ে বহুগুণে উত্তম। তা সত্ত্বেও তিনি তাদের কারো নিকট দো'আ না করে কেবলমাত্র আবূ হানীফা (রহঃ)-এর নিকট দো'আ করলেন? এ ছাড়া ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর কোন শিষ্য থেকেও এরূপ প্রমাণিত হয়নি।[১৪]

(২) আল্লাহ এমন এক সত্তা, যিনি জীবন দান করেন, আবার মৃত্যুও দেন। তিনি চিরঞ্জীব, কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। তুমি ক্ষমা কর আমার মা ফাতিমা বিনতু আসাদকে। তাকে উপাধি দাও তার অলংকার হিসাবে, তার প্রবেশ পথকে প্রশস্ত কর, তোমার নবীকে সত্য ও আমার পূর্ববর্তী সকল নবীকে সত্য জানার দ্বারা। কারণ তুমিই

১২. *বুখারী, মিশকাত হা/১৫০৯।*
১৩. *তিরমিযী, হা/৩৫৭৮; মিশকাত হা/২৪৯৫, সনদ ছহীহ 'দো'আ' অধ্যায়।*
১৪. *ইকতিযাউস ছিরাতিল মুসতাকীম, পৃঃ ১৬৫।*

সকল দয়ালুর মাঝে সর্বাপেক্ষা দয়াবান।[১৫]

উল্লেখ্য, যখন আলী (রাঃ)-এর মা ফাতিমা মারা গেলেন, তখন কবর খোঁড়ার পর রাসূল (ছাঃ) উক্ত দো'আ পড়েন বলে কথিত আছে।

এ হাদীছটি দুর্বল। এর সনদে রাওহ ইবনু ছালাহ নামক একজন বর্ণনাকারী আছেন, মুহাদ্দিছগণ যাকে দুর্বল বর্ণনাকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইবনু আদী (৩/১০০৫) বলেছেন, তিনি দুর্বল। ইবনু ইউনুস বলেন, তার থেকে বহু মুনকার হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। দারাকুৎনী বলেছেন, তিনি হাদীছের ক্ষেত্রে যঈফ। ইবনু মাকূলা বলেন, মুহাদ্দিছগণ তাকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন।

(৩) যে ব্যক্তি তার বাড়ী হ'তে ছালাতের জন্য বের হয়, অতঃপর এ দো'আ বলে, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি তোমার নিকট প্রার্থনাকারীদের সত্য জানার দ্বারা। আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি আমার এ চলাকে সত্য জানার দ্বারা। কারণ আমি অহংকার করে আর অকৃতজ্ঞ হয়ে বের হইনি ...। তখন আল্লাহ তাঁর চেহারা সমেত তার সম্মুখে উপস্থিত হন এবং তার জন্য এক হাযার ফেরেশতা ক্ষমা প্রার্থনা করেন।[১৬]

দু'টি কারণে হাদীছটি দুর্বল ঃ

(ক) ফুযায়েল ইবনু মারযূক দুর্বল রাবী। একদল তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আবূ হাতিম বলেন, সে হাদীছের ক্ষেত্রে দুর্বল। তিনি আরো বলেন, তার হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। হাকিম বলেন, সে ছহীহার শর্তের মধ্যে পড়ে না। নাসাঈ বলেন, সে দুর্বল।

কাওছারী যে বলেছেন, শুধুমাত্র আবূ হাতিমই তাকে দুর্বল বলেছেন, এ কথাটি সঠিক নয়। তিনি যে বলেছেন, দোষারোপটি ব্যাখ্যাকৃত নয়, সেটিও ঠিক নয়। কারণ আবূ হাতিম বলেন, সে বহু ভুল করত। হাফিয ইবনু হাজার তার এ কথার উপর নির্ভর করেছেন।

(খ) হাদীছটি দুর্বল হওয়ার আরো একটি কারণ হচ্ছে আতিয়া আল-আওফী নামক দুর্বল বর্ণনাকারী। হাফিয ইবনু হাজার বলেন, তিনি সত্যবাদী, তবে বহু ভুল করতেন। এছাড়া তিনি একজন শী'আ মতাবলম্বী মুদাল্লিস রাবী ছিলেন। অতএব তাকে দোষ দেয়াটা ব্যাখ্যাকৃত দোষারোপ। হাফিয যাহাবীও আল-মীযান গ্রন্থে তাকে দুর্বল বলেছেন।

(৪) আদম (আঃ) যখন গুনাহ করে ফেললেন, তিনি বললেন, হে আমার প্রভু! তোমার নিকট মুহাম্মাদকে সত্য জেনে প্রার্থনা করছি। আমাকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ বললেন, হে আদম! তুমি কিভাবে মুহাম্মাদকে চিনলে, অথচ আমি তাকে সৃষ্টি করিনি? তিনি বললেন, হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে যখন আপনার হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছিলেন এবং আমার মধ্যে আপনার রূহ ফুঁকে দিয়ে ছিলেন, তখন আমি আমার মাথা উঁচু করেছিলাম। অতঃপর আমি আরশের স্তম্ভগুলোতে লিখা দেখেছিলাম 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। আমি জেনেছি যে, আপনার কাছে সর্বাপেক্ষা ভালবাসার সৃষ্টি ব্যতীত অন্য কাউকে আপনি আপনার নামের সাথে সম্পৃক্ত করবেন না। সত্যই বলেছ হে আদম! নিশ্চয়ই তিনি আমার নিকট সর্বাপেক্ষা ভালবাসার সৃষ্টি। তুমি তাঁকে হক জানার দ্বারা আমাকে ডাক। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব। মুহাম্মাদ যদি না হ'ত আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।

হাদীছটি জাল বা মিথ্যা।[১৭]

ইমাম যাহাবী বলেছেন, হাদীছটি বানোয়াট। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, সম্ভবত হাদীছটি ইসরাঈলী বর্ণনা হ'তে এসেছে। মোটকথা, নবী (ছাঃ) হ'তে হাদীছটির কোন ভিত্তি নেই। হাফিয যাহাবী ও ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) এটিকে বাতিল বলে নির্দেশ করেছেন।

বস্তুতঃ কিছু চাইলে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই চাইতে হবে। রাসূল (ছাঃ) ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে নিম্নোক্ত হাদীছে এ শিক্ষাই দিয়েছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে যুবক! আমি তোমাকে কতিপয় শব্দ শিক্ষা দিচ্ছি, 'তুমি আল্লাহকে হেফাযত কর (অর্থাৎ যেভাবে তোমাকে চলার নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে তাঁর কথা মেনে চল) আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করবেন। তুমি আল্লাহকে হেফাযত কর তুমি আল্লাহকে তোমার সামনে পাবে। তুমি যদি কিছু চাও তাহ'লে আল্লাহ্‌র কাছেই চাও, আর যদি কিছু সাহায্য প্রার্থনা কর আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। আর জেনে রাখ! সকল মানুষ মিলে যদি তোমার সামান্যতম উপকার করতে চায় তোমার ভাগ্যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা লিখা রয়েছে তা ব্যতীত আর কোনই উপকার করতে পারবে না। আর তারা যদি সকলে মিলে তোমার কোন ক্ষতি করতে চায় তাহ'লেও তোমার ভাগ্যে আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন তা ব্যতীত তারা তোমার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না'।[১৮]

অতএব কোন অবস্থাতেই তিন প্রকারের বৈধ অসীলা ব্যতীত অন্য কোন ধরনের অসীলা অবলম্বন করা যাবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে সঠিক ইসলাম বুঝার এবং সে মোতাবেক আমল করে জান্নাত লাভ করার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

---

১৫. *তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর, ২৪/৩৫১, ৩৫২; আল-মু'জামুল আওসাত্ব ১/১৫২-১৫৩; আবু নু'আইম, হিলইয়াহতুল আওলিয়া ৩/১২১।*

১৬. *ইবনু মাজাহ ১/২৬১-২৬২; আহমাদ ৩/২১; বাগাবী ৯/৯৩/৩ ও ইবনুস সুন্নী, ৮৩।*

১৭. ইমাম হাকিম, আল-মুসতাদরাক ২/৬১০; ইবনু আসাকির ২/৩২৩/২; বায়হাকী, দালায়েলুন নবুওয়াহ ৫/৪৮৮।

১৮. *তিরমিযী হা/২৫১৬; আহমাদ হা/২৬৬৯; মিশকাত হা/৫৩০২, হাদীছ ছহীহ।*

ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার

*ডঃ আব্দুর রউফ যাফর**

অনুবাদঃ মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

(জুলাই সংখ্যার পর)

নারী অধিকারের গুরুত্বঃ

ইসলাম আগমনের পরও কিছু লোক নারীদেরকে অসম্মানের দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। এ অসম্মানের একটা ধরন ছিল যে, ইবাদত-উপাসনায় মগ্ন হয়ে স্ত্রীদের কোন খোঁজ-খবর না নেওয়া। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর, আমর ইবনুল আছ ও আবুদ দারদার ঘটনা হাদীছ গ্রন্থ সমূহে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। অত্যধিক উপাসনার কারণে তাঁদের প্রতি স্ত্রীদের অভিযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে নবী করীম (ছাঃ) তাদেরকে ডেকে বলেন, 'তোমাদের উপর তোমাদের স্ত্রীদেরও হক্ব রয়েছে'। উক্ত ঘটনা হাদীছে এভাবে উল্লিখিত হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَمْ أُخْبِرَ أَنَّكَ تَقُوْمُ اللَّيْلَ وَتَصُوْمُ النَّهَارَ قُلْتُ بَلَى، قَالَ فَلاَ تَفْعَلْ صُمْ وَافْطِرْ وَ قُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকট এসে বললেন, 'আমাকে কি এ সংবাদ দেওয়া হয়নি যে, তুমি সারা রাত্রি জেগে ইবাদত কর এবং দিনে ছিয়াম পালন কর'? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি ঐরূপ কর না। তুমি ছিয়াম পালন কর এবং (মাঝে মাঝে) ছেড়েও দাও, রাত্রিতে জেগে ইবাদত কর এবং (কিছু অংশ) ঘুমাও। কেননা নিশ্চয়ই তোমার শরীরের হক্ব আছে, তোমার চোখের হক্ব আছে, তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক্ব আছে, তোমার উপর তোমার প্রতিবেশীর হক্ব আছে'।[১]

এক্ষণে আমরা স্ত্রীর অধিকার ও স্বামীর কর্তব্যের বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করব ইন্‌শাআল্লাহ।

১. উত্তম আচরণঃ

রোগ-ব্যাধি বা আকস্মিক বিপদে নারীদের অন্তর মুষড়ে পড়ে, তারা নিঃসঙ্গতা অনুভব করে এ সময় মুহাব্বাতের সাথে তাদের পাশে থাকা ও তাদের প্রতি খেয়াল রাখা আবশ্যক। দীর্ঘ দিন ভিনদেশে বা প্রবাসে থাকবে না। বাধ্যগত কারণে যদি দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকতে হয়, তাহ'লে স্ত্রী ও সন্তানদেরকে সঙ্গে রাখবে। স্ত্রীকে তার পিতা-মাতা ও মাহরাম আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ করা ও মিলিত হওয়ার অনুমতিও দিবে।

বিদায় হজ্জের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أَلاَ وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً، أَلاَ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلاَ يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ وَلاَيَأْذَنَّ فِيْ بُيُوْتِكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ، أَلاَ وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوْا إِلَيْهِنَّ فِيْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ.

'হে লোক সকল! মহিলাদের ব্যাপারে আমার উত্তম উপদেশ গ্রহণ করো। তারা তোমাদের উত্তম ব্যবহারের অধীন। তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকারের মাধ্যমে স্বীয় বন্ধুত্বে গ্রহণ করেছ। আর তাদের শরীরকে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়মানুসারে নিজেদের ব্যবহারের জন্য নিয়েছ। তাদের উপর তোমাদের হক্ব হ'ল তারা কোন অশ্লীল কাজ করবে না। যদি তারা এরূপ করে তাহ'লে তাদের শয্যা পৃথক করে দিবে এবং তাদেরকে হালকা প্রহার করবে। যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে তাহ'লে তাদের জন্য আর অন্য কোন উপায় অনুসন্ধান করো না। সাবধান! তোমাদের প্রতি স্ত্রীদের এবং স্ত্রীদের প্রতি তোমাদের হক্ব রয়েছে। সুতরাং স্ত্রীদের উপর তোমাদের হক্ব হ'ল (তারা নিজেদের সতীত্ব রক্ষা করবে) তারা এমন লোককে তোমাদের শয্যা মাড়াতে দিবে না যাদেরকে তোমরা অপসন্দ কর এবং তারা তোমাদের ঘরে এমন লোককে আসারও অনুমতি দিবে না যাদেরকে তোমরা অপসন্দ কর। আর তোমাদের উপর স্ত্রীদের হক্ব হ'ল তোমরা তাদের পানাহার ও পোষাক-পরিচ্ছদ প্রদানের ক্ষেত্রে ইহসান করবে'।[২]

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ معاوية عن أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوْهَا إِذَا اكْتَسى وَلاَيَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَيُقَبِّحْ وَلاَ يَهْجُرْ إِلاَّ فِيْ الْبَيْتِ.

* প্রফেসর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ভাওয়ালপুর, পাকিস্তান।

১. *বুখারী, 'ছিয়াম' অধ্যায়, হা/১৯৭৫।*

২. *তিরমিযী, 'তাফসীর' অধ্যায় সূরা তওবাহ, হা/৩০৮৭, হাদীছ হাসান; ইবনু মাজাহ হা/১৮৫১।*

হাকীম ইবনু মু'আবিয়া (রাঃ) স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ছাহাবী এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! স্বামীর উপর স্ত্রীর হক্ব কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি নিজে যা খাবে তাকেও তাই খাওয়াবে, নিজে যা পরবে তাকেও তাই পরিধান করাবে। তার মুখমণ্ডলে প্রহার করবে না। তার দোষ-ত্রুটি বলবে না। শাস্তি দানের উদ্দেশ্যে তাকে ঘর থেকে বের করে দিবে না'।[৩]

২. মোহরানার অধিকারঃ

মোহর এমন একটি বিষয় যা বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্ত্রীকে প্রদান করা হয়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا. 'আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশী মনে। তারা যদি সন্তুষ্টচিত্তে তা থেকে কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর' *(নিসা ৪/৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

'অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত হক্ব দান কর। তোমাদের কোন গোনাহ হবে না যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পরে সম্মত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিজ্ঞ, রহস্যবিদ' *(নিসা ৪/২৪)*।

বস্তুতঃ মোহর আদায় করা একটি যরূরী বিষয়। এর পরিমাণ নির্ধারিত নয়; বরং পুরুষের সামর্থ্য অনুযায়ী বিবাহের সময় তা আদায় করতে হয়। কোন কুট কৌশল বা খোড়া অজুহাতে তা হজম করা পুরুষের জন্য বৈধ নয় কিংবা মোহরের কোন অংশ গোপন করাও জায়েয নয়।

তবে মোহর মাফ করে দেওয়ার অধিকার স্ত্রীর রয়েছে। সে মোহরের অংশবিশেষও মাফ করতে পারে কিংবা ইচ্ছা করলে সম্পূর্ণ মোহরও মাফ করে দিতে পারে। কিন্তু স্বামীকে মোহরানা মাফ করে দেওয়া স্ত্রীর স্বাধীন ইচ্ছায় হ'তে হবে। যদি জোর করে মাফ করানো হয় তাহ'লে বিদ্বানগণের মতে স্বামীকে ঐ মোহরানা আদায় করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوْفُوْابِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ. 'সবচেয়ে পরিপূর্ণভাবে আদায় করার যোগ্য শর্ত হচ্ছে যার মাধ্যমে নারীর সতীত্ব তোমাদের জন্য হালাল করা হয়'। অর্থাৎ মোহরানা।[৪]

অপর এক হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أَيُّمَا رجُل تَزَوَّجَ امْرَأَةً على مَا قلَّ مِنَ الْمَهْرِ أوكَثُرَ، ليس فى نَفْسِه أنْ يُؤَدِّىَ إِلَيْهَا حَقَّهَا، خَدَعَهَا، فَمَاتَ ولَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حقَّها، لقِىَ الله يومَ القيامة وهو زانٍ.

'কোন ব্যক্তি কম-বেশী যেকোন পরিমাণ মোহরের বিনিময়ে কোন মহিলাকে বিবাহ করল আর মনে মনে এই সিদ্ধান্ত নিল যে স্ত্রীর ঐ হক্ব সে আদায় করবে না তাহ'লে এটা হবে স্ত্রীর সাথে প্রতারণা ও ধোঁকা। যদি সে ব্যক্তি ঐ হক্ব আদায় না করে মৃত্যুবরণ করে তাহ'লে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সামনে সে ব্যভিচারী রূপে উপস্থিত হবে'।[৫]

৩. ভরণ-পোষণঃ

স্বামীর জন্য অবশ্য কর্তব্য হ'ল নিজের সাধ্যমত সে স্ত্রীর যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করবে। নিজে যেমন পোশাক পরিধান করবে তাকেও অনুরূপ পোশাক পরিধান করাবে। নিজে যে মানের খাদ্য খাবে তাকেও সেরূপ খাদ্য খাওয়াবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ.

'আর সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং কম সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সাধ্যানুযায়ী তাদের খরচ দেবে। যে খরচ প্রচলিত রয়েছে তা সৎকর্মশীলদের উপর দায়িত্ব' *(বাক্বারাহ ২/২৩৬)*।

কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে খোরপোষ না দেয়, তাহ'লে তার দু'টি অবস্থা হ'তে পারে। প্রথমতঃ তার খোরপোষ দেওয়ার সামর্থ্য নেই। দ্বিতীয়তঃ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ভরণ-পোষণ দেয় না। প্রথমোক্ত অবস্থায় বিভিন্ন ফিক্বহী মতামত রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে ইমাম মালেক (রহঃ)-এর মতামত অধিকতর সঠিক বলে মনে হয়। তাহ'ল উক্ত অবস্থায় ঐ ব্যক্তি এক বা দু'মাস অথবা তার জন্য উপযুক্ত সময় অবকাশ দেয়া হবে। কিন্তু তবুও যদি সে ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে না পারে স্ত্রী ঐ অবস্থায় যদি স্বামীর কাছে থাকতে না চায়, তাহ'লে কাযী স্বামী-স্ত্রী

৩. *ইবনু মাজাহ 'বিবাহ' অধ্যায়, 'স্বামীর উপর স্ত্রীর হক্ব' অনুচ্ছেদ, হা/১৮৫০; মিশকাত, 'বিবাহ' অধ্যায়, 'স্ত্রীদের সাথে ব্যবহার' অনুচ্ছেদ, হা/৩২৫৯।*

৪. *বুখারী, 'বিবাহের শর্ত' অধ্যায় হা/৫১৫১; তিরমিযী হা/১১২৭; ইবনু মাজাহ, হা/১৯৫৪; আবুদাউদ হা/২১৩৯।*

৫. *ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৮, 'বিবাহ' অধ্যায়, হাদীছ ছহীহ; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৪/১৩৫।*

দু'জনকে পৃথক করে দিবে। আর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি ভরণ-পোষণ না দিলে সেটা হবে যুলুম। এ ক্ষেত্রে কাযী বা বিচারকের কর্তব্য হ'ল তিনি স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ দিতে স্বামীকে বাধ্য করবেন। এরপরও যদি ঐ ব্যক্তি বিচারকের নির্দেশ না মানে তাহ'লে ইমাম মালেক (রহঃ)-এর মতে কাযী ঐ স্বামী-স্ত্রীকে পৃথক করে দিবেন। কেননা কুরআন কারীমের দৃষ্টিতে ভরণ-পোষণ স্ত্রীর অধিকার। আর যখন কোন লোক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীর ব্যয় নির্বাহ করে না তখন স্ত্রীকে ঐ লোকের অধীনে আটকে রাখলে অনেক ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হ'তে পারে।

৪. ইনছাফ ও সুবিচারঃ

ইসলাম ব্যভিচারকে মানব জীবনের জন্য ধর্মীয়, চারিত্রিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ধ্বংসকারী মনে করে। আর বিবাহিত পুরুষ-নারীর জন্য এর শাস্তি হ'ল রজম (পাথর মেরে হত্যা করা)। এখানে একটি বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের অবস্থা মোতাবেক এক্ষেত্রে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। আর সেটা হ'ল প্রয়োজনের তাক্বীদে একই সময়ে চার জন স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে এই শর্ত কঠোরভাবে আরোপ করা হয়েছে যে, ঐ স্ত্রীদের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে যথাযথ লক্ষ্য রাখতে হবে। এমনকি স্ত্রীদের সাথে স্বামীকে চালচলন ও আচার ব্যবহারের ক্ষেত্রে উত্তম আচরণ করতে হবে। একাধিক স্ত্রী হ'লে তাদের মধ্যে সমতা বজায় রেখে কাজ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً 'আর যদি তোমরা এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না, তবে একজনকে বিবাহ কর' *(নিসা ৩)*।

অন্যত্র আল্লাহ আরো বলেন,

وَلَن تَسْتَطِيْعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيْلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

'তোমরা কখনও নারীদেরকে সমান রাখতে পারবে না, যদিও এর আকাঙ্ক্ষী হও। অতএব সম্পূর্ণ ঝুঁকে পড় না যে, একজনকে ফেলে রাখ দোদুল্যমান অবস্থায়। যদি সংশোধন কর এবং আল্লাহভীরু হও, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়' *(নিসা ৪/১২৯)*।

সার্বিক দিক দিয়ে দুই স্ত্রী একই রকম হয় না। একজন কুশ্রী হয়, অপরজন সুশ্রী হয়, একজন রোগাক্রান্ত, অন্যজন সুস্থ-সবল, একজন যুবতী, অন্যজন বয়স্কা, একজন বদমেযাজী, অপরজন খোশমেযাজী (কম রাগী) হয়ে থাকে। এভাবে উভয়ের মাঝে কিছু পার্থক্য হ'তে পারে, যে কারণে প্রকৃতিগতভাবে মানুষের অন্তর একদিকে একটু বেশী, অপরদিকে কম ঝুঁকে পড়তে পারে। এরপরেও উভয় দিকে যথাযথ সম্পর্ক রাখা ও সমতা বিধানের প্রচেষ্টা চালানো একান্ত আবশ্যক। একজনের প্রতি আচরণ যেন এমন না হয় যে, সে যেন বাধ্য হয়ে স্বামীর বাড়ীতে থাকছে, অথচ বাস্তবে যেন তার স্বামীই নেই। আর ভরণ-পোষণ উভয়কে সমান সমান দিতে হবে। স্ত্রীদের মাঝে সমতা বিধান না করলে, তাদের মাঝে সুবিচার না করলে পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَان يَمِيْلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شَقَّيْهِ سَاقِطٌ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তির দু'জন স্ত্রী আছে সে যদি তাদের একজনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, ক্বিয়ামতের দিন সে বিকলাঙ্গ অবস্থায় উঠবে'।[৬]

উত্তম আদর্শের নমুনা মহানবী (ছাঃ) সপ্তাহের দিনগুলি স্বীয় স্ত্রীদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। যেদিন যে স্ত্রীর নিকটে থাকার জন্য নির্ধারিত ছিল সেদিন অন্যকোন প্রয়োজন থাকলেও অনুমতি ব্যতীত অন্যত্র থাকতেন না। যদি সফরে যেতে হ'ত তাহ'লে লটারীর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতেন যে, সাথে কোন স্ত্রী যাবেন।[৭]

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِى الْقَسْمِ مِنْ مَّكْثِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ اِلاَّ وَهُوَ يَطُوْفُ عَلَيْنَا جَمِيْعًا فَيَدْنُوْا مِنْ كُلِّ اِمْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيْسٍ حَتَّى يَبْلُغَ اِلَى الَّتِىْ هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيْتُ عِنْدَهَا.

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের সাথে অবস্থানের ব্যাপারে আমাদের কারো উপর কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করতেন না। আর এরূপ দিন খুব কমই হ'ত, যেদিন তিনি আমাদের সকলের নিকট আসতেন না এবং সহবাস ব্যতীত তিনি সকল স্ত্রীর সাথে খোশালাপ করতেন। এরপর যেদিন যার সাথে রাত্রিবাসের পালা পড়ত, সেদিন তিনি তার সাথে রাতযাপন করতেন।[৮]

---

৬. *তিরমিযী হা/১১৪১; ইবনু মাজাহ হা/১৯৬৯; আবুদাঊদ হা/২১৩৩, হাদীছ ছহীহ।*
৭. *আবুদাঊদ হা/২১৩৮।*
৮. *আবুদাঊদ হা/২১৩৫ হাদীছ হাসান ছহীহ।*

Contents

৫. শরী'আত পরিপন্থী নির্দেশের অবাধ্যতাঃ

যদিও নারীদের উপর পুরুষের অধিকার বেশী এবং স্ত্রীদের প্রতি স্বামীদের অনুগত হওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে, তথাপি উভয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্র রেযামান্দী হাছিল এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধি-নিষেধ তথা হুকুম-আহকামের উপর পরিপূর্ণ আমল করা। এজন্য স্ত্রীকে শরী'আত বিরোধী কোন নির্দেশ দেওয়ার অধিকার স্বামীর নেই। যদি স্বামী এরূপ করে তাহ'লে সেক্ষেত্রে স্বামীর কথা মানা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ. 'স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই'।[৯]

৬. দুঃখ-কষ্ট প্রদান ও বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধঃ

স্বামীর উপর এই দায়িত্ব রয়েছে যে, সে বিনা কারণে স্ত্রীকে কষ্ট দিবে না। যদি কোন লোক স্বীয় স্ত্রীকে পসন্দ না করে তাহ'লে তার নৈতিক কর্তব্য হচ্ছে কষ্ট-ক্লেশ, নির্যাতন ও বাড়াবাড়ির পরিবর্তে সাধু-সজ্জনের ন্যায় তাকে ছেড়ে দেয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا.

'আর তোমরা তাদেরকে জ্বালাতন ও বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যে আটকে রেখো না। আর যারা এমন করবে, নিশ্চয়ই তারা নিজেদেরই ক্ষতি করবে। আর আল্লাহ্র নির্দেশকে হাস্যকর বিষয়ে পরিণত কর না' *(বাক্বারাহ ২/২৩১)*।

কষ্ট দেয়া ও বাড়াবাড়ি করার মধ্যে আত্মিক, মানসিক কষ্ট ও দুর্ভোগ এবং অতিরঞ্জন অন্তর্ভুক্ত। কোন স্বামী যদি স্বীয় স্ত্রীর সাথে এইরূপ আচরণ করে এবং সে যদি নিজের জন্য বৈধ সীমা অতিক্রম করে তাহ'লে স্ত্রীর এই অধিকার রয়েছে যে, সে আইনের সহায়তায় ঐ লোকের নিকট থেকে মুক্তি নিতে পারবে।

৭. ধৈর্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণঃ

এক গৃহাভ্যন্তরে জীবন যাপন তথা বসবাসের ক্ষেত্রে মতভেদ সৃষ্টি হওয়া এবং কখনও অপসন্দীয় কোন কাজ সম্মুখে আসা স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় পুরুষের দায়িত্ব হচ্ছে ধৈর্য ধারণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্ত্রীকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়া। আচার-আচরণে বক্রতা সৃষ্টির পথ পরিহার করে, সহজ-সরল পথ অবলম্বন ও সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা পুরুষকে অধিক শক্তি ও হিম্মত দান করেছেন। এটাই তার সৌন্দর্য-সৌকর্য ও বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে মহিলারা সৃষ্টিগতভাবে সাধারণত আবেগ প্রবণ ও অপরকে আকর্ষণকারী। আর এটাই তাদের শোভা-সৌন্দর্য। এজন্য পুরুষের উচিত অধিক ধৈর্য ও হিম্মতের সাথে কাজ করিয়ে নেওয়া এবং আবেগতাড়িত হয়ে কোন কাজ না করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

اسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ.

'আমার নিকট থেকে নারীদের সাথে উত্তম ব্যবহারের উপদেশ গ্রহণ কর। তাদেরকে পাঁজরের হাড় হ'তে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং হাড়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বাঁকা হাড় হ'ল উপরেরটা। অতএব তুমি যদি তাকে সোজা করতে যাও, তাহ'লে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি ফেলে রাখ, তাহ'লে সর্বদা তা বাঁকা থাকবে। সুতরাং তোমরা নারীদের উত্তম উপদেশ দান কর'।[১০]

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নারীদের সৃষ্টি করা হয়েছে বাঁকা হাড্ডি থেকে। তোমরা তাকে সোজা করতে পারবে না। বক্র অবস্থায় তার নিকট উপকারিতা নিতে পারবে। যদি জোর করে সোজা করার চেষ্টা কর তাহ'লে ভেঙ্গে যাবে'।[১১]

৮. মহিলাদের সংশোধন ও প্রশিক্ষণের চিন্তা ও প্রচেষ্টাঃ

পুরুষ পরিবারের প্রধান ও রক্ষক। তিনি স্ত্রী-সন্তানদের জান-মাল ও ইয্যত-আব্রু হেফাযত করবেন। আল্লাহ তাকে এ দায়িত্বও দিয়েছেন যে, সে স্ত্রী-পরিজন ও সন্তান-সন্ততিকে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিবে এবং সু-ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবে। তাদের শিক্ষা, বিনোদন, কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে বিন্যস্ত করবে। আর তাদের সামনে নিজের আমলের নমুনা এমনভাবে উপস্থাপন করবে যাতে তারা সে অনুযায়ী চলে ও আমল করে আল্লাহ্র রেযামন্দী ও

---

৯. *মুসনাদ আহমাদ ১/১২৯; মিশকাত হা/৩৬৯৬।*

১০. *বুখারী হা/৩৩৩১ 'নবীদের বর্ণনা' অধ্যায়, 'আদম ও তাঁর সন্তানদের সৃষ্টি' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৩২৩৮।*

১১. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৩৯ 'বিবাহ' অধ্যায়।*

সন্তুষ্টি লাভের হক্বদার হ'তে পারে এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পায়। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ.

'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর' *(তাহরীম ৬৬/৬)*।

৯. খোলা ও তালাক স্ত্রীর অধিকারঃ

বিবাহ মানব জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা এর দ্বারা বংশ রক্ষা ও বংশীয় জীবনের ভিত্তি নির্মিত হয়। কিন্তু যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মুহাব্বত না থাকে এবং তাদের মাঝে এমন মনোমালিন্য সৃষ্টি হয় যা মীমাংসা করা সম্ভব নয় অথবা স্বামীর যুলুম-অত্যাচার, অবৈধ কষ্ট-ক্লেশ প্রদান, খারাপ আচরণ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় কিংবা যথার্থ ও যুক্তিসঙ্গত কারণে স্বামী-স্ত্রীর একত্রে বসবাস যদি অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং স্বামীর তালাক দেওয়ার কোন ইচ্ছাও না থাকে তাহ'লে পারিবারিক জীবন ধারার উপকার ও কল্যাণের দিকে লক্ষ্য করে ইসলাম স্ত্রীকে এ অধিকার দিয়েছে যে, সে আদালতের শরণাপন্ন হ'তে পারবে। আর বিচারক আইনানুগ তদন্ত সাপেক্ষে উভয়ের মাঝে দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তি করে দিবেন। ছাবিত ইবনু ক্বায়েসের দুই স্ত্রী জামীলা বিনতু উবাই ইবনে সুলূল ও হাবীবা বিনতু সাহল আনছারীয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে তাদের অভিযোগ পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দুই বারই ছাবিত (রাঃ)-কে নির্দেশ দেন তার স্ত্রীকে তালাক দিতে।[১২]

তালাক ও খোলা উভয় অবস্থায় ইসলাম উত্তম পন্থায় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পৃথক করে দিতে পসন্দ করে। উল্লেখ্য যে, বৈবাহিক জীবনে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তালাক ও খোলাকে ইসলাম অতীব খারাপ ও দোষনীয় মনে করে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটা পসন্দনীয় কাজ নয়। এ সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

১০. উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকারঃ

ইসলামী শরী'আত স্ত্রীকে স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পদের উত্তরাধিকারী বানিয়েছে। আর এ বিধানের বিস্তারিত বিবরণ কুরআন ও হাদীছে বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

'স্ত্রীদের জন্য এক-চতুর্থাংশ হবে ঐ সম্পত্তির যা তোমরা ছেড়ে যাও, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্য হবে ঐ সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ, যা তোমরা ছেড়ে যাও অছিয়াতের পর যা তোমরা কর এবং ঋণ পরিশোধের পর' *(নিসা ৪/১২)*।

উপরোল্লিখিত আলোচনায় একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, যে দ্বীনে স্ত্রীদের ঐরূপ অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং তাদের জীবনের সকল প্রয়োজন পূরণ ও সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দিয়েছে সে দ্বীন সুন্দর-সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং নিরাপদ জীবনের গ্যারান্টিও দিতে পারে। কেননা স্ত্রী ব্যতীত পরিপূর্ণ পারিবারিক বন্ধনের কল্পনা করা যায় না। একটি সুস্থ, সুন্দর, কাঙ্খিত পরিবার বা বংশের মূল হচ্ছে একজন শিক্ষিত সুসভ্য স্ত্রী। আর সভ্যতা জাগানিয়া তৎপরতা ও আন্দোলন তার ক্রোড় থেকে সূচনা হয়। কেননা তার ক্রোড় হচ্ছে সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে প্রভাব সৃষ্টিকারী। তার প্রশিক্ষিত বংশধর ও প্রজন্মই সুন্দর সমাজ নির্মাণের গুরু দায়িত্ব পালন করতে পারে। এজন্য একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, ইসলামের সুশীলতা, জাগরণ ও সংরক্ষণে নারীদের কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা মৌলিক।

১২. *বুখারী, হা/৫২৭৩-৭৭।*

আঘাত কর, ত্রাস সৃষ্টি করে এগিয়ে যাও

*আব্দুর রহমান**

বিগত ১৬ ও ১৭ জুলাই'০৮ বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল ভারত ও বাংলাদেশ বিষয়ক বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য যখন দিল্লীতে অবস্থান করছিলেন ঠিক তখনই চাঁপাই নবাবগঞ্জ সীমান্তের ২ কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে ভারতীয় বাহিনী হত্যা করে দু'জন নিরীহ বাংলাদেশীকে। পরদিন লালমণিরহাট সীমান্তে গুলী করে জখম করে আরো একজন বাংলাদেশীকে। ভারতীয়দের বন্ধুত্বের এই হচ্ছে প্রকৃষ্ট নমুনা। একদিকে শান্তি আলোচনা অপরদিকে নৃশংস হত্যাকাণ্ড। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভারতপ্রীতি এমনই এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ভারত সেটাকে স্বেচ্ছাদাসত্ব হিসাবে বিবেচনা করতে শুরু করেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা থেকে শুরু করে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা পর্যন্ত সবারই যেন এমন গদগদ ভাব। প্রধান উপদেষ্টা দৃঢ় প্রত্যয়ে ঘোষণা করেছেন যে, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে তিনি নতুন মাত্রা যুক্ত করবেন। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ডঃ ইফতেখার আহমাদ চৌধুরী বলেছেন, তারা ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যাবেন যে, পরবর্তী কোন সরকার সেখান থেকে পিছু হটতে পারবে না।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা খুব সন্তর্পণে এগিয়েছেন, যেন ধরি মাছ না ছুঁই পানি। তবে সে পর্যায়টা তিনি খোলাসা করে না বললেও তাদের কর্মকাণ্ডে সেটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভারতের সাথে বন্ধুত্বের স্মারক হিসাবে জনগণকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে বর্তমান সরকার ভারতের সাথে সামরিক বিমান চলাচলের সমঝোতা স্মারক (এম ও ইউ) স্বাক্ষর করেছে। এ স্মারক অনুযায়ী ভারতের সামরিক বিমান বাংলাদেশের উপর দিয়ে অবাধে যাতায়াত করতে পারবে। এমনকি প্রয়োজনে কোন প্রকার অনুমতি ছাড়াই বাংলাদেশের যেকোন স্থানে অবতরণ ও সেখান থেকে উড্ডয়ন করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পরপরই ভারত যুক্ত স্কোয়াড্রন যুদ্ধ বিমান কেনার অর্ডার দিয়েছে। যে বিমানগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, রাডারকে ফাঁকি দিয়ে যেকোন সময় যেকোন স্থানে অবতরণ ও সেখান থেকে উড্ডয়ন করা। বস্তুতঃ এই পুরো ব্যবস্থাটিই বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকি।

প্রসঙ্গতঃ ইরাক-মার্কিন যুদ্ধের সময়কার দু'জন খ্যাতনামা সাংবাদিকের নাম এ মুহূর্তে মনে পড়ে যায়। একজন রবার্ট ফিস্ক, অন্যজন নোয়াম চমস্কী। যুদ্ধের ফ্রন্টে যখন আমেরিকান সৈন্যদের প্রতি নির্দেশ ছিল, আঘাত কর, ত্রাস সৃষ্টি করে এগিয়ে যাও। সে সময় উভয় সাংবাদিক এ ব্যাপারে একমত ছিলেন যে, আমেরিকা প্রথমে ইরাককে রাসায়নিক অস্ত্রের ধোঁয়া তুলে তা না পেয়ে শেষতক ইরাক আক্রমণের নতুন ধারা প্রয়োগ করেছে। আর তা হচ্ছে- আঘাত কর, ত্রাস সৃষ্টি কর এগিয়ে যাও। এতে বিশ্ববিবেক ততটা উত্তেজিত হবে না। হলোও তাই। আমেরিকা ইরাক জয় করে নিল।

এভাবে মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে বর্তমান বিশ্ব মোড়ল সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্র ক্রমশঃ শান্তিকামী ও সম্ভাবনাময়ী মুসলিম জনপদগুলো দখল করে নিচ্ছে। আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে সর্বত্র। নতুন নতুন অঞ্চল টার্গেট করে এগিয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়েও এরা অযাচিতভাবে নাকগলাচ্ছে এবং নানামাত্রিক মন্তব্য করে চলেছে। যা হতবাক করছে দেশের সাধারণ জনগণকে।

সম্প্রতি বাংলাদেশে পর্যবেক্ষক পাঠিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরসহ বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকা পর্যবেক্ষণের পর যুক্তরাষ্ট্রের মন্তব্য হচ্ছে বাংলাদেশ ক্রমেই আরও বেশী দুর্বল ও অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে। এর সীমান্ত এলাকা অরক্ষিত। আল-কায়েদার অভয়াশ্রম। ফলে তা মার্কিন নিরাপত্তার জন্য হুমকি। তাছাড়া বাংলাদেশের এই অস্থিতিশীলতা ছড়িয়ে পড়তে পারে গোটা দক্ষিণ এশিয়ায়। অপরদিকে ভারতীয় পণ্ডিতরাও একই কথা বলেছেন যে, বাংলাদেশ অকার্যকর রাষ্ট্র। সুতরাং এটি ভারতের জন্য হুমকি স্বরূপ। তাই ভারতের উচিত বাংলাদেশ দখল করে নেওয়া। পৃথিবীর ছোট্ট এই স্বাধীন মুসলিম দেশটিকে নিয়ে এরকমই নীল নকশা আঁটছে ব্রাহ্মণ্য ও সাম্রাজ্যবাদীরা। অথচ আমাদের সরকার মনে হয় সম্পূর্ণ নির্বিকার।

মিডিয়া সন্ত্রাসঃ

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সমস্যা হচ্ছে সন্ত্রাস। আর সন্ত্রাসের মূল মাধ্যম হ'ল অস্ত্র। কিন্তু মিডিয়ার মাধ্যমে সন্ত্রাস করলে অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। এতে চাই কেবল ভাষাজ্ঞান, যা কিনা পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করে। বিভিন্ন মিডিয়ার সাহায্যে সংবাদকে মিথ্যার বেসাতি দিয়ে রাঙ্গিয়ে গোয়েবলসীয় কায়দায় ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে পারলেই কেল্লা ফতে।

পৃথিবীর মানুষ আজ বিক্ষুব্ধ। পরাশক্তি আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স, বৃটেন সবাই অশান্ত। বাইরে যত সফলতার অহংকার দেখাক, মনের গভীরে তারা আজ দেউলিয়া, দিশেহারা। পৃথিবীময় আজ অশান্তি, ক্রোধ, রক্তারক্তি, অন্যায়-অবিচার আর হাহাকারধ্বনি। রাষ্ট্রগত যুদ্ধ, দলগত হানাহানি, ব্যক্তিগত সংঘাত আর রক্তারক্তিতে পৃথিবী আজ বিভিষিকাময়। এত সব অশান্তি, হানাহানি সভ্য বলে পরিচিত দেশগুলোরই কৃত্রিম সৃষ্টি। এরা নিজেদের প্রভুত্বকে সর্বব্যাপী করতে এক অঘোষিত যুদ্ধ চালাচ্ছে

সারা বিশ্বে। কুখ্যাত হান্টিংটন তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে মুসলিম বিশ্বের উপর চালাচ্ছে ভয়াবহ আগ্রাসন। অধিকার কেড়ে নিয়ে কৌশলে অধিকার বঞ্চিতের উপর দায় চাপাচ্ছে। নিজেদের জন্মভূমি ফিলিস্তীন, কাশ্মীর, চেচনিয়া, আফগানিস্তান ও ইরাক হ'তে বহিস্কৃত হয়ে নিজ বাসভূমি ফিরে পেতে যারা ন্যায়ের সংগ্রাম করছে, তারা ইঙ্গ-মার্কিন ভারত সাম্রাজ্যবাদীদের বিভ্রান্ত অপপ্রচারে 'জঙ্গী', যুদ্ধবাজ বলে পরিচিত হচ্ছে। একে প্রমাণ করতে তারা সত্যি সত্যিই কিছু মুসলিম ব্যক্তিকে 'সন্ত্রাসী' বানিয়ে বাজারে ছেড়েছে এবং ছাড়ছে।

বাংলাদেশের আকাশেও আজ কালো মেঘের ঘনঘটা। দেশী- বিদেশী চক্রান্তে দেশের স্বাধীনতা আজ বিপন্ন। ১৭৫৭ সালে মীরজাফর ইংরেজ বেনিয়ার সঙ্গে পাতানো খেলায় বাংলার শেষ নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে পরাজিত করে বাংলার মসনদ দখল করেছিল। সুদীর্ঘ ২৫০ বৎসর পর আজ ঠিক অনুরূপ পাতানো খেলা পুনরায় শুরু হয়েছে। পরকীয়া প্রেমে এ দেশের কিছু লোক নিজের সুখের ঘর ভাঙ্গতে প্রস্তুত। তারা দেশকে পরনির্ভরশীলতার দিকে নিয়ে যেতে চায়। দরকার আজ সেই তরুণ গোষ্ঠী, যারা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণবাদী, আধিপত্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের জাল পায়ে মাড়িয়ে নতুন প্রজন্মের চাহিদা মোতাবেক মিথ্যা কুহেলিকা ছিন্ন করে হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে উন্নত ও বৈপ্লবিক বাংলাদেশ গড়বে।

ভারত ভাগের কথা (১৯৪৭)ঃ

একথা স্বতসিদ্ধ যে, কোন দেশ স্বাধীন হ'তে হ'লে তাদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়, যারা তাদেরকে পরাধীন করে রেখেছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে, যুদ্ধের পরিবর্তে সেদিন দেশের অনেক নেতাকেই ইংরেজ মোড়লদের তোষামদ করতে দেখা গেছে। উদ্দেশ্য ছিল ভারত ভাগের অংশগুলো তাদের অনুকূলে হওয়া। স্যার র‍্যাডক্লিফকে আদেশ দেওয়া হ'ল- আর তিনি ভারতের ম্যাপে দাগ দিয়ে দিলেন। তথাকথিত স্বাধীনতাসহ দেশ বিভাগের কাজ সম্পন্ন হ'ল। ১৪ই আগস্ট পাকিস্তানের আর ১৫ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হ'ল। ১৪ই আগস্ট রাত্রে দিল্লীতে গণপরিষদের অধিবেশন বসল। এই গণপরিষদ লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের গভর্ণর জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত করলে ১৫ই আগস্ট জিন্না পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল হিসাবে শপথ গ্রহণ করলেন *(গোলাম আহমাদ মোর্তজা, চেপে রাখা ইতিহাস, পৃঃ ৩৩১)*।

দেশ হিসাবে ভারত এক বিশাল ভূখণ্ডের মালিক। প্রায় একশত কোটি লোকের বাস এই দেশে। ভারতের প্রদেশের সংখ্যা ২৮টি এবং ইউনিয়ন টেরিটরি হচ্ছে ৭টি। এ রাজ্যের ভৌগলিক অবস্থান বড় চমৎকার। উত্তরে হিমালয়, যা ভারতকে প্রাচীরের মত ঘিরে রেখেছে। সর্বদক্ষিণে কন্যা কুমারি ও ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর, উত্তরে পাকিস্তান এবং পূর্বে ভূটান। আরও পূর্বে চীন। এই মহাদেশে মরুভূমি, মালভূমি, সমতলভূমি, বনভূমি সবকিছুই আছে। আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। ভারতবর্ষ প্রচুর খনিজ সম্পদে ভরপুর। এর মধ্যে কয়লা, লৌহ, তামা, সীসা, সোনা, হীরক, পেট্রোল উল্লেখযোগ্য। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে চাউল, গম, চা, ভুট্টা, যব, আলু, আপেল, আঙ্গুর প্রভৃতি প্রচুরভাবে উৎপন্ন হয়। ভারতের বনজসম্পদ হিমালয়ের পাদদেশ হ'তে কাশ্মীর এবং মহীশুর পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিম বাংলার একাংশ জুড়ে সুন্দরবন। ভারতের সমুদ্র বন্দর সমূহের মধ্যে বম্বে, কলকাতা উল্লেখযোগ্য। তাই তো কবির কথা-

'যাহা নাই ভারতে তাহা নাই জগতে
যাহা আছে জগতে তাহা আছে ভারতে'।

প্রশ্ন হচ্ছে- এত প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও নিকটতম বন্ধুপ্রতীম, ভ্রাতৃপ্রতীম বাংলাদেশের প্রতি ভারতের এমন শ্যেনদৃষ্টি কেন? ভারত এখন প্রকাশ্যেই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশ সীমান্তে প্রতিনিয়ত ভারতীয় বি.এস.এফ গুলী করে হত্যা করছে নিরীহ বাংলাদেশীদেরকে।

জওহর লাল নেহেরুর জন্ম কাশ্মীরে। তাই ভারতের মন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট হ'তে হ'লে তাকে ভারতের নাগরিক হ'তে হবে। সে চিন্তা মাথায় রেখেই তিনি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। কাশ্মীরের জনসংখ্যার ৯০% মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও সেখানে এখনও রক্ত ঝরছে। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ সেখানে গণভোটের ব্যবস্থা করলেও ভারত তা মেনে নেয়নি। মুলতঃ ভারত তার বুকে স্বাধীন মুসলিম দেশ পাকিস্তান ও বর্তমান বাংলাদেশকে মেনে নেয়নি। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে ভারত অংশগ্রহণ করেছিল কোন্ স্বার্থে? পূর্বাঞ্চলে আরও একটি মুসলিম রাষ্ট্রের উদ্ভব হোক সেজন্য? না মনেপ্রাণে সে তা চায়নি। বরং সামরিক দিক দিয়ে ভারত তার চিরশত্রু চীনকে ঠেকাতে বাংলাদেশে একটি Base তৈরী বা পা রাখার স্থান করতে চেয়েছিল। তাছাড়া বাংলাদেশের সদ্য প্রাপ্ত কয়লা, গ্যাস, লৌহ এবং খনিজ দ্রব্যাদি ভারতকে প্রলুব্ধ করেছে। বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে খুবই ছোট। ভারতের যেখানে ২৮টি প্রদেশ সেখানে বাংলাদেশ ভারতের একটা প্রদেশের সমান। বাংলাদেশের সম্পদ বলতে কী এমন আছে? সোনালী আঁশ পাট, যা একদা বাংলার স্বর্ণ সুতা (Golden fiber) নামে পরিচিত ছিল, কিন্তু তা আজ মৃত প্রায়। রোগীর মত ধুকছে। খনিজ সম্পদ বলতে গ্যাস, যা মাত্র ২০২৫ সালের মধ্যে ফুরিয়ে যাবে বলে বিশেষজ্ঞরা মত ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং এস্থলে আমরা ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ,

আমেরিকান বিকৃত গণতন্ত্রের সাথে ফ্যাসিবাদের মিল খুঁজে পাচ্ছি।

ফ্যাসিবাদ নিঃসন্দেহে একটি হিংসাত্মক যুদ্ধপ্রিয় মতবাদ। ফ্যাসিবাদীরা বলেন, যুদ্ধই হচ্ছে কোন জাতির পৌরুষ যাহিরের প্রকৃষ্ট উপায় ও ক্ষেত্র। যুদ্ধ ছাড়া কোন জাতি উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে না। কিন্তু যুগে যুগে ইতিহাস এ কথাই বলেছে যে, যে জাতিই বলপ্রয়োগ নীতির মাধ্যমে শান্তিকামী মানুষকে দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, সে জাতিই ইতিহাসের পাতা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যুদ্ধাবস্থার পরবর্তী ধ্বংসাত্মক পরিণাম সম্বন্ধে ফ্যাসিবাদীরা ওয়াকিফহাল নয় বলেই এমনতর এক জঘন্য যুদ্ধংদেহী মনোভাবের জয়গান করে গেছে। ফ্যাসিষ্টরা বলে, 'War is to man what maternity is to woman' ‘মাতৃত্ব যেমন মেয়েদের জন্য, পুরুষের জন্য তেমনি যুদ্ধ’। আর এ কারণেই ইতালীর সম্রাট মুসোলিনী ১৯২২ সালে ঘোষণা করেছিল, ‘ইতালী তার নিজ সীমানা পেরিয়ে তার রাজ্যকে সম্প্রসারণ করবে, না হয় ধ্বংস হয়ে যাবে’।

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, র‍্যাডক্লিফকে আদেশ দেওয়া হ’ল- আর তিনি ভারতের ম্যাপে দাগ দিয়েছিলেন। কিন্তু দাগ দিতে কে র‍্যাডক্লিফকে আদেশ করল? এবং কি দাগ দিলেন? এর জওয়াব কি আজও রহস্যাবৃত নয়? লর্ড মাউন্টব্যাটেন, জওহর লাল নেহেরু এবং র‍্যাডক্লিফ এই দাগাদাগিতে অংশগ্রহণ করেন। পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু নিজ ইচ্ছা মাফিক ভারত ভাগ করে নেন। ১৪ই আগষ্ট যে সব স্থান পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেসব স্থান ১৫ই আগষ্ট ভারতের বলে প্রচার করা হয়। যেমন পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে মালদহ, মুর্শিদাবাদ, পাঞ্জাবের অংশ সহ দিনাজপুরের কিয়দংশ ভারতের দখল হয়ে যায়। পরে ১৫ই আগষ্টে পাকিস্তানের পতাকা সরিয়ে ভারতের পতাকা উত্তোলন করা হয় ঐসব যেলাগুলোতে। ভারতের মধ্যে বৃটিশ আমলে যেসব করদ মিত্র রাজ্য ছিল যেমন- হায়দারাবাদ, জুনাগড়, মহীশূর, কাশ্মীর, পণ্ডীচেরি, দমন, দিউ, চন্দন নগর ইত্যাদি ভারত জোরপূর্বক দখল করে নেয়।

ভারত এবং আমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের মধ্যে চিন্তা ভাবনায় অনেক পার্থক্য রয়েছে। আমাদের বুদ্ধিজীবি, রাজনৈতিক নেতারা আজ যে চিন্তা করছেন- ভারতের নেতা ও বুদ্ধিজীবিরা তা দশ বৎসর পূর্বেই চিন্তা করে রেখেছেন। জেনারেল কাপুর বাংলাদেশ ত্যাগের প্রাক্কালে যা বলেছেন, তাতে তিনি বাংলাদেশীদের হৃদয় জয় করে গেছেন। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা রণাঙ্গনে সর্বোচ্চ বিক্রমের সাথে যুদ্ধ করে ও হাসি মুখে জীবন উৎসর্গ করে দেশপ্রেমের যে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা আমার ও মিত্র বাহিনীর সকলের কাছে এক অনুপম আদর্শের উজ্জ্বল স্মৃতি হয়ে থাকবে। তিনি আরও বলেন, আজও বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা নেতৃত্ব দিয়ে ও তাদের দেশপ্রেম দিয়ে বাংলাদেশকে এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী দেশ হিসাবে গড়ে তুলবে।

কাপুর আশার বাণী শুনালেন। তা শুনে আমরা বাংলাদেশীরা সত্যি সত্যিই মুগ্ধ না হয়ে পারি না। তবে নাগিনীরা ফেলছে যে নিঃশ্বাস, তা কি কাটিয়ে উঠতে পারবে বাংলাদেশ? বৃহৎ শক্তিদ্বয় এ দেশটাকে অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য ওঠে পড়ে লেগেছে। যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, বাংলাদেশ ক্রমেই আরো বেশী দুর্বল ও অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে। ভারতীয় পণ্ডিতরাও বলেছেন একই কথা। সুতরাং দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব আজ বিশাল হুমকির মুখে।

বাংলাদেশ আয়তনে, লোক সংখ্যায় ও খনিজ সম্পদে ভারতের চেয়ে খুবই ক্ষুদ্র একটা দেশ। এ দেশটার উপর ভারতের এত লোভ কেন? ঠিক যেন গ্রামের বড় জমিদার তার পাশের এক ক্ষুদ্র প্রতিবেশীর জমি দখলের মত। কবির ভাষায়-

‘শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই
আর সবই গেছে ঋণে
বাবু বলিলেন বুঝেছ উপেন?
এ জমি লইব কিনে।
কহিলাম আমি তুমি ভূস্বামী
ভূমির অন্ত নাই।
চেয়ে দেখ মোর আছে বড় জোর
মরিবার মত ঠাঁই।
শুনি রাজা কহে, বাপু জান তো হে
করেছি বাগান খানা।
পেলে দুই বিঘে
প্রস্তে ও দিঘে হবে সমান টানা।
ওটা দিতে হবে? কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পানি
সজল চক্ষে করুণ বক্ষে গরীবের ভিটে খানি।
সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া।
এ জগতে হায় সে বেশী চায় আছে যার ভূরি ভূরি।
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরি’।

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দুই বিঘা জমি]

শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ

*আব্দুল ওয়াদূদ**

[২য় কিস্তি]

শিরকের ফলাফল ও পরিণতি

১. শিরক বড় যুলুম ঃ

মহান আল্লাহ্র সাথে শিরক করাকে পবিত্র কুরআনে 'বড় যুলুম' বলা হয়েছে। কেননা শিরকের মাধ্যমে আল্লাহ্র বৈশিষ্ট্য সমূহের সাথে সৃষ্টিকুলকে শরীক করা হয়। লোক্বমান (আঃ) তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন,

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ.

'হে বৎস! আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করবে না। নিশ্চয়ই শিরক বড় ধরনের যুলুম' *(লোক্বমান ৩১/১৩)*।

আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হ'ল- الَّذِيْنَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُوْنَ. 'যারা ঈমান এনেছে অথচ তাদের ঈমানের সাথে যুলুমকে মিশ্রিত করেনি, তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা। আর তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত' *(আন'আম ৬/৮২)* তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের কাছে তা খুব দুর্বোধ্য মনে হ'ল। ফলে তারা বললেন, আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে, তার ঈমানকে যুলুমের সাথে মিশ্রিত করে না? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা যা বুঝছ তা নয়। তোমরা কি লোক্বমানের কথা শুননি? তিনি বলেছিলেন, হে বৎস! আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক কর না, নিশ্চয়ই শিরক বড় যুলুম'।[১২]

আরবীতে 'যুলুম' শব্দের অর্থ হ'ল- কোন জিনিসকে যথাস্থানে না রেখে অন্য স্থানে রাখা। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার জন্য। এখন যদি কেউ আল্লাহ্র প্রাপ্য ইবাদত অন্যকে নিবেদন করে তাহ'লে সেটা হবে শিরক, যা সবচেয়ে বড় যুলুম।

আল-কুরআনে শিরক ব্যতীত অন্য কোন অপরাধকে 'যুলুমে আযীম' হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি। শিরকের মাধ্যমে আমরা অন্য কাউকে আল্লাহ্র সমপর্যায়ে দাঁড় করাই, অথচ তিনিই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আমাদেরকে প্রতিপালন করেন। আমাদের রিযিক ও আহারের ব্যবস্থা করেন। আমাদের জন্য যমীনকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ সদৃশ করে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাদের যাবতীয় অকল্যাণ দূর করেন। আমরা প্রতিটি মুহূর্তে প্রত্যক্ষ করছি যে, আল্লাহ্র অগণিত নে'মত আমাদেরকে ঘিরে আছে। এসব জেনে শুনেও আমরা কি করে তার সাথে অন্য কাউকে শরীক করতে পারি? এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ. الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُوْا لِلّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

'হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের ঐ রবের ইবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আশা করা যায় যে, তোমরা মুত্তাক্বী বা আল্লাহভীরু হ'তে পারবে। তিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা ও আকাশকে ছাদ স্বরূপ করে দিয়েছেন। আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য খাদ্য হিসাবে ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন। সুতরাং তোমরা জেনে বুঝে আল্লাহ্র সাথে কাউকে অংশীদার বানাবে না' *(বাক্বারাহ ২/২১-২২)*।

২. শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ ঃ

আল্লাহ শিরকের গুনাহ ক্ষমা করবেন না। তিনি বলেন,

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيْمًا.

'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এ ব্যতীত অন্য সব, যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। আর যে আল্লাহ্র সাথে শরীক করল, বস্তুতঃ সে আল্লাহ্র প্রতি অপবাধ আরোপ করল' *(নিসা ৪/৪৮)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না, এছাড়া অন্য সব যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করে, সে চরমভাবে গোমরাহীতে পতিত হ'ল' *(নিসা ৪/১১৬)*।

মহান আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও দয়ালু হওয়া সত্ত্বেও শিরকের অপরাধ ক্ষমা করবেন না। আর এই কথাটি বলতে গিয়ে আল্লাহ নিশ্চয়তাসূচক শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর এখানে শিরকের গুনাহ ক্ষমা না করার ব্যাপারে যে দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন তা হ'ল; শিরক বড় অপরাধ ও বড় গুমরাহী।

** তুলাগাঁও, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।*

১২. *বুখারী, তাফসীরে ইবনে কাছীর, লোক্বমান ১৩ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।*

এ ধরনের হুঁশিয়ারী বা সতর্কতা আল্লাহ কুরআনের অনেক জায়গায় দিয়েছেন। এভাবে সতর্ক করার পরেও যদি কেউ আল্লাহ্র একত্ব, ক্ষমতা ও ইবাদতের সাথে শিরক করে তাহ'লে আল্লাহ তাকে কিভাবে ক্ষমা করবেন? আল্লাহ বলেন,

وَلاَ تَدْعُ مِن دُوْنِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ.

'আল্লাহ ছাড়া এমন কোন সত্ত্বাকে ডেক না, যে তোমার কোন উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না। যদি তুমি এমন কর তাহ'লে নিশ্চয়ই তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে। আর আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্টে নিপতিত করলে তিনি ব্যতীত কেউ তা থেকে তোমাকে উদ্ধার করতে পারবে না' *(ইউনুস ১০/১০৬-১০৭)*।

তবে যদি কেউ খালেছ অন্তরে তওবা করে তাহ'লে আল্লাহ ক্ষমা করবেন।

৩. শিরক জাহান্নাম ওয়াজিব করে দেয় ঃ

শিরক মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন,

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ.

'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অংশীদার স্থাপন করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই' *(মায়েদাহ ৫/৭২)*।

ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِيْ لاَيُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ.

'আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (রাবী বলেন) আমি জিজ্ঞেস করলাম, যদি সে যেনা করে এবং চুরি করে থাকে তবুও? তিনি বললেন, যদিও সে যেনা করে এবং চুরি করে থাকে'।[১৩]

অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ لَقِيَ اللهَ لاَيُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ.

১৩. *ছহীহ বুখারী হা/১২৩৭ 'জানাযা' অধ্যায়।*

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তার সাথে কাউকে শরীক করে মৃত্যুবরণ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।[১৪]

৪. শিরক পূর্বের আমল সমূহ বিনষ্ট করে দেয় ঃ

আল্লাহ তা'আলা বান্দার সৎ কাজগুলোকে বৃদ্ধি করে দেন। কিন্তু শিরক বান্দার সকল ভাল আমলগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ أَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُوْنَ.

'যদি তারা শিরক করত তবে তাদের আমল সমূহ নষ্ট হয়ে যেত' *(আন'আম ৬/৮৮)*। অন্য আয়াতে তিনি বলেন,

وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

'আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে যে, যদি আপনি আল্লাহ্র শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিস্ফল হয়ে যাবে আর আপনি ক্ষতিগ্রস্থদের একজন হবেন' *(যুমার ৩৯/৬৫)*।

৫. শিরক রক্ত ও অর্থ হালাল করে দেয় ঃ

একজন মুসলিমের উপর অন্য মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও মান-সম্ভ্রম হারাম। কিন্তু যদি কেউ শিরক করে তাহ'লে তার জান-মালের হেফাযত করা অন্য মুসলিমের উপর ওয়াজিব নয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّيْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ.

'আমি মানুষের সাথে লড়াই করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না সে এ কথা বলবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন (হক্ব) ইলাহ নেই। অতঃপর যে একথা বলবে, সে যেন আমার নিকট থেকে তাদের রক্ত ও ধন-সম্পদ নিরাপদ করে নিল। কিন্তু আল্লাহ্র হক্ব ও হিসাব আল্লাহ্র কাছে'।[১৫]

৬. শিরক বড় গুনাহের একটি ঃ

কবীরা তথা বড় গুনাহের একটি হ'ল শিরক। একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন,

১৪. *ছহীহ মুসলিম হা/২৬৬৩ 'ঈমান' অধ্যায়।*
১৫. *বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১২১০; মিশকাত হা/১৭৯০।*

أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قُلْنَا بَلَى يَارَسُوْلَ اللهِ. قَالَ اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ.

'আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্পর্কে সংবাদ দিবে না? আমরা বললাম, অবশ্যই হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা আর পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া'।[১৬]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ.

'তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে বেঁচে থেক। ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ঐ ধ্বংসাত্মক জিনিসগুলো কি কি? তিনি জবাবে বললেন, আল্লাহ্র সাথে শিরক করা, যাদু করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা যা আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন, সূদ খাওয়া, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা, সতী-সাধ্বী মুমিনা মহিলাকে অপবাদ দেওয়া'।[১৭] অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সবচেয়ে বড় গুনাহ তিনটি (১) আল্লাহ্র সাথে শরীক করা (২) পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং (৩) মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া'।[১৮]

৭. শিরক জঘন্যতম পাপ ঃ

যে সব কাজ করলে আল্লাহ্র আনুগত্যের পরিবর্তে পাপ অর্জিত হয় শিরক তার মধ্যে অন্যতম। শিরককে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) জঘন্যতম পাপ বলে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'যে আল্লাহ্র সাথে শিরক করল সে জঘন্য পাপ করল' *(নিসা ৪/৪৮)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ أَىُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ.

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র নিকট জঘন্যতম পাপ কোন্টি? জবাবে তিনি বললেন, কাউকে আল্লাহ্র সমকক্ষ বানানো (শরীক করা)। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন'।[১৯]

১৬. *বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৫৫০।*
১৭. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৬১৪।*
১৮. *বুখারী; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৫০।*
১৯. *বুখারী হা/৪২০৭।*

৮. শিরক ধ্বংস ও বিপর্যয়ের কারণ ঃ

আল্লাহ মুশরিকদের সম্পর্কে বলেন,

أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ.

'নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তার রাসূল মুশরিকদের থেকে দায়মুক্ত' *(তওবা ৯/৩)*। অন্য আয়াতে মুশরিকদের বিপর্যয় ও ধ্বংসের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন,

وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ.

'যে আল্লাহ্র সাথে শিরক করে সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ে আর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে নিকটবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করে' *(হজ্জ ২২/৩১)*।

৯. শিরককারী অপবিত্র ঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আগমনের পূর্বে মক্কাবাসীরা শিরক করত। তাই তারা ছিল অপবিত্র। আল্লাহ এ অপবিত্র মানুষগুলোকে শিরক থেকে পবিত্র করার জন্য রাসূল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ.

'যেমন আমি পাঠিয়েছি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল, যিনি তোমাদের নিকট আমার বাণী সমূহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের পবিত্র করবেন, আর তোমাদের শিক্ষা দিবেন এমন বিষয়, যা কখনো তোমরা জানতে না' *(বাক্বারাহ ২/১৫১)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ আরো স্পষ্ট করে বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ 'হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র' *(তওবা ৯/২৮)*।

১০. মুশরিকদের জন্য ক্ষমা চাওয়া যাবে না ঃ

প্রত্যেক মুমিন ভাই ভাই। তাই এ ভ্রাতৃত্ব রক্ষার জন্য একে অপরের কল্যাণ কামনা করার কথা বলা হয়েছে। দুনিয়াতে যেমন কল্যাণ কামনা করবে মৃত্যুর পরেও কল্যাণ কামনা করবে। আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ছাঃ)-কে নিজের জন্য এবং তাঁর উম্মতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.

‘আপনি নিজের জন্য এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*।

কিন্তু শিরক এমন এক জঘন্য অপরাধ, যে অপরাধের কারণে উক্ত অপরাধীর জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা যাবে না। আল্লাহ বলেন,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.

‘নবী ও মুমিনদের জন্য উচিৎ নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তারা আত্মীয়রাই হোক না কেন। বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে, তারা জাহান্নামী’ *(তওবা ৯/১১৩)*।

শিরক কেন এত ভয়াবহ?

উপরের আলোচনায় আমাদের সামনে এ বিষয়টি পরিস্কার হয়েছে যে, শিরক সবচেয়ে বড় অপরাধ। আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে ঘৃণার বিষয়। অন্যান্য গুনাহ তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিবেন, কিন্তু শিরকের অপরাধ তিনি ক্ষমা করবেন না। এর মূল কারণ হ’ল, শিরক হচ্ছে মূলতঃ আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে অংশীদারিত্বের আক্বীদা পোষণ করা। শিরকের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হয়। একারণেই শিরক জঘন্যতম অপরাধ। অন্যান্য কবীরা গুনাহে আল্লাহ্‌র একক প্রভুত্ব ও নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হয় না। সেখানে হয় আদেশ লংঘন। কিন্তু শিরকে আল্লাহ্‌র একক প্রভুত্ব ও নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হয়। শিরক ও অন্যান্য গুনাহের মধ্যে এটিই হচ্ছে মৌলিক পার্থক্য।

আরেকটি পার্থক্য হ’ল, অপরাপর কবীরা গুনাহে গুনাহগারের মনে অপরাধবোধ কাজ করে। এ অপরাধবোধ এক সময় তাকে অনুতপ্ত করে তোলে, ফলে সে তওবা করে। সকল ধরনের কবীরা গুনাহের ক্ষেত্রেই এ সম্ভাবনা আছে। কিন্তু শিরকের ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনা নেই। যে শিরক করে তার মধ্যে অপরাধবোধ সৃষ্টি হওয়ার কোন সুযোগ থাকে না। সে তো তা করে থাকে নেকবোধ নিয়েই। তার বিশ্বাস সে যা করছে তাতে তার দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ হবে। সে যা করছে তা যে অপরাধ এ বোধ তার মধ্যে কখনো সৃষ্টি হয় না। যে মদ পান করে, সে জানে যে, সে মদ পান করে। যে ব্যভিচার করে সে জানে যে, সে ব্যভিচার করছে। যে মিথ্যা বলছে, সে জানে যে, সে মিথ্যা বলছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হ’ল, যে শিরক করছে সে জানে না যে, সে শিরক করছে। ফলে তার মধ্যে কখনো পাপবোধ সৃষ্টি হয় না। কখনো সে মনে করে না যে, সে এমন একটি কাজ করে যাচ্ছে যাতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট। তার ধারণা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই সে কখনো তওবা করার সুযোগ পায় না। আর এ অবস্থায় তার জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

মানুষ কেন শিরক করে?

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ জন্মের পূর্বে ও জন্মের সময় তাওহীদের উপর থাকে। দুনিয়াতে এসে তাওহীদ থেকে দূরে সরে গেলে ও বিপদে পড়লে সাময়িক সময়ের জন্য হ’লেও তাওহীদে ফিরে আসে। কিন্তু বিপদ চলে গেলে আবার শিরকে লিপ্ত হয়। নিম্নে শিরক করার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হ’লঃ

১. আল্লাহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব ঃ

আল্লাহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অভাবেই মানুষ সাধারণতঃ শিরক করে থাকে। মানুষ শিরক করে দুনিয়ার বিপদাপদ, রোগ-শোক, বালা-মুছীবত দূর করার জন্য, দুনিয়াতে উন্নতি লাভ করার জন্য এবং সর্বশেষ পরকালে নাজাত পাওয়ার জন্য। মানুষ যদি সঠিকভাবে জানত যে, তার উন্নতি-অবনতি, ভাল-মন্দ, বিপদাপদ দূর ও পরকালের নাজাত একমাত্র আল্লাহই করতে পারেন তাহ’লে সে কখনো শিরক করত না। কুরআন ও ছহীহ হাদীছ প্রমাণ করে যে, আল্লাহ ও তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে নবীগণের সঠিক ধারণা ছিল বিধায় তারা সকল সমস্যায় আল্লাহ্‌র কাছেই সমাধান চাইতেন।

ইউনুস (আঃ)-কে যখন মাছ গিলে ফেলল তখন তিনি এই বলে আল্লাহ্‌র নিকটে প্রার্থনা করতে লাগলেন, لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ. ‘(হে আল্লাহ) আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আপনি পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত’ *(আম্বিয়া ২১/৮৭)*। আল্লাহ ইউনুস (আঃ)-এর ডাকে সাড়া দিলেন। আল্লাহ বলেন, ‘আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং বিপদ থেকে রক্ষা করলাম’ *(আম্বিয়া ২১/৮৮)*।

আইয়ূব (আঃ) যখন রোগাক্রান্ত হ’লেন তখন তিনি আল্লাহ্‌র কাছেই প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ বলেন, ‘স্মরণ করুন আইয়ূবের কথা, যখন তিনি তার পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলেছিলেন, আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি। আর আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান’ *(আম্বিয়া ২১/৮৩)*। আল্লাহ তার জবাবে বললেন, ‘অতঃপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিলাম এবং তার পরিবারবর্গ ফিরিয়ে দিলাম। আর তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরো দিলাম আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশতঃ। এটা ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ’ *(আম্বিয়া ২১/৮৪)*।

যাকারিয়া (আঃ)-এর যৌবনকালে কোন সন্তান হয়নি। বৃদ্ধাবস্থায় তিনি আল্লাহ্র নিকট সন্তানের জন্য দো'আ করলেন এভাবে-

قَالَ رَبِّ هَبْ لِى مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءَ.

'হে আমার পালনকর্তা! আপনার নিকট থেকে আমাকে পূত-পবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী' *(আলে ইমরান ৩/৩৮)*। জবাবে আল্লাহ তাকে একটি সন্তানের সুসংবাদ দিয়ে বলেন, 'অতঃপর আমি তার দো'আ কবুল করলাম, তাকে দান করলাম ইয়াহইয়া এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে প্রসবযোগ্য করলাম। তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত। তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত' *(আম্বিয়া ২১/৯০)*।

এমনিভাবে একজন মানুষ যদি আল্লাহ্র ক্ষমতার কথা বুঝতে পারে ও বিশ্বাস করে তাহ'লে সে সকল সমস্যার সমাধান আল্লাহ্র কাছে চাইবে ও যাবতীয় শিরক থেকে বিরত থাকবে।

২. কারো সম্মান-মর্যাদার ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়িঃ

ইসলাম ধর্মে সর্বপ্রথম মর্যাদার ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ির কারণে শিরক এসেছে। নূহ (আঃ)-এর আগমনের পূর্বে আদম (আঃ)-এর পর পুণ্যবানদেরকে কেন্দ্র করেই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম শিরক আরম্ভ হয়। আদম (আঃ)-এর পুন্যবান সন্তানরা মারা যাওয়ার পর শয়তান তাদের সম্প্রদায়কে কুমন্ত্রণা দেয় যে, তারা তোমাদের সম্প্রদায়ের সৎ লোক ছিল তারা যেখানে বসেছে তোমরা সেখানে তাদের মূর্তি বানিয়ে রাখ এবং তাদের নামে এই মূর্তিগুলোর নাম করে দাও। তাহ'লে ইবাদতের সময় তাদের কথা স্মরণ হবে এবং বেশী ইবাদত করতে পারবে। প্রথমে তারা তাই করল। পরবর্তীতে যুগ পরিক্রমায় তারা এ মূর্তিগুলোর পূজা আরম্ব করল। আল্লাহ এ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, 'তারা বলল, তোমরা তোমাদের উপাস্যদের ত্যাগ কর না, আর তোমরা ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগূছ, ইয়াউক এবং নাসরকে ত্যাগ কর না' *(নূহ ৭১/২৩)*।

ইহুদী-নাছারাগণ তাদের নবীর ব্যাপারে ও আলেমদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে আল্লাহ্র ন্যায় সম্মানের স্থানে বসিয়েছিল। আর এ কারণে তাদের ধ্বংসও হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِيْ الدِّيْنِ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِيْ الدِّيْنِ. 'তোমরা বাড়াবাড়ির ব্যাপারে সতর্ক ও সাবধানতা অবলম্বন করো। কেননা এ বাড়াবাড়িই তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছিল'।[২০] ইহুদীরা উযাইরকে আর নাসারারা ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্র পুত্র বলে নবীদের সম্মানের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছিল।

২০. *আহমাদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৫; ইবনু খুযায়মাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৮৬৭; নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, সিলসিলা ছহীহা হা/১২৮৩; মুস্তাদরাকে হাকিম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪৬।*

আল্লাহ বলেন, وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. 'ইহুদীরা বলে উযাইর আল্লাহ্র পুত্র এবং নাছারারা বলে মাসীহ আল্লাহ্র পুত্র' *(তওবা ৯/৩০)*।

নাছারারা শুধু ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্র ছেলে বলে ক্ষান্ত হয়নি বরং তারা বলে যে, ঈসা আমাদের তিন ইলাহের এক ইলাহ। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই তারা কাফের, যারা বলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তিনের এক, অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোন উপাস্য নেই' *(মায়েদাহ ৫/৭৩)*।

তারা আরো অতিরিক্ত করে বলল, ঈসা (আঃ)-ই আল্লাহ। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই তারা কাফের যারা বলে, মসীহ ইবনে মারয়ামই আল্লাহ' *(মায়েদাহ ৫/১৭)*।

আল্লাহ নাছারাদের দাবীর জবাবে অনেক আয়াত নাযিল করেছেন। একটি আয়াত হ'ল, 'হে আহলে কিতাব! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কর না এবং আল্লাহ্র শানে নিতান্ত সঙ্গত বিষয় ছাড়া কোন কথা বল না। নিঃসন্দেহে মারয়ামের পুত্র মসীহ ঈসা আল্লাহ্র রাসূল এবং তাঁর বাণী, যা তিনি প্রেরণ করেছেন মারয়ামের নিকট এবং রূহ তাঁরই কাছে থেকে আগত। অতএব তোমরা আল্লাহকে এবং তাঁর রাসূলকে মান্য কর। আর এ কথা বল না যে, আল্লাহ তিনের এক। একথা পরিহার কর, তোমাদের কল্যাণ হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ একক উপাস্য। সন্তান-সন্ততি হওয়াটা তার যোগ্য বিষয় নয়। যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে সবই তাঁর। আর কার্যবিধানে আল্লাহ যথেষ্ট' *(নিসা ১৭১)*।

ইহুদী নাছারারা নবীদের সাথে সাথে তাদের আলেমদেরকেও ইলাহের মর্যাদা দিয়েছিল। আল্লাহ বলেন, 'তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদেরকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত' *(তওবা ৯/৩১)*। আদী ইবনু হাতেম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুখে উল্লিখিত আয়াত শুনে বললেন, ইহুদী খৃষ্টানরা তো তাদের আলেম ও দরবেশদের উপাসনা করে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন বললেন, তাহ'লে শুন! তারা তাদের আলেম ও দরবেশদের হারামকৃত বিষয়কে হারাম বলে মেনে নেয় এবং হালালকৃত বিষয়কে হালাল বলে মেনে নেয়। এটাই তাদের উপাসনা করার শামিল। অতঃপর তিনি বললেন, হে আদী! আল্লাহ সবচেয়ে বড়, এটা কি তুমি মেনে নিতে পার না? তোমার ধারণায় আল্লাহ্র চেয়ে বড় কেউ আছে কি? আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেউ নেই, এটা কি তুমি অস্বীকার করছ? তোমার মতে তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য আছে কি? অতঃপর তিনি তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। আদী তা কবুল করে নেন'।[২১]

২১. *আহমাদ, তিরমিযী, তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা তওবা ৩১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইহুদী ও নাছারাদের কথা জানতে পেরে তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে অতিরিক্ত না করার জন্য উম্মতদেরকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لَاتُطْرُوْنِىْ كَمَا اَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَـرْيَمَ، فَإِنَّمَـا أَنَـا عَبْـدُهُ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ.

‘খৃষ্টানরা মারয়ামের পুত্রকে নিয়ে যেভাবে অতিরঞ্জিত করেছে তোমরা আমাকে নিয়ে সেভাবে অতিরঞ্জিত কর না। আমি তো শুধু আল্লাহ্র একজন বান্দা। তাই তোমরা বল আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল’।[২২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সতর্কবাণী থাকার পরেও অনেক মুসলিম রাসূল (ছাঃ)-এর প্রশংসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে। কেউ রাসূলকে নূরের তৈরী বলে থাকেন, কেউ বলেন, রাসূল মরেননি, কবরে বা মদীনায় বসে উম্মতের সকল কাজকর্ম দেখছেন, তিনি সব জায়গায় বিরাজমান, তিনি গায়েব জানেন ইত্যাদি। আবার কেউ কেউ তাঁর অসীলায় আল্লাহ্র নিকট দো'আ করে থাকেন। এসবই ভ্রান্ত ধারণা ও শিরক।

৩. এ ধারণা যে, আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের জন্য এমন অবলম্বন প্রয়োজন, যা আল্লাহ্র নিকট পৌঁছে দেয়ঃ

আরবের মুশরিকরা মূলতঃ এ ধারণা নিয়ে মূর্তিপূজা সহ বড় বড় বস্তুর পূজা করত যে, এগুলো আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে সহায়তা করবে। যেমন আল্লাহ বলেন, ‘যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের ইবাদত এজন্যই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে দেয়’ *(যুমার ৩৯/৩)*।

আজকে আমাদের সমাজে যে সব কারণে শিরক সংঘটিত হয় তার অন্যতম কারণ হ'ল আল্লাহ্র নিকট থেকে সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে মাধ্যম অবলম্বন করা। মাযারকেন্দ্রিক শিরক আমাদের সমাজে সবচেয়ে বেশী। মানুষের মাযারে যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল- দুনিয়ার বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়া ও পরকালে জান্নাতে যাওয়ার ব্যাপারে সুপারিশ পাওয়া। আর আল্লাহ্র কাছে পৌঁছার মাধ্যম হিসাবে অনেকে জীবিত-মৃত পীর মান্য করে থাকে, পীরদের মাযারে সিজদা করে, মাযারের নামে মানত করে, টাকা দেয় ইত্যাদি। এগুলি সবই শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

মানুষ যে কারণেই শিরক করুক না কেন দুনিয়াতে সে তার পরিণাম বুঝতে না পারলেও পরকালে যখন তাকে শিরক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে তখন সে বুঝতে পারবে। আল্লাহ বলেন, ‘যেদিন তাদের সকলকে একত্রিত করা হবে সেদিন যারা শিরক করেছিল তাদেরকে বলব, যাদেরকে তোমরা অংশীদার বলে ধারণা করতে তারা কোথায়'? *(আন'আম ৬/২২)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘যেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বললেন, তোমরা যাদেরকে আমার সাথে শরীক মনে করতে এরা কোথায়'? *(ক্বাছাছ ২৮/৬২)*। তখন মুশরিকরা প্রথমে অস্বীকার করবে। আল্লাহ্র বাণী, ‘তারা বলবে, আল্লাহ্র শপথ! যিনি আমাদের প্রভু। আমরা তো মুশরিক ছিলাম না' *(আন'আম ৬/২৩)*।

তারপর বাঁচার জন্য অন্য রাস্তা গ্রহণ করে বলবে, ‘এবং মুশরিকরা যখন তাদেরকে দেখবে যাদেরকে তারা শরীক করেছিল তখন বলবে, হে আমার রব! এরাই তো আমাদের শরীক, তোমাকে ছাড়া আমরা যাদের ডাকতাম তখন তারা তাদের বলবে, তোমরা মিথ্যাবাদী' *(নাহল ১৬/৮৬)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘যেদিন (আল্লাহ) বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তাদেরকে ডাকো। তখন তারা তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা এ ডাকে সাড়া দিবে না। আমি তাদের মাঝে ধ্বংসের গহ্বর বানিয়ে রেখেছি' *(কাহফ ১৮/৫২)*।

মুশরিকরা যখন দেখবে যে, তারা যাদের শরীক করেছিল তারা কোন কাজে আসছে না তখন তারা দুনিয়াতে আসতে চাইবে এবং বলবে, আমরা যদি দুনিয়াতে যেতে পারতাম তাহ'লে আমরা শিরককে সেভাবে ভুলে যেতাম যেভাবে আজকে তারা আমাদেরকে ভুলে গেছে। আল্লাহ বলেন, ‘অনুসারীরা বলবে কতইনা ভাল হ'ত, যদি আমাদেরকে পৃথিবীতে ফিরে যাবার সুযোগ দেওয়া হ'ত। তাহ'লে আমরাও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যেতাম, যেমন তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে আমাদের প্রতি। এভাবেই আল্লাহ তাদেরকে দেখাবেন তাদের কৃতকর্ম তাদের অনুতপ্ত করার জন্য। অথচ কস্মিনকালেও তারা আগুন থেকে বের হ'তে পারবে না' *(বাক্বারাহ ২/১৬৭)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘(হে রাসূল) আপনি যদি দেখতেন যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে অবনত মস্তকে বলবে, হে আমাদের রব! আমরা সব দেখলাম ও শুনলাম। এখন আমাদেরকে (দুনিয়াতে) পাঠিয়ে দিন। আমরা নেক কাজ করব। আমরা এখন বিশ্বাসী' *(সাজদা ৩২/১২)*। আল্লাহ তাদের দাবী নাকচ করে শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করবেন।

[চলবে]

প্রচলিত অর্থে আহলেহাদীছ কোন মাযহাবের নাম নয়; ইহা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম

২২. *বুখারী হা/৩৪৪৫; মিশকাত হা/৪৮৯৭।*

নবীনদের পাতা

ইসলামের দৃষ্টিতে মিত্রতা ও বৈরিতা

*মুহাম্মাদ আবদুল হান্নান ভূঁইয়া**

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর ভালবাসার পর মুমিনদেরকে ভালবাসা ও তাদের শত্রুদের প্রতি বৈরিতা পোষণ করা ওয়াজিব। প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তি সঠিক ইসলামী আক্বীদাহ সম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে মিত্রতা পোষণ ও সঠিক আক্বীদা বিরোধীদের সাথে বৈরিতা পোষণ করবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হচ্ছে ঃ

لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُوْمِنِيْنَ-

'মুমিনগণ যেন মুমিন ছাড়া কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করে' *(আলে ইমরান ৩/২৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মমিন হ'তে পারবে না যতক্ষণ না সে তার নিজের জন্য যা পসন্দ করে অপর (মুসলিম) ভাইয়ের জন্যও তা পসন্দ করে'।[১]

ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন আল্লাহ্র নিকটে পসন্দনীয় ও গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْـلاَمُ. 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র নিকটে গ্রহণযোগ্য দ্বীন হচ্ছে ইসলাম' *(আলে ইমরান ৩/১৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلاَمِ دِيْنًا فَلاَ يُقْبَلُ مِنْـهُ. 'যে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন অনুসন্ধান করে তার নিকট থেকে তা গ্রহণ করা হবে না' *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*। পক্ষান্তরে যারা ইসলাম কবুল করে তারা হচ্ছে মুমিন। মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরস্পরকে ভালবাসা এবং কাফিরদের সাথে বৈরিতা বা বিদ্বেষ পোষণ করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ إِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوْا بِاللَّهِ وَحْدَهُ-

'তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ, তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যার ইবাদত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শুরু হ'ল চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ, যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান না আনবে' *(মুমতাহিনা ৬০/৪)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ-

'হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী-খৃষ্টানদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। এরা নিজেরাই একে অপরের বন্ধু, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি এদের কাউকে বন্ধু বানিয়ে নেয় তাহ'লে সে তাদেরই দলভুক্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ কখনো যালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না' *(মায়েদাহ ৫/৫১)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ. 'হে মুমিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে মিত্ররূপে গ্রহণ কর না' *(মুমতাহিনা ৬০/১)*।

আমর ইবনুল আছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে গোপনে নয় বরং প্রকাশ্যেই বলতে শুনেছি, সাবধান! অমুক বংশের লোকেরা আমার বন্ধু নয়। বরং আমার বন্ধু হচ্ছেন আল্লাহ ও পুণ্যবান মুমিনগণ'।[২]

কাফেররা নিকটাত্মীয় হ'লেও তাদেরকে মুমিনদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْاْ لاَ تَتَّخِذُوْاْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيْمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُم مِّنْكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ-

'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের পিতা ও ভাইদেরকে মিত্ররূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমানের পরিবর্তে কুফরকে পসন্দ করে। আর তোমাদের মধ্য হ'তে যারা তাদের সাথে মিত্রতা রাখবে, বস্তুত ঐসব লোকই হচ্ছে যালেম' *(তওবা ৯/২৩)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيْرَتَهُمْ.

'আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন জাতিকে তুমি পাবে না যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে ভালবাসে, হোক এই বিরুদ্ধাচারী পিতা, পুত্র, ভাই অথবা তাদের গোত্রীয় কেউ' *(মুজাদালাহ ৫৮/২২)*।

যারা সত্য হ'তে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, হেদায়াত হ'তে দূরে সরে পড়েছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ

** ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।*

১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৬১।

২. মুসলিম হা/৫১৯।

করেছে এবং শরী'আতের বিধান সমূহের আনুগত্য হ'তে পৃথক হয়ে গেছে তারা হবে চরম লাঞ্ছিত। আল্লাহ তা'আলার রহমত হ'তে ও তাঁর করুণাপূর্ণ দৃষ্টি হ'তে হবে বঞ্চিত এবং দুনিয়া ও আখেরাতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।[৩]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْأَشْهَادُ، يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ الظَّالِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ.

'আমি আমার রাসূলদেরকে ও মুমিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে। সেদিন যালিমদের ওযর আপত্তি কোন কাজে আসবে না, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং নিকৃষ্ট আবাস' *(মুমিন ৪০/৫১-৫২)*।

আল্লাহ তা'আলা ইসলামী আক্বীদার শত্রুদের সাথে ভালবাসা হারাম করার পাশাপাশি মুমিনদের সাথে মিত্রতা ও ভালবাসাকে অপরিহার্য করেছেন। যেমন- আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِيْنَ آمَنُواْ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ.

'নিশ্চয়ই তোমাদের মিত্রতো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং ঐ সকল মুমিন, যারা ছালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং বিনম্র' *(মায়েদাহ ৫/৫৫)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ.

'মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। আর যেসব লোক তাঁর সাথে আছে তারা (নীতির প্রশ্নে) কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর (আবার তারা) নিজেদের মধ্যে একান্ত সহানুভূতিশীল' *(ফাতহ ৪৮/২৯)*।

আলোচ্য আয়াতে প্রথমে নবী (ছাঃ)-এর বিশেষণ ও গুণের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তিনি সত্য রাসূল। অতঃপর তাঁর সাথীদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, তারা কাফিরদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শনকারী এবং মুসলিমদের প্রতি বিনয় ও নম্রতা প্রকাশকারী। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন যে, 'তারা মুমিনদের প্রতি বিনম্র ও কাফেরদের প্রতি কঠোর' *(মায়েদাহ ৫/৫৪)*।

প্রত্যেক মুমিনের এরূপ স্বভাব হওয়া উচিত যে, সে মুমিনের প্রতি বিনয় প্রকাশ করবে এবং কাফেরদের প্রতি হবে কঠোর। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হচ্ছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيْكُمْ غِلْظَةً، وَاعْلَمُوْاْ اَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ-

৩. *তাফসীর ইবনে কাছীর, অনুবাদঃ ডঃ মুজীবুর রহমান, ১৭ তম খণ্ড, পৃঃ ৩৮১।*

'হে মুমিনগণ! যেসব কাফের তোমাদের নিকটবর্তী তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর, যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ মুত্তাক্বীদের মধ্যে আছেন' *(তওবা ৯/১২৩)*।

পবিত্র কুরআনে ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু বা অভিভাবক হিসাবে গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যারা তা করবে তাদেরকে ইহুদী ও খৃষ্টানদেরই দলভুক্ত গণ্য করা হবে বলে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে, যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে এবং যুক্তি দেখায় যে, বন্ধুত্ব না রাখলে বিপদের আশংকা রয়েছে, তাদের মন ব্যাধিগ্রস্ত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ. 'মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই' *(হুজুরাত ৪৯/১০)*। আল্লাহ তা'আলা মুমিনের আরো কিছু পরিচয় দিয়েছেন এভাবে,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِينَ آمَنُوْا بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ.

'তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহ্র পথে জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ' *(হুজুরাত ৪৯/১৫)*।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

'এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য প্রাসাদতুল্য। যার এক অংশ অন্য অংশকে সুদৃঢ় করে'। একথা বলে তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন।[৪]

অন্যত্র তিনি বলেন,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيْحُ كَفَأَتْهَا فَإِذَا اعْتَدَلَتْ تَكَفَّأُ بِالْبَلاَءِ وَالْفَاجِرُ كَالْأَرْزَةِ صَمَّاءَ مُعْتَدِلَةٌ حَتَّى يَقْصِمَهَا اللهُ إِذَا شَاءَ.

'মুমিনের উদাহরণ হ'ল, যেমন শস্যক্ষেতের কোমল চারা গাছ। যে কোন দিকের হাওয়ার দোলায় দোলে। একবার কাত হয়, আবার সোজা হয়, ঈমানদার এভাবে বালা মুছীবত হ'তে রক্ষা পায়। আর বদকার হ'ল- বিরাটকায় বৃক্ষের মতো, সোজা হয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে (বাতাস কাত করতে পারে না)। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন চান সমূলে উৎপাটিত করেন'।[৫]

মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। একজন অপর জনের জন্য ক্ষমা চাইবে। কোন প্রকার হিংসা করবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

৪. *বুখারী হা/২২৬৭; মিশকাত হা/৪৯৫৫।*
৫. *বুখারী হা/৫৬৪৪।*

وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

'যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তো দয়াবান দয়ালু' *(হাশর ১০)*।

উক্তভাবে সর্বাবস্থায় মহান কৃপানিধান আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করা উচিত।

কাফেরদের সাথে মিত্রতার লক্ষণ ঃ

(১) পোশাক কথা-বার্তা ইত্যাদিতে কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের অনুসরণ-অনুকরণ করবে সে তাদের দলভুক্ত হবে'।[৬]

(২) তাদেরকে মিত্র হিসাবে গ্রহণ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমাদের আপনজন ব্যতীত অপর কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু রূপে গ্রহণ কর না' *(আলে ইমরান ৩/১১৮)*।

(৩) তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা বিশ্বাসে প্রভাবিত হওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তিনি তোমাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছুই (নিজ অনুগ্রহে) নিয়োজিত করে দিয়েছেন' *(জাছিয়া ৪৫/১৩)*।

(৪) তাদের নামে নামকরণ করা। মুসলমানদের অর্থবহ ভাল নাম রাখা আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র নিকট তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় নাম হ'ল- আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান'।[৭]

(৫) তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা ও কল্যাণ কামনা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নবী ও মুমিনদের আত্মীয়-স্বজন হ'লেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা সংগত নয়। যখন তা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নিশ্চিতই তারা জাহান্নামী' *(তওবা ৯/১১৩)*।

(৬) চাকুরী, যুদ্ধ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কাফেরদের সাহায্য-সহযোগিতা করা ও নেওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমাদের আপনজন ব্যতীত অপর কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না। তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে ত্রুটি করবে না, যাতে তোমাদেরকে বিপন্ন করে তাই তারা কামনা করে। তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং তাদের অন্তরে যা গোপন রাখে তা আরও গুরুতর' *(আলে ইমরান ৩/১১৮)*।

৬. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭।*
৭. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৫২।*

মুমিনদের সাথে মিত্রতার লক্ষণঃ

(১) কাফের দেশ ত্যাগ করে ইসলামী দেশে হিজরত করাঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা স্বীয় জীবনের প্রতি যুলুম করেছিল, ফেরেশতাগণ তাদের প্রাণ হরণের সময় বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম। তারা বলে, আল্লাহ্র যমীন কি এমন প্রশস্ত ছিল না যেথায় তোমরা হিজরত করতে? ওদের আবাসস্থল জাহান্নাম, আর তা কতই না মন্দ আবাস' *(নিসা ৯৭)*।

(২) মুসলমানদের পারস্পরিক প্রয়োজনে ইহকালীন ও পরকালীন যেকোন ব্যাপারে সাহায্য-সহযোগিতা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'দ্বীনের ক্ষেত্রে যদি তারা তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে তবে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু যে সম্প্রদায় ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নয়' *(আনফাল ৮/৭২)*।

(৩) **তাদের হিতাকাঙ্খী হওয়া, মঙ্গল কামনা করা, ধোঁকা না দেওয়াঃ** আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সুতরাং কেউ কারো প্রতি অন্যায় করবে না, কেউ কাউকে অপদস্ত করবে না, তুচ্ছ ভাববে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর হাত দিয়ে বুকের দিকে ইশারা করে তিনবার বললেন, তাকওয়া এখানে আছে। মানুষের অনিষ্ট হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ ভাববে। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য পরস্পরের রক্ত, অর্থ ও মর্যাদা খর্ব করা হারাম'।[৮]

(৪) **দুর্বলদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনঃ** আল্লাহ তা'আলা বলেন, (হে নবী!) আপনি নিজেকে ধৈর্য সহকারে রাখবেন তাদেরই সংসর্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের হ'তে আপনার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবেন না' *(কাহফ ১৮/২৮)*।

(৫) তাদের জন্য দো'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার ও মুমিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*।

অতএব কাফেরদের নয়, মুমিনদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। একজন মুমিনকে অপর মুমিনের সাথে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রেখে চলতে হবে। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

৮. *মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৯/১২৯ পৃঃ, হা/৪৭৪২।*

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

বৃদ্ধা মহিলা

রাজধানী শহরের একটি কুঁড়ে ঘরে একজন মহিলা একাকী বাস করেন। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি প্রতিদিন ফজর বাদ তার ঘরে যান ও কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে আসেন। দূর থেকে বিষয়টি দেখেন আরেকজন ব্যক্তি। একদিন ঔৎসুক্য বশে তিনি ঐ ঘরে যান। দেখেন এক আজব দৃশ্য। একজন অচল অন্ধ বৃদ্ধা সেই ঘরে একাকী পড়ে আছেন। তাকে সেবা করার কেউ নেই।

ঐ ব্যক্তি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার ঘরে প্রতিদিন সকালে কে আসেন? এবং তিনি কি করেন? বৃদ্ধা বললেন, বাছা! আমি জানিনা কে আসেন। কেননা তিনি কোনদিন কথা বলেন না। চুপচাপ এসে আমার ঘর ছাফ করেন, বাসন-কোসন মাজেন, তারপর খানা তৈর করে আমার পাশে রেখে যান।

একথা শুনে ঐ ব্যক্তি সেখানে হাঁটু গেড়ে বসে গেলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বললেন, তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তিটি-

لقد أَتْعَبْتَ الخلفاءَ من بعدك يا ابابكر!

‘আপনার পরবর্তী খলীফাদের বড় কষ্টে ফেলে দিলেন হে আবু বকর’!

বলা বাহুল্য রাজধানী মদীনার সেই রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন ইসলাম জগতের প্রথম খলীফা আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু), যিনি ঐ অগোচরে নিয়মিত তার সেবকের কাজ করতেন। আর তাঁকে দেখে কাজ শেখার জন্য অনুসরণকারী ব্যক্তিটি ছিলেন তাঁর পরবর্তী মহান খলীফা ওমর (রাঃ)

[বিভিন্ন তন্ত্র-মন্ত্রের অনুসারী বর্তমান বিশ্বের তাবৎ রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রধান মন্ত্রীদের মধ্যে এমন একজনের দৃষ্টান্ত কেউ দেখাতে পারবেন কি?- স.স.]

চিকিৎসা জগত

দুধে মেলামাইন ঃ বাস্তবতা ও করণীয়

বিষয়টি প্রথম নজরে আসে কানাডিয়ানদের, হঠাৎ করে কিডনি বিকল হয়ে মারা যাচ্ছে গৃহপালিত কুকুর আর বিড়াল। ২০০৭ সালের মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রের Food and Drug Administration (FDA)-এর সূত্র উল্লেখ করে 'লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস' দুই মাসে সাড়ে আট হাযার গৃহপালিত কুকুর ও বিড়ালের মৃত্যুর খবর প্রচার করে। কারণ কিডনি বিকল। কিডনি বিকলের কারণ খুঁজতে গিয়ে পাওয়া গেল পশুখাদ্যে অতিরিক্ত মেলামাইনের উপস্থিতি। এর উৎস চীন থেকে আমদানী করা পশুখাদ্য তৈরির উপকরণ Wheat Gluten-এর মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত মেলামাইন খুঁজে পেলেন গবেষকেরা।

সেপ্টেম্বর ২০০৭-এ সর্বমোট ৫৩ হাযার শিশু আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেল 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' ও চীনা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে। এদের মধ্যে ১২ হাযার ৮০০ জনের কিডনিতে পাথর দেখা যায়, যা দুই বছরের কম বয়সের শিশুদের মধ্যে সাধারণভাবে বিরল একটা রোগ। এর মধ্যে চার শিশু কিডনি বিকল হয়ে মারা গেল। এ সংখ্যা কেবল চীনা শিশুদের। এই শিশুদের সবাই মেলামাইনযুক্ত দুধ পান করেছে। মারা যাওয়া দু'টি শিশুর বয়স ছিল মাত্র পাঁচ মাস ও আট মাস।

মেলামাইন কী?

একটি কেমিক্যাল যৌগ, যার ভেতর প্রচুর নাইট্রোজেন আছে। রাসায়নিক ফর্মুলা- $C_3H_6N_6$। আমরা মেলামাইন বলতে বুঝি মেলামাইন তথা তৈজসপত্র। এ ছাড়া সাদা ক্রিস্টাল রঙের এই যৌগটি প্লাস্টিক, আঠা, লেমিনেটিং শিট, হোয়াইট বোর্ড প্রভৃতি তৈরীতে ব্যবহৃত হয়।

দুধে মেলামাইন কেন মেশানো হচ্ছে?

দুধের মধ্যে কতটুকু প্রোটিন আছে তা জানার জন্য যে পরীক্ষা করা হয়, সেখানে কেবল নাইট্রোজেনের পরিমাণ মাপা হয়। অর্থাৎ পরীক্ষায় যদি দেখা যায় নাইট্রোজেন বেশী আছে, তবে ধরে নেওয়া হয় এই দুধ প্রোটিনসমৃদ্ধ। আর মেলামাইনের মধ্যে যেহেতু বিপুল পরিমাণ নাইট্রোজেন আছে, সেকারণ দুধে পানি দিয়ে তাতে মেলামাইন মিশিয়ে প্রোটিনের পরিমাণ আপাতদৃষ্টিতে ঠিক রাখা হ'ত। এতে করে দুধের দাম কমিয়ে বিক্রি করা সম্ভব হচ্ছিল এসব চীনা ব্র্যান্ডের। দাম কম বিক্রি বেশী তাই মুনাফা বেশী।

মেলামাইন কীভাবে বিষক্রিয়া করে?

মেলামাইন এবং আরও একটি যৌগ Cynuric acid মেলামাইনের মধ্যে থাকে, যা মিলে Melamine cynurate crystal তৈরী হয় এবং তা কিডনিতে জমতে জমতে পাথর হয়ে যায়। ফলে কিডনি বিকল হয়। ইউরেটার, মূত্রথলি, এমনকি প্রস্রাবের রাস্তায়ও এই পাথর পাওয়া যায়।

বিজ্ঞানীরা বিড়াল ও ইঁদুরের ওপর গবেষণা করে এই ফলাফল আগেই জানতেন। সম্প্রতি যখন গৃহপালিত কুকুর-বিড়াল অসুস্থ হ'তে থাকল, তখন এদের ময়না তদন্তে কিডনী ও মূত্রথলিতেও পাথর পাওয়া গেল।

মেলামাইনজনিত অসুস্থতার লক্ষণ কীঃ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার চীনা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হ'ল চীন থেকে আমদানী করা গুঁড়ো দুধ খায় এমন কোন শিশুর প্রস্রাবের সময় তীব্র কান্না করা, প্রস্রাবের সঙ্গে পাথর বের হওয়া, রক্তমিশ্রিত প্রস্রাব হওয়া, প্রস্রাব বন্ধ হওয়া বা বেশ কমে যাওয়া, রক্তচাপ বৃদ্ধি পাওয়া, শরীরে পানি আসা, বিশেষত মুখ ও চোখের পাতা ফোলা, রোগীকে পরীক্ষা করলে কিডনীতে ব্যথা পাওয়া ইত্যাদি।

শিশুদের ৮০ শতাংশের বয়স দুই বছরের কম। কারো কারো মূত্রথলি ও কিডনীতে প্রদাহের জন্য জ্বর হ'তে পারে। অর্থাৎ কোন শিশুর (দুই বছরের কম বয়সী) কিডনীতে পাথর, কিডনী বিকল অথবা কিডনীতে কোন রোগ হ'লে তার গুঁড়ো দুধ খাওয়ার ইতিহাস দেখতে হবে। যদি উপরিউক্ত পরিস্থিতি হয়, তবে সত্বর বিশেষজ্ঞ শিশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে অথবা দ্রুত হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

চীনা স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ বলছে যে, এদের প্রস্রাব পরীক্ষা, রক্তের Creatinine, urea, electrolytes এবং আলট্রাসনোগ্রাম করে কিডনীর অবস্থা জানতে হবে।

চিকিৎসাঃ

এমতাবস্থায় গুঁড়ো দুধ খাওয়ানো বন্ধ করে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। প্রাথমিকভাবে ধরা পড়লে স্যালাইনের মাধ্যমেই সুস্থ হওয়া সম্ভব। এছাড়া ডায়ালাইসিস এবং কখনো কখনো অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে পাথর অপসারণ করা সম্ভব।

প্রতিরোধঃ

শিশুকে তিন মাস পর্যন্ত কেবল বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। অন্য দুধ খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। বুকের দুধ খাওয়ানো সংক্রান্ত কোন সমস্যা হ'লে শিশুবিশেষজ্ঞ অথবা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ল্যাকটেশন ম্যানেজমেন্ট সেন্টারে যোগাযোগ করতে হবে। ছয় মাস পর থেকে মায়ের দুধের পাশাপাশি অন্যান্য খাবার দিতে হবে। এই বয়সেও গুঁড়ো দুধ প্রদানের প্রয়োজন নেই (যদি শিশু মায়ের দুধ খায়)।

উল্লেখ্য যে, শিশুদের জন্য মায়ের বুকের দুধই সবচেয়ে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবার। কাজেই বিনা কারণে বা পরিকল্পিতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত এই নে'মত থেকে শিশুকে বঞ্চিত করা কোন অবস্থাতেই উচিত নয়।

[সংকলিত]

ক্ষেত-খামার

আধুনিক প্রযুক্তিতে কলা চাষ

আধুনিক প্রযুক্তিতে সঠিক ব্যবহার করে জয়পুরহাট যেলার পাঁচবিবির কৃষকরা কলা চাষে বিপ্লব ঘটিয়েছে। নাগাল পেয়েছে সফলতার। সচ্ছলতা এসেছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। পরিবর্তন এসেছে পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থার। ফলে অর্থকরী ফসল হিসাবে কলার জনপ্রিয়তা বাড়ছে। ধান-পাট-আখসহ প্রচলিত অন্যান্য ফসলের তুলনায় কলা চাষে শ্রম ব্যয় হয় কম, বিক্রি করতেও ঝামেলা নেই। বাগান থেকেই বিক্রি হয়। অন্যদিকে কলার বাজার দরে সহজে ধস নামে না। বলা যায়, সব সময়ই আক্রা দর থাকে। পুষ্টিকর ফল হিসাবেও এর চাহিদা বেশী। সর্বোপরি একবার কলার চারা রোপণ করলে ২/৩ মৌসুম চলে যায়। কলার গাছ বড় হওয়ার কারণে গরু-ছাগলের হাত থেকে রক্ষার জন্য বেড়া দিতে হয় না। এক একর জমির কলা বিক্রি হয় সোয়া লাখ থেকে দেড় লাখ টাকা। এতে সর্বোচ্চ খরচ হয় ২৮ হাযার টাকা।

যেভাবে চাষ শুরু করতে হবে ঃ

জাত বাছাইঃ দেশে বিভিন্ন জাতের কলার চাষ হয়। তন্মধ্যে এলাকায় অমৃত সাগর, মেহের সাগর, সবরী, অনুপম, চাম্পা, কবরী, নেপালি, মোহনভোগ, মানিক উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে সবরী, মানিক, মেহের সাগর ও নেপালি কলার চাহিদা অত্যন্ত বেশী। চাষও হয় ভাল, খেতেও অনন্য।

জমি তৈরী ও সার প্রয়োগ ঃ ৭/৮ বার চাষ দিয়ে জমি ভালভাবে তৈরী করে নিতে হয়। অতঃপর জৈব সার (যেমন গোবর, কচুরিপানা ইত্যাদি) হেক্টরপ্রতি ১২ টন হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে। অতঃপর ২×২ মিটার দূরত্বে গর্ত খনন করতে হবে। প্রতিটি গর্তে ৬ কেজি গোবর, ৫০০ গ্রাম খৈল, ১২৫ গ্রাম ইউরিয়া, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ১০০ গ্রাম এমপি, ১০০ গ্রাম জিপসাম, ১০ গ্রাম জিংক, ৫ গ্রাম বরিক এসিড প্রয়োগ করে মাটি দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। ১৫ দিন পর প্রতিটি গর্তে নির্ধারিত জাতের সতেজ ও সোর্ড শাকার চারা (তরবারি চারা) রোপণ করতে হবে। এভাবে একর প্রতি সাধারণ ১ হাযার থেকে ১১০০ চারা রোপণ করা যায়। পরবর্তী সময়ে ২ কিস্তিতে গাছপ্রতি ১২৫ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম এমপি ৩ মাস অন্তর অন্তর প্রয়োগ করতে হবে।

রোপণের সময় ঃ কলার চারা বছরে তিন মৌসুমে রোপণ করা যায়। প্রথম মৌসুম মধ্য জানুয়ারী থেকে মধ্য মার্চ। দ্বিতীয় মৌসুম মধ্য মার্চ থেকে মধ্য মে। তৃতীয় মৌসুম মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য নভেম্বর।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা ঃ শুকনো মৌসুমে ১৫-২০ দিন পরপর সেচের প্রয়োজন হয়। গাছ রোপণের প্রথম অবস্থায় রোপণের ৫ মাস পর্যন্ত বাগান আগাছা মুক্ত রাখা যরূরী। কলা বাগানে জলাবদ্ধতা যেন না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

সাথী ফসল ঃ চারা রোপণের প্রথম ৪/৫ মাস জমি ফাঁকাই থাকে। যদি সেপ্টেম্বর অক্টোবরে চারা রোপণ করা হয় তবে কলা বাগানের মধ্যে আন্তঃফসল হিসাবে মিষ্টি কুমড়া, শশা ও বিভিন্ন প্রকার সবজি উৎপাদন করা যায়।

আমলকীর পুষ্টি গুণ

আমলকী আপেলের মত অভিজাত ফল নয়। আপেলের মত নিবিড় পরিচর্যায় এটি আবাদও হয় না। জন্ম অযত্নে বন-বাদাড়ে। কিন্তু গুণের বিচারে একটি আমলকীর সমান ছয়টি আপেল। অর্থাৎ চিকিৎসা ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের মতে, প্রতিটি আমলকীতে থাকে প্রায় ৬টি আপেলের সমপরিমাণ ভিটামিন সি। অথচ আমলকী বিক্রি হয় সস্তায় ফুটপাতে, আর আপেল অভিজাত ফলের দোকানে। দামের ব্যবধান আকাশ-পাতাল। আমলকীর ইউনানী নাম আমলা, আয়ুর্বেদিক নাম ধাত্রী, শ্রীফল। ইংরেজী নাম Aowla (Emblica) ইউফরবিয়া গোত্রভুক্ত গাছটির উদ্ভিদ তাত্ত্বিক নাম Phyllanlhus emblica, মাঝারি ধরনের গাছের উচ্চতা ৪-৬ মিটার। শাখা-প্রশাখা বিস্তর। ক্ষুদ্র শাখার দু'দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরল পাতা এমনভাবে সজ্জিত থাকে, যাকে বলা হয় পক্ষল যৌগিক পত্র। পীতাৎ সবুজ বর্ণের ফুল। গায়ে খাজকাটা, ফল গোলাকার, যা মাংসল রসালো ও আঁশযুক্ত। শুষ্ক হ'লে কালো বর্ণ ধারণ করে।

সাধারণত বসন্তকালে ফুল ও শরৎকালে ফল ধরে। বাংলাদেশে আমলকীর প্রাপ্তিস্থান টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার বনাঞ্চল এবং বসতবাড়ির আশপাশ। প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উপায়ে বেড়ে ওঠা আমলকী বৃক্ষ, আমলকীর বংশবিস্তার হয় সাধারণত বীজ দিয়ে। মার্চ-এপ্রিল বীজ রোপণের উপযুক্ত সময়। পরিপক্ক ফল সংগ্রহ করে তা ৬-৭ দিন পানিতে ভিজিয়ে রাখার পর রসালো অংশ পচে যায়। পরে তা হাত দিয়ে কচলিয়ে বীজ সংগ্রহ করা হয়। বীজ বপনের আগে ৫-৬ ঘণ্টা হাল্কা গরম পানিতে ভিজিয়ে তা বপন করতে হয়। চারা গজাতে সময় লাগে প্রায় ২-৩ সপ্তাহ। এছাড়া বংশবিস্তারের জন্য গুটিকলম ও কাটিংও ব্যবহার করা যায়। দুই থেকে তিন বছর বয়স হ'লেই আমলকী চারা অন্যত্র রোপণ করা যায়। আমলকীতে আছে প্রচুর ভিটামিন সি। এছাড়া রয়েছে ট্যানিন, লিপিড ও বিভিন্ন জৈব এসিড। রয়েছে ভিটামিন বি-১ ও বি-২।

আমলকীর গুণের কথা প্রায় সবারই জানা। এটি হৃদযন্ত্র ও মস্তিষ্কের শক্তিবর্ধক, হজমকারক, বমি ও পিপাসা নিবারক।

আমলকীর রয়েছে হরেক রকমের ব্যবহার পদ্ধতি। আধা চূর্ণ শুষ্ক ফল এক গ্লাস পানিতে ভিজিয়ে খেলে হজম সমস্যা কেটে যায়। আমলকীর আচার বা মোরব্বা মস্তিষ্ক ও হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা দূর করে। আর কাঁচা আমলকীর স্কার্ভিসহ ভিটামিন সি ও বি-এর অভাবজনিত যেকোন রোগের জন্য বেশী উপকারী। সুতরাং গুণী এই বৃক্ষটির সংরক্ষণ ও ব্যবহার বিষয়ে আমাদের সচেতন এবং মনোযোগী হ'তে হবে।

[সংকলিত]

সুন্নাতের রাস্তা ধরে নির্ভয়ে চল হে পথিক! জান্নাতুল ফেরদৌসে সিধা চলে গেছে এ সড়ক।

কবিতা

ঢাকা শহর

- মুর্তযা কামাল বাবুল
খয়েরসুতি, দোগাছী, পাবনা।

বেড়াতে গেলাম ভাইয়ের বাসায়
ঢাকায় করে বাস,
শাক-সবজি ফল-মূল সব
ছাদের উপর চাষ।
মনে করলাম বিকাল বেলা
বেড়ায়ে দেখি ঢাকা,
গাড়ি-বাড়ি ভরপুর তার
নেই কোথাও ফাঁকা।
অট্টালিকা দালান-কোঠা
ইয়া বড় উঁচু,
সহজ-সরল লোক পাইলে
গুন্ডারা নেয় পিছু।
রঙ-বেরঙয়ের গাড়ীর শব্দে
কান মাথা যায় খেয়ে,
বিশ্বাস না হয় দেখে এসো
ঢাকায় একবার যেয়ে।
রাত্রে খায় ফ্যানের বাতাস
দিনে গাড়ির ধোঁয়া,
মাছ-মাংস সবই খায়
রান্না করে বুয়া।
শহরের চেয়ে গ্রাম ভাল
ওরা নাকি বলে,
টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেয়
বিভিন্ন কৌশলে।
ঝগড়া-বিবাদ লাগলে সেথায়
কেউ তাকায় না ফিরে,
নিরপরাধ লোকদের তাই
পুলিশে নেয় ধরে।
লক্ষ-কোটির চলছে খেলা
ঐ না ঢাকা শহর,
পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ
শুধু গাড়ির বহর।
প্রতিবেশী নেইকো সেথায়
যায় না কারো চেনা,
কে কিভাবে থাকে সেথায়
কেউ খবর রাখে না।
হেথা-সেথা ফেলে রাখে
ময়লা-আবর্জনা
দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়
যায় না সেথা চলা।
কালো ধোঁয়ায় দুষিত হয়
ঢাকার পরিবেশ,
সবকিছু তাই লিখতে গেলে
হবে না তার শেষ।

***

সেই সব শিশু

-বি.এম.যাকির হোসাইন
সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

গভীর রজনীর বুক চিরে যত স্বপ্ন দেখি
এ বিশ্বের নবজাতক শিশুর বদন আঁকি।
হাঁড়ভাঙ্গা কনকনে শীতে আর খাদ্যের অভাবে
কত বৃন্ত থেকে যায় বৃন্তই এই মায়ার ভবে।
বিশ্বকর্ম পারাপার দেখিয়াছি আমি যতবার
কচুরিপানা আর শেওলায় ভরিয়াছে তার।
ঘুমের মোহে কত মানুষের কান্না দেখি
আবার কতজন ঘুমায় ফুটপাতে ইটের পরে মাথা রাখি।
এ ধরণীর বক্ষে যখন পেয়েছি আমি ঠাঁই
ভবের ললাটে রক্ত তিলক এঁকে দিব ভাই।
তোমাদের নিশান উড়িয়ে যদি কখনও যাই
তিরোধানে যেয়েও পাব আমি শান্তির ঠাঁই।
জিঞ্জির দিয়ে বেঁধে যাব অত্যাচারীর আসন
তোমাদের তরে করব এ বিশ্ব তপোবন।
আঁধার কেটে তাদের আমি আলো দেখিয়ে
এ ভবের মাঝে রেখে যাব চির শিশু হাসিয়ে।
সত্য-ন্যায়ের প্রতীক দিয়ে অত্যাচারী মেরে
আমি চলে যাব পরপারে, রেখে যাব সর্বক্ষণে তারে।
যারা আসবে তাদের বরণ করে নেবে ফুলে
আমি চলে যাব পরপারে তোমাদের ভুলে,
এ বিশ্বে রেখে যাব শান্তি আর কমলে।

***

এখন সময়

-রূপালী
বড়াইগ্রাম, নাটোর।

ভাবছ কেন চুপটি করে
অবুঝ হয়ে তুমি,
হঠাৎ করে তোমার জীবন
হ'ল মরুভূমি।
আজকে তোমার কিছু নেই
কালকে তুমি পাবে,
আজকে তোমার শূন্য হাত
কালকে ভরে যাবে।
এখন তোমার স্বপ্নগুলো
হচ্ছে এলোমেলো,
সেদিন তোমার চারিদিকে
লাগবে সবই ভাল।
স্বপ্নগুলো সত্যি হোক
তোমার মনের মতন,
ভাবনাগুলো ঝরে পড়ুক
ঝর্ণা ধারার মতন।
এখন তোমার সময় শুধু
দ্বীনের পথে লড়া,
দিবা-রাত্রি সাধনা করে
তাওহীদী জীবন গড়া।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)-এর সঠিক উত্তর

১। জাতীয় সংসদ।

২। প্রেসিডেন্ট জাস্টিস আব্দুস সাত্তার।

৩। দিলকুশা বাগ, বাংলাদেশের প্রথম বিচারপতি আবু সাঈদ।

৪। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৫। ১৯২১ সালে।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (জাতীয় মসজিদ)-এর সঠিক উত্তর

১। বায়তুল মুকাররম জামে মসজিদ।

২। জি.এ মাদানীর।

৩। প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান, ১৯৬০ সালে।

৪। সাবেক রাষ্ট্রপতি লেঃ জেঃ হুসাইন মুহাম্মাদ এরশাদ।

৫। ৮ তলা ও ৬ তলা বিশিষ্ট।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (সুন্নাত ও বিদ‘আত)

১। কুরআনের কোন সূরার কত নম্বর আয়াতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অনুসরণ ওয়াজিব করা হয়েছে?

২। ইসলামী পরিভাষায় সুন্নাহ বলতে কি বুঝায়?

৩। ইসলামী পরিভাষায় বিদ‘আত বলতে কি বুঝায়?

৪। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদ‘আত সম্পর্কে কি বলেছেন?

৫। শেষ নবীর রেখে যাওয়া শরী‘আত কত দিন পর্যন্ত টিকে থাকবে?

** সংগ্রহেঃ মুহাম্মাদ আশিকুর রহমান*
পাকুড়িয়া, ভেণ্ডাবাড়ী
পীরগঞ্জ, রংপুর।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)

১। কয়টি মুখ্য বর্ণের সমন্বয়ে অন্যান্য সব বর্ণ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সেগুলো কি কি?

২। রংধনু সৃষ্টির সময় পানির কণাগুলো কিসের কাজ করে?

৩। রংধনুর রং কয়টি ও কি কি?

৪। কোন রঙের আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম?

৫। কোন রঙের আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশী?

** সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক
সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী ২৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ যোহর ধুরইল শাহাজীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। জনাব দারেস মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী যেলা সোনামণি পরিচালক আবু নু‘মান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আবু রায়হান এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে শিমুল হোসাইন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শফীকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সোনামণি বালক-বালিকাদের পৃথক দু’টি শাখা গঠন করা হয়।

রহনপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৪ সেপ্টেম্বর বুধবারঃ অদ্য বাদ যোহর জালিবাগান হাফিযিয়া ও ইসলামিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা ‘আন্দোলন’-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা তোফায্যল হক্ব, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আবুল হুসাইন, এলাকা ‘যুবসংঘ’-এর প্রচার সম্পাদক মুজীবুর রহমান ও রাজশাহী মহানগরীর সোনামণি সহ-পরিচালক তাওহীদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি সারওয়ার জাহান এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি শাহাদত হুসাইন।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ যোহর পি.টি.আই. মাস্টারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন সোনামণির সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ও ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ইমামুদ্দীন, যেলা ‘আন্দোলন’-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা তোফায্যল হক্ব, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আবুল হুসাইন ও রাজশাহী মহানগরীর সোনামণি সহ-পরিচালক তাওহীদুল

Contents

ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পি.টি.আই. মাস্টারপাড়া শাখা সোনামণি পরিচালক আব্দুস সাত্তার।

রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য সকাল ৮-টায় জালিবাগান হাফিযিয়া ও ইসলামিয়া মাদরাসায় এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন রাজশাহী মহানগরীর সোনামণি সহ-পরিচালক তাওহীদুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ৩য় বর্ষের ছাত্র মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ।

বাটিকামারী, চারঘাট, রাজশাহী ২৭ সেপ্টেম্বর শনিবারঃ অদ্য বাদ ফজর বাটিকামারী পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। জনাব আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান। প্রশিক্ষণে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি বাকী বিল্লাহ এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি আল-আমীন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জনাব রফীকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে একটি সোনামণি শাখা গঠন হয়।

মানিকহার, পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা ৬ অক্টোবর সোমবারঃ অদ্য সকাল ৯-টায় মানিকহার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবুল কালাম আযাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অত্র এলাকার বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী আব্দুল্লাহ আল-মুজাহিদ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি হাবীবা খাতুন এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে তারীকুল ইসলাম।

ওমরপুর, পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা ৭ অক্টোবর মঙ্গলবারঃ অদ্য সকাল সাড়ে ৬-টায় ওমরপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম নযরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবুল কালাম আযাদ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুস সালাম এবং জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি কামাল হোসাইন। অনুষ্ঠানে সোনামণি বালক, বালিকাদের পৃথক দু'টি শাখা গঠন করা হয়।

গাঁড়াখালী, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ৭ অক্টোবর মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ আছর গাঁড়াখালী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবুল কালাম আযাদ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি জুয়েল রানা এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আসাদুযযামান।

গড়েরডাঙ্গা, পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা ৮ অক্টোবর বুধবারঃ অদ্য বাদ ফজর গড়েরডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন মক্তবে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মক্তবের শিক্ষক জনাব ওমর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবুল কালাম আযাদ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ওয়ালী উল্লাহ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করে মুহিবুল্লাহ। অনুষ্ঠানে সোনামণি বালক, বালিকাদের পৃথক দু'টি শাখা গঠন হয়।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

দুর্নীতিতে এবার বাংলাদেশ দশম

দুর্নীতিতে বাংলাদেশ এবার দশম স্থানে রয়েছে। তবে দেশে বড় আকারের দুর্নীতি কমলেও বেড়েছে প্রাতিষ্ঠানিক ও ছোট আকারের দুর্নীতি। আর বিশ্বে দুর্নীতি বেড়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, নরওয়ে ও জার্মানীতে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী এবার দুর্নীতিতে শীর্ষে রয়েছে সোমালিয়া। এরপরই অবস্থান মিয়ানমার ও ইরাকের। গত ২৩ সেপ্টেম্বর টিআইবি জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ রিপোর্ট প্রকাশ করে। এতে টিআইবি চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ মোজাফফর আহমদ বলেন, বাংলাদেশে দুর্নীতিতে লক্ষণীয় কোন পরিবর্তন হয়নি। অন্য দেশে দুর্নীতি বাড়ার কারণে এদেশে সূচকে পরিবর্তন এসেছে। গত জুলাই মাস পর্যন্ত বিগত এক বছর সময়কালের তথ্যের ভিত্তিতে তৈরী করা হয় প্রতিবেদনটি। এতে বাংলাদেশ ২.১ স্কোর পেয়ে সম্মিলিতভাবে রাশিয়া, কেনিয়া ও সিরিয়ার সঙ্গে দশম স্থানে থাকে। ১.৪ পেয়ে তৃতীয় স্থানে হাইতি, ১.৫ স্কোরে আফগানিস্তান চতুর্থ এবং ১.৬ স্কোরে থাকা সূদান, শাদ ও গিনি পঞ্চম স্থানে রয়েছে। আর সর্বোচ্চ ৯.৩ স্কোরে থাকা ডেনমার্ক, নিউজিল্যান্ড ও সুইডেন কম দুর্নীতির দেশ। কম দুর্নীতির দেশ হিসাবে ৯.২ স্কোরে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সিঙ্গাপুর এবং তৃতীয় স্থানে ফিনল্যান্ড ও সুইজারল্যান্ড।

উল্লেখ্য যে, টিআইবি রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০১ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ দুর্নীতির তালিকায় শীর্ষ অবস্থানে ছিল। ২০০৬ সালে ছিল তৃতীয় স্থানে।

স্ত্রীর ঋণের জন্য স্বামীকে পিটিয়ে হত্যা করেছে ব্র্যাক কর্মীরা

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে ব্র্যাক অফিসে স্ত্রীর ঋণের টাকার জন্য স্বামী আব্দুর রশীদ (৫৫) নামে এক রিক্সাচালককে অপহরণ করে ২ দিন অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে হত্যার পর লাশ গাছের সাথে ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ পাওয়া গেছে। জানা গেছে, উপযেলার ৬নং ঘোলপাশা ইউনিয়নের শালুকিয়া গ্রামের রিক্সাচালক আব্দুর রশীদের ২য় স্ত্রী মোমেনা বেগম গত কয়েক মাস আগে ব্র্যাকের চৌদ্দগ্রাম অফিস থেকে ২৫ হাযার টাকা ঋণ গ্রহণ করে। ঋণের কিস্তি চলাকালে এক পর্যায়ে মোমেনা আত্মগোপন করে। এ ঘটনায় ব্র্যাকের চৌদ্দগ্রাম শাখার ম্যানেজার শ্যামল কুমার তার দলবল সহকারে ২২ সেপ্টেম্বর দুপুরে রিক্সাচালক আব্দুর রশীদকে প্রকাশ্য দিবালোকে চৌদ্দগ্রাম বাজার থেকে জোরপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে অফিসে আটক করে নির্যাতনের পর তালা ঝুলিয়ে চলে যায়। পরে ম্যানেজার শ্যামল কুমার আব্দুর রশীদের শ্বশুর ইবরাহীম মিস্ত্রি ও তার ছেলে সোহেলকে খবর দেয় যে, ঋণের টাকার জন্য তার বাবাকে অফিসে আটক করে রাখা হয়েছে। ১২ ঘণ্টার মধ্যে ঋণের টাকা না নিয়ে আসলে হত্যা করে লাশ ঝুলিয়ে রাখার হুমকি দেয়া হয় বলে আব্দুর রশীদের ছেলে সোহেল জানান। ২৪ সেপ্টেম্বর সকালে টাকা নিয়ে আসার আগে স্থানীয় লোকজন ব্র্যাক অফিস কমপ্লেক্সের ভিতর একটি নারিকেল গাছে আব্দুর রশীদের পরনের লুঙ্গি দিয়ে ফাঁস লাগানো লাশ দেখতে পেয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে খবর দেয়। এ সময় ব্র্যাকের সকল কর্মকর্তা অফিস থেকে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় ব্র্যাকের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনতা ফুঁসে উঠেছে। তারা এ ঘটনার সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেছেন।

৯ মাসে ১১৬ ব্যক্তি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার

মানবাধিকার সংস্থা 'অধিকার' জানিয়েছে, কেবল সেপ্টেম্বরেই ১৯ ব্যক্তি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। তারা আরো জানিয়েছে, গত ৯ মাসে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড দায়মুক্তভাবে ব্যাপক আকারে সংঘটিত হয়েছে এবং এ সময় ১১৬ ব্যক্তি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে অধিকারের তৈরী এক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, নিহত ১১৬ জনের মধ্যে ৫১ জন র‌্যাব কর্তৃক, ৪৯ জন পুলিশ কর্তৃক, ৯ জন র‌্যাব-পুলিশের যৌথ অভিযানে, ১ জন যৌথবাহিনী কর্তৃক, ২ জন বিডিআর কর্তৃক ও ৪ জন কোস্টগার্ড কর্তৃক ক্রসফায়ার, এনকাউন্টার কিংবা বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নির্যাতনে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে ৮জন পুলিশের, ১ জন র‌্যাবের ও ১ জন বিডিআরের নির্যাতনে নিহত হন।

দেশে ৮৫ শতাংশ শিশু রক্তস্বল্পতায় ভুগছে

দেশে ৬ থেকে ১১ মাস বয়সী ৮৫ শতাংশ শিশু রক্তস্বল্পতায় ভুগছে। কিশোরী ও গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে এই হার যথাক্রমে ৪০ ও ৪৫ শতাংশ। আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি) দেশের পুষ্টি পরিস্থিতি নিয়ে সাম্প্রতিক এক পর্যালোচনায় এ তথ্য পেয়েছে। পুষ্টি বিজ্ঞানীরা বলছেন, রক্তস্বল্পতায় ভুগলে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। আর প্রাপ্তবয়স্কদের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। সচেতন হ'লে এবং কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিলে রক্তস্বল্পতার প্রকোপ হ্রাস করা সম্ভব। পৃথক তিনটি জরিপের ফলাফল পর্যালোচনার ভিত্তিতে আইসিডিডিআরবির পুষ্টি বিভাগের প্রধান ডঃ তাহমীদ আহমাদ রক্তস্বল্পতার প্রাদুর্ভাবের নতুন এই তথ্য দিয়েছেন। ২০০৩ সালে জাতিসংঘ শিশু তহবিল-ইউনিসেফ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পুষ্টি পরিস্থিতি জরিপ; ২০০৪ সালে জাতীয় পুষ্টি প্রকল্পের পুষ্টি পরিস্থিতির ভিত্তিমূলক জরিপ (বেইসলাইন সার্ভে) এবং ২০০৬ সালে এনএসপির পুষ্টি জরিপ পর্যালোচনা করেছেন ডঃ তাহমীদ।

বছরে ৮ বার ফসল ফলানোর পদ্ধতি উদ্ভাবন

যশোরের আরিফপুর ইউনিয়নের মোস্তফা আলী একই জমিতে সমন্বিতভাবে ধান এবং পাট চাষ করে বছরে আটবার ফসল ফলানোর পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। প্রচলিত পদ্ধতিতে জমিতে বছরে সর্বোচ্চ তিনবার ফসল ফলানো হয়। কিন্তু মোস্তফা আলীর পদ্ধতি অনুসরণ করে একই সঙ্গে ধান এবং পাট চাষ করে সাতবার ফসল এবং একবার বীজ উৎপাদন করা যাবে।

বর্তমানে পাট চাষের জন্য প্রায় পাঁচ মাস সময় লাগে। জমিতে পাট চাষ করা হ'লে বৈশাখ থেকে ভাদ্র মাস শুধু পাট চাষেই

চলে যায়। বাকী সময়ে আরো দু'বার ধান কিংবা অন্য কোন ফসল ফলানো সম্ভব। কিন্তু মোস্তফা আলী গবেষণা করে প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে সমন্বিত উপায়ে ধান এবং পাট চাষ করার এমন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন যাতে মাত্র আড়াই মাসে পাট এবং তিন মাসে ধান উৎপাদন সম্ভব। এমনকি শুকনো মৌসুমেও পাট উৎপাদন করতে পারবেন কৃষকরা। এক্ষেত্রে ধান এবং পাটের বীজ বপন না করে চারা রোপণ করতে হবে। আলু রোপণ করতে যেভাবে জমিতে আইল তৈরী করতে হয়, অনেকটা সেভাবেই জমি প্রস্তুত করে নিতে হবে। তারপর আইলে পাটের চারা এবং তার নীচে ধানের চারা রোপণ করতে হবে। সমন্বিতভাবে ইরি ধান এবং পাট চাষ করলে এ পদ্ধতিতে পাটের ফলন উঠে যাবে আড়াই মাসে। ধানের ফলন আসবে আরো ১৫ দিন পর। এ হিসাবে মাঘ মাস থেকে মৌসুম শুরু করলে চৈত্র মাসেই দু'টি ফসল পাবেন কৃষকরা। বৈশাখ থেকে আষাঢ় মাসে আউস ধান এবং পাট চাষ করে একইভাবে আরো দু'টি ফসল পাবেন কৃষকরা। এর পর শ্রাবণ মাসে আমন ধান এবং পাট চাষ করতে হবে। আমন ধানের ফলন পেতে ৫ মাস লাগবে। কিন্তু পাট উঠে যাবে আশ্বিনের মাঝামাঝিতে। ফের রোপণ করতে হবে পাটের চারা। পাটের চারা রোপণের দেড় মাসের মধ্যে পাট গাছে ফুল আসার পর গাছের শীর্ষের গিট থেকে তিন ইঞ্চি নীচে কেটে তা কাদাযুক্ত স্থানে (খাল পাড়, পুকুর পাড়) রোপণ করতে হবে। এক মাসের মধ্যেই পাওয়া যাবে পাটের বীজ। এ বীজই পাট চাষে ব্যবহার করতে হবে। কারণ এ বীজ অনেক বেশী পরিপুষ্ট বলে দাবী মোস্তফা আলীর। জমিতে থাকা পাটও পরিপক্ক হয়ে যাবে এক মাসের মধ্যে। শ্রাবণ থেকে অগ্রহায়ণ এই ৫ মাসে পাওয়া যাবে একবার আমন এবং দু'বার পাটের ফলন এবং একবার পাট বীজ। এভাবে বছরে একই জমিতে ৮ বার ফসল ফলানো সম্ভব বলে দাবী মোস্তফা আলীর।

দ্রব্যমূল্য বাড়ায় গরীব ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে

বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক ঊর্ধ্বগতির ফলে অধিকাংশ দরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। যেসব দরিদ্র পরিবারের পরিবারপ্রধান মহিলা তাদের ৮৪ ভাগই ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। অন্যদিকে যেসব পরিবারের পরিবারপ্রধান পুরুষ তাদের মধ্যে ৫৭ ভাগ পরিবার ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়েছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির ফলে অন্তত ২৫ ভাগ পরিবার কম খেতে বাধ্য হচ্ছে। স্কুলগামী ছেলে-মেয়েদের ঝরে পড়ার ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রভাব বিষয়ে পরিচালিত এক জরিপে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। জরিপের বিস্তারিত ফলাফল অর্থনীতিবিদ ডঃ আতিউর রহমান সম্পাদিত বাংলাদেশ ইকোনোমিক আউটলুকে প্রকাশ করা হয়েছে। গত জুন-জুলাই মাসে দেশের ৫টি এলাকায় এই জরিপ পরিচালনা করা হয়। এলাকাগুলো হ'ল গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপযেলা, সুনামগঞ্জের দুয়ারা বাজার উপযেলা, শরীয়তপুরের সদর উপযেলা, কক্সবাজারের চকরিয়া উপযেলা এবং রাজধানীর মহাখালী ও মীরপুরের দু'টি বস্তি। জরিপের জন্য প্রতিটি উপযেলা থেকে ২৫০টি পরিবার বেছে নেয়া হয়। জরিপের ফলাফলে বলা হয়, প্রয়োজনের তুলনায় কম খাওয়ার ফলে গ্রামাঞ্চলের শতকরা ৮৭ ভাগ এবং নগরাঞ্চলের ৭৫ ভাগ দরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েরা বিভিন্ন প্রকার স্বাস্থ্যগত সমস্যায় ভুগছে।

ব্যবসা প্রতিযোগিতা সক্ষমতা সূচকে বাংলাদেশ ১১১তম

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর এক বছরে ব্যবসা প্রতিযোগিতা সক্ষমতা সূচকে বাংলাদেশের অবনতি হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, অবকাঠামো উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্যে আস্থা ও বিনিয়োগ পরিবেশসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য সব সূচকেই অন্য দেশগুলোর তুলনায় পিছিয়েছে বাংলাদেশ। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার দিক থেকেও আগের রিপোর্টের তুলনায় অবনতি হয়েছে। গত ৮ অক্টোবর প্রকাশিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের 'গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেস রিপোর্টে' এসব তথ্য উল্লেখ করে বলা হয়েছে, বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা সূচকে ২০০৮ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ১১১তম। গত ২০০৭ সালে ছিল ১০৭ তম। রিপোর্টে ২০০৭ সালের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। বিশ্বের ১৩৪টি দেশে ৮ অক্টোবর একযোগে পৃথক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশে ৮ম বারের মতো এ সূচক প্রকাশ করা হ'ল।

গুঁড়োদুধে বিষাক্ত মেলামাইনের অস্তিত্ব প্রমাণিত

দেশে বাজারজাত করা অবৈধভাবে আমদানীকৃত চীনের দু'টি ব্র্যান্ডের গুঁড়োদুধে ক্ষতিকারক মেলামাইন থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তিন দফা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এসব গুঁড়োদুধে বিষাক্ত মেলামাইন থাকার সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলেছে। সায়েন্স ল্যাবরেটরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ল্যাবরেটরি ও রাজধানীর মিরপুরের প্লাজমা প্লাস নামের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে এসব পরীক্ষায় এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

পরীক্ষায় অবৈধভাবে চীন থেকে আমদানী করা ইয়াশলি-১ ও ২ এবং সুইট বেবি এই দু'টি ব্র্যান্ডের গুঁড়োদুধে মেলামাইন রয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, বাজারে অন্য সব অনুনমোদিত ও অবৈধভাবে আমদানীকৃত গুঁড়োদুধ রয়েছে সেগুলোতেও বিষাক্ত মেলামাইন থাকার সম্ভাবনা প্রবল।

জানা গেছে, চীনের সুইট বেবি গত ২ বছরেরও বেশী সময় ধরে কোন প্রকার রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই বাংলাদেশে আমদানী ও বাজারজাত করা হচ্ছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নাকের ডগায় এসব জীবনবিনাশী উপাদানসমৃদ্ধ গুঁড়োদুধ নির্বিঘ্নে বাজারজাত করা হ'লেও এ বিষয়ে সরকার কোন ব্যবস্থা নেয়নি। সূত্র মতে, ইয়াশলি-১ শূন্য থেকে ৫ মাস বয়সী শিশুদের এবং ইয়াশলি-২ ৩ মাস থেকে ২ বছর বয়সী শিশুদের খাওয়ানো হয়। বিষাক্ত মেলামাইনযুক্ত অপর ব্র্যান্ড সুইট বেবির দু'টি আইটেমের মধ্যে শূন্য থেকে ১ বছর বয়সীদের জন্য সুইট বেবি-১ এবং ৬ মাস থেকে ২ বছর বয়সীদের জন্য সুইট বেবি-২ খাওয়ানো হয়।

উল্লেখ্য, চীনে বিষাক্ত গুঁড়োদুধ খেয়ে ইতিমধ্যে ৫৪ হাযারের মতো শিশু আক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে মারা গেছে ৪ জন। বিষাক্ত শিশু খাদ্য খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ১১ হাযার শিশু।

Contents

আফগানিস্তানে সামরিক বিজয় সম্ভব নয়

-ব্রিটিশ কমান্ডার

আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে তথাকথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চলছে, এর ফলাফল কি হবে? এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন সেদেশে মোতায়েন ব্রিটিশ বাহিনীর অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার মার্ক কার্লটন স্মিথ। তিনি বর্তমানে সেদেশের হেলমান্দ প্রদেশে তার বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি বলেছেন, আফগানিস্তানে বিজয়ের আশা যেন ব্রিটেন না করে। তিনি আরো বলেন, তালেবানের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসে একটি রাজনৈতিক নিষ্পত্তি করতে হবে। এর ফলে সেদেশে যাবতীয় হামলার অবসান ঘটবে।

উল্লেখ্য, আফগানিস্তানে বর্তমানে সাত হাযার ৮০০ ব্রিটিশ সেনা মোতায়েন রয়েছে। এদের বেশির ভাগই রয়েছে হেলমান্দ প্রদেশে। অন্যদিকে সেখানে মোট ৩৩ হাযার মার্কিন সেনা মোতায়েন রয়েছে। এদের মধ্যে ১৩ হাযার সেনা ন্যাটো নেতৃত্বাধীন জোট বাহিনীর হয়ে কাজ করছে। ২০০১ সালে আফগানিস্তানে অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে ১২০ জন ব্রিটিশ সেনা মারা গেছে।

চীনে দৈনিক ২ শতাধিক শিশু অপহরণ

চীনে প্রতিদিন গড়ে ২ শতাধিক শিশু অপহৃত হয়। সাম্প্রতিক কয়েকটি হিসাবে এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে। এক শিশু জন্মনীতির চীন সরকার এ ভয়াবহ পরিস্থিতি ঠেকাতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। চীনে শিশু অপহরণ লোভনীয় ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। একটি মেয়ে শিশু বিক্রি করলে পাওয়া যায় ন্যূনতম ১ হাযার ২০০ ডলার এবং একটি ছেলে শিশুর বিনিময়ে মিলে কমবেশী ৫ হাযার ডলার, যা কোন শহুরে চাকরিজীবীর এক বছরের বেতনের চেয়ে বেশী।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবন নিয়ে বিতর্কিত বই প্রকাশ

তীব্র বিতর্ক এবং ব্রিটিশ প্রকাশকের দফতরে হামলা সত্ত্বেও মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পত্নী সংক্রান্ত শেরি জোনস-এর বিতর্কিত উপন্যাস যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত হয়েছে। 'দ্য জুয়েল অব মদীনা' শীর্ষক এই বইটি প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের বিউফোর্ট বুকস। উপন্যাসটিতে আয়েশা (রাঃ)-এর ছয় বছর বয়স থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত বয়সের তথাকথিত জীবনী প্রকাশ করা হয়েছে। বইটির একজন সমালোচক ইতিহাস ও মধ্যপ্রাচ্য সমীক্ষা বিষয়ক মার্কিন অধ্যাপক ডেনিস স্পিলবার্গ বলেছেন, বইটিতে ইতিহাসের প্রতি অশ্রদ্ধা ও এর অপব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আগামী ২৫ বছরে চীনের ৮ কোটি লোক ফুসফুসের রোগে মারা যেতে পারে

ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত হয়ে চীনে আগামী ২৫ বছরে ৮ কোটি লোক মারা যেতে পারে। একটি মার্কিন গবেষণায় পাওয়া ফলাফলে এ তথ্য জানা গেছে। ফলাফলে বলা হয়েছে, ধূমপানের কারণে এবং দেশব্যাপী বাড়ীতে রান্না ও তাপের জন্য কাঠ অথবা কয়লা পোড়ানোর কারণে এই ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'তে পারে। তবে প্রাথমিক পর্যায়েই চিকিৎসা নিয়ে এই মৃত্যু এড়ানো সম্ভব। হার্ভার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথ এ গবেষণা চালায়। চীনে মূলত এসব কারণেই মৃত্যুর হার অনেক বেশী। তার উপর সাম্প্রতিক গবেষণার এই তথ্য দেশটির জনগণের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে দিয়েছে। চীন সরকার তামাকের উপর কর আরোপ করে, সিগারেটের বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ করে, স্বাস্থ্য শিক্ষা বাড়িয়ে এবং ৭০ শতাংশ জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত জ্বালানির ব্যবস্থা করে দেশটির অধিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা করতে পারে বলে গবেষণায় বলা হয়েছে।

এ্যাটলাস অব ক্রিয়েশন ঃ ডারউইনের বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে মূর্তিমান চ্যালেঞ্জ

আদনান আখতার (৫২) ওরফে হারূন ইয়াহ্ইয়া ডারউইনের বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে ৭৬৮ পৃষ্ঠা সংবলিত এ্যালটাস অব ক্রিয়েশন (Atlas of Creation) নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছেন। এতে ডারউইনের বিবর্তনবাদের অসারতা দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রকাশ করা হয়েছে। এটি উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলোর বিজ্ঞানী ও অধ্যাপকদের নজর কেড়েছে। এতে আরো প্রমাণ করা হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টিজগত বিবর্তনবাদের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেনি; বরং এ জগত আল্লাহর সৃষ্টি। পৃথিবীর ৬০টি ভাষায় এ পর্যন্ত বইটি অনূদিত হয়েছে।

এশিয়ার ২০০ কোটি মানুষ ডেঙ্গুজ্বরের ঝুঁকিতে

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (হু) জানিয়েছে, এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলো যদি কার্যকর পদক্ষেপ না নেয় তাহ'লে এ অঞ্চলের প্রায় ২০০ কোটি মানুষ ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকবে। হু জানায়, ১৯৯১ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে রোগটি এ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ১৯৯৮ সালে ৩ লাখ ৫০ হাযার লোক এ জ্বরে আক্রান্ত হয় বলে জানা যায়। বিশ্বে বর্তমানে ডেঙ্গুজ্বরের ঝুঁকিতে আছে ২৫০ কোটি মানুষ। এর মধ্যে ১৮০ কোটি হ'ল প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের লোক।

২০০৮ সালের নোবেল বিজয়ীরা

চিকিৎসাঃ ২০০৮ সালে চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনজন ইউরোপীয় বিজ্ঞানী। এইডস ভাইরাস আবিষ্কারের জন্য দু'জন ফরাসী বিজ্ঞানী এবং সার্ভিক্যাল ক্যান্সার রোগের ভাইরাস আবিষ্কারের জন্য এক জার্মান বিজ্ঞানীকে এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। পুরস্কারের অর্ধেক পাবেন জার্মান বিজ্ঞানী হ্যারল্ড জুর হাউসেন। বাকী অর্ধেক দুই ফরাসী বিজ্ঞানী ফ্রাঁসোয়াজ বারে সিনৌসি এবং লুক মন্টেগনিয়ারকে ভাগ করে দেয়া হবে।

পদার্থঃ পরমাণুর চেয়ে ক্ষুদ্রতর কণিকা আবিষ্কার করায় চলতি বছর পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন দুই জাপানী বিজ্ঞানী প্রফেসর মাকাতো কোবায়াশি (৬৪) ও প্রফেসর তোশিহিদে মাসকাওয়া (৬৮) এবং জাপানে জন্মগ্রহণকারী আমেরিকান নাগরিক প্রফেসর ইয়োইচিরো নামবু (৮৭)।

রসায়নঃ গ্রিন ফ্লোরোসেন্ট প্রোটিন (জিএফপি) আবিষ্কার ও এর উপর গবেষণার জন্য জাপানের ওসামু শিমুমোরা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মার্টিন চালফি ও রজার সিয়েনকে চলতি বছর রসায়নে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছে। এই আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানীদের জন্য মস্তিষ্কে নার্ভ কোষের বৃদ্ধি বা ক্যান্সার কোষ কীভাবে ছড়ায় তা জানার এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে।

Contents

সাহিত্যঃ এবার সাহিত্যে নোবেল পেলেন ফরাসি ঔপন্যাসিক জ্যাঁ-মারি গুস্তাভ ল্য ক্লেজিও। অ্যাডভেঞ্চারধর্মী উপন্যাস, প্রবন্ধ ও শিশু সাহিত্যে অবদানের জন্য তাকে এ পুরস্কার দেয়া হয়েছে।

শান্তিঃ ফিনল্যান্ডের সাবেক প্রেসিডেন্ট আরতি আখতিজারি (৭১) এ বছর শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য তাঁকে এ পুরস্কার দেওয়া হ'ল। আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। কসোভোর মতো জটিল সংকট সমাধানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ইন্দোনেশিয়ার আচেহ প্রদেশের সংকট নিরসনেও তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থনীতিঃ অর্থনীতিতে এবার নোবেল পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক বিষয়ের অধ্যাপক এবং নিউইয়র্ক টাইমসের প্রখ্যাত কলামিস্ট পল ক্রুগম্যান। বিশ্ববাণিজ্য প্যাটার্ন নির্ণয় ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অবস্থান চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তাকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

অর্থনীতির সংকট কাটাতে ছয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সূদের হারহ্রাস

তীব্র অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠতে বিশ্বের প্রধান প্রধান ছয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক একযোগে সূদের হার কমিয়েছে। সমন্বিত এক উদ্যোগের অংশ হিসাবেই গত ৮ অক্টোবর সূদের হার কমানো হয়েছে। তবে আগে পরে সব মিলিয়ে সূদের হার কমিয়েছে মোট নয়টি কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ সূদের হার আধা শতাংশ কমিয়ে ২ থেকে দেড় শতাংশ নির্ধারণ করেছে। যুক্তরাজ্যের সূদের হার ছিল ৫ শতাংশ, করা হয়েছে সাড়ে ৪ শতাংশ। ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক দশমিক ৫ শতাংশ কমিয়ে ৩ দশমিক ৭৫ শতাংশ করেছে। একইভাবে কানাডা, সুইডেন ও সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংকও দশমিক ৫ শতাংশ হারে সূদের হার কমিয়েছে। এছাড়া চীনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কমিয়েছে দশমিক ২৭ শতাংশ। বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ জাপান এ ধরনের কোন উদ্যোগ নেয়নি। কেননা জাপানের সূদের হার বিশ্বের সর্বনিম্ন, মাত্র দশমিক ৫ শতাংশ।

মার্কিন অর্থনীতির ধস ঠেকাতে কংগ্রেসে ৭০ হাযার কোটি ডলারের বিল অনুমোদন

মার্কিন অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে কংগ্রেস অবশেষে বহুল আলোচিত ৭০ হাযার কোটি ডলারের (৭০০ বিলিয়ন ডলার) অর্থনীতি পুনরুদ্ধার বিল অনুমোদন করেছে। 'বেইল-আউট' নামের এ বিলটি কংগ্রেসে ২৬৩-১৭১ ভোটে পাস হয়। ১৯৩০ সালের পর যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের ইতিহাসে এটিই বৃহত্তম আর্থিক পুনরুদ্ধার বিল। কংগ্রেসে অনুমোদনের পরপরই প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ৩ অক্টোবর বিলে স্বাক্ষর করে সেটিকে আইনে পরিণত করেন। প্রেসিডেন্ট বুশ বিল পাস হওয়ার ঘটনাকে স্বাগত জানালেও এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন, এ বিলটি পাস হওয়ার মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির সব বিপদ কেটে যায়নি। তিনি বলেন, কঠিন এ পরিস্থিতি থেকে রেহাই পেতে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

বিলটি অনুমোদন হওয়ায় মার্কিন সরকার ওয়াল স্ট্রিটকে ৭০ হাযার কোটি ডলারের আর্থিক সহায়তা দেবে। সাব-প্রাইম মর্টগেজ বা বন্ধকি-ঋণের ব্যবসা করতে গিয়ে ভয়াবহ লোকসানের জের ধরে চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়া ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো রক্ষায় আমেরিকার অর্থ মন্ত্রণালয় (ট্রেজারি) ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক (ফেডারেল রিজার্ভ) এ সহায়তার প্রস্তাব দেয়। বিলটি অনুমোদন হওয়ায় যে ৭০ হাযার কোটি ডলার পাওয়া যাবে, তা দিয়ে মার্কিন সরকার বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বন্ধকি ঋণগুলো কিনে নেবে। তবে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ না থাকায় ৭০ হাযার কোটি ডলারের বড় অংশই সরকারকে ঋণ হিসাবে সংগ্রহ করতে হবে। এ অর্থ মার্কিন অর্থনীতির ধস ঠেকাতে কতটুকু সক্ষম হবে তা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছেন। আইএমএফ'র একজন বিশেষজ্ঞ ২৭ বছর ধরে ১২৪টি ব্যাংকের সংকট বিশ্লেষণ করে জানান, বর্তমান সংকট মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপির ১৩.৩ শতাংশের সমপরিমাণ অর্থ প্রয়োজন। ৭শ' বিলিয়ন ডলার দিয়ে জিডিপির ৫ শতাংশ পরিমাণ ক্ষতি সামাল দেয়া হয়তো সম্ভব হবে। বিশেষজ্ঞরা আরো আশঙ্কা করছেন, আগামী এক বছরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের শতাধিক ব্যাংকে তালা ঝুলবে। কারণ বেল-আউট প্যাকেজ বিপর্যয় সামাল দিতে মোটেও যথেষ্ট নয়।

খাদ্য ও জ্বালানি সংকটে পুষ্টিহীন লোকের সংখ্যা বাড়বে সাড়ে ৪ কোটি

খাদ্য ও জ্বালানির উচ্চমূল্যের কারণে বিশ্বব্যাপী ২০০৮ সালে আরো ৪ কোটি ৪০ লাখ লোক অপুষ্টির শিকার হবে এবং মোট পুষ্টিহীন লোকের সংখ্যা হবে ৯৬ কোটি ৭০ লাখ। বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদন থেকে এ কথা জানা গেছে।

বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ড

বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় পঞ্চমবারের মতো শীর্ষস্থান দখল করেছে। কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি প্রতিবছর এই র‍্যাংকিং করে থাকে। শীর্ষ ২০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এগিয়ে আছে। তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল ইউনিভার্সিটি এবং তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রিজ ও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি। তালিকায় এই উপমহাদেশের ভারতের দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম থাকলেও বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও কর্মচারীদের সাক্ষাৎকার এবং ছাত্র-কর্মচারীর অনুপাতের উপর ভিত্তি করে এই মান নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি স্বাক্ষরিত

অবশেষে বহু বিতর্কিত ভারত-মার্কিন পারমাণবিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'ল। গত ১০ অক্টোবর মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরে আনুষ্ঠানিকভাবে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী এবং মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিজা রাইস। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে ভারতের উপর থেকে দীর্ঘ ৩৪ বছরের মার্কিন নিষেধাজ্ঞার অবসান হ'ল। ২০০৫ সালের ১৮ জুলাই ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের সঙ্গে সফররত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং পারমাণবিক সহযোগিতার ব্যাপারে যে সমঝোতায় পৌঁছেছিলেন, গত ১০ অক্টোবর তার আনুষ্ঠানিকতা চূড়ান্ত হ'ল।

Contents

মুসলিম জাহান

কাশ্মীরী মুজাহিদদের বললেন সন্ত্রাসী জারদারী

ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে স্বাধীনতার জন্য লড়াইরত মুজাহিদদের সন্ত্রাসী হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন পাকিস্তানের নয়া প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি। নিউইয়র্কভিত্তিক ওয়ালস্ট্রিট জার্নালের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জারদারি এসব কথা বলেন। এই প্রথম পাকিস্তানের কোন প্রেসিডেন্ট বা শীর্ষ ব্যক্তি কাশ্মীরী মুজাহিদদের এভাবে চিহ্নিত করলেন। তিনি আরো বলেন, পাকিস্তান কিংবা তার নিজের এবং তার গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য ভারত কোন হুমকি নয় এবং বিদেশে ভারতের প্রভাবেও পাকিস্তান আতংকিত নয়। এক প্রশ্নের জবাবে জারদারি বলেন, ভারত-মার্কিন পারমাণবিক সহযোগিতা চুক্তির ব্যাপারে তার কোন আপত্তি নেই।

সাবেক প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করলেও কাশ্মীরী মুজাহিদদের কখনই সন্ত্রাসী বা বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে অভিহিত করেননি। তিনি বরাবরই তাদের স্বাধীনতাকামী যোদ্ধা বলে মনে করতেন। নীতিগতভাবে পাকিস্তান আগাগোড়াই কাশ্মীরীদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন দিয়ে আসছে। উল্লেখ্য, জারদারির মন্তব্যের জের ধরে ৬ অক্টোবর ভারত শাসিত কাশ্মীরে কারফিউ ভেঙ্গে রাস্তায় বিক্ষোভ করেছে মুসলমানরা। তারা জারদারির কুশপুত্তলিকাও পোড়ায়।

৯০% মিসরীয় ইসলামী শরী'আহ্র বাস্তবায়ন চায়

৯০ শতাংশের বেশী মিসরীয় নাগরিক সেদেশে ইসলামী শরী'আহ্র বাস্তবায়ন চায়। এক-তৃতীয়াংশ মিসরীয় শরী'আহ আইনকে দেশের সংবিধানের একমাত্র উৎস নির্ধারণের দাবী জানিয়েছে। একটি আমেরিকান সংস্থা কর্তৃক মিসর, ইরান ও তুরস্কে পরিচালিত এক জরিপ থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

ফিলিস্তীনের উন্নয়নে কুয়েতের ৯০ মিলিয়ন ডলার প্রদান

কুয়েত বিশ্বব্যাংকের সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। এ চুক্তি অনুযায়ী কুয়েত ফিলিস্তীনীদের সাহায্যের জন্য ৯০ মিলিয়ন ডলার প্রদান করবে। আমেরিকায় নিযুক্ত কুয়েতের রাষ্ট্রদূত সালিম আব্দুল্লাহ আস-সাবাহ চুক্তি স্বাক্ষরের পর বলেছেন, এ অর্থ ফিলিস্তীনের কল্যাণ ও উন্নয়নে ব্যয়িত হবে।

ইসলামী সভ্যতার বিরল নিদর্শন ৫৬ লাখ ডলারের জগ!

ইসলামী সভ্যতার বিরল নিদর্শন ক্রিস্টালের একটি জগ নিলামে প্রায় ৫৬ লাখ ডলারে বিক্রি হয়েছে। হাযার বছরের পুরনো খোদাই করা এ জগটি কিনেছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ক্রেতা। বিশ্বে এ ধরনের মাত্র সাতটি জগের অস্তিত্ব রয়েছে বলে জানা গেছে। লন্ডনে ক্রিস্টিস অকশান হাউস ইসলামী ও ভারতীয় প্রাচীন সামগ্রীর এ নিলামের আয়োজন করে। ৯০৮ থেকে ১১৮৭ সাল পর্যন্ত ফাতেমীয় শাসনামলের কোন এক সময় জগটি তৈরী করা হয়।

কাশ্মীরে প্রথমবারের মতো রেল সার্ভিস চালু

ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে প্রথমবারের মতো চালু হয়েছে রেল সার্ভিস। দীর্ঘ আট বছরের প্রকল্প গত ১১ অক্টোবর আলোর মুখ দেখেছে। প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং পতাকা উড়িয়ে ঐ দিন ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগরে রেল সার্ভিস উদ্বোধন করেন। ১১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলওয়ের মাধ্যমে সংযুক্ত হবে উত্তরাঞ্চলীয় বারমুলা ও দক্ষিণাঞ্চলীয় কাজীগঞ্জ শহর, যা প্রকৃতপক্ষে যুক্ত হবে ভারতের জাতীয় রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে। তবে এ মুহূর্তে ৬৬ কিলোমিটার রেলপথ ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। কাশ্মীরের এই রেলপথে ৯টি রেলস্টেশন রয়েছে এবং এ পথে এক জোড়া শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশেষ ট্রেন সার্ভিস চলাচল করবে। এই ট্রেনের বড় বড় জানালা দিয়ে কাশ্মীর উপত্যকার মনোরম দৃশ্যাবলী উপভোগ করা যাবে। কালীগঞ্জ থেকে শ্রীনগরে বাসে আসতে ৩ ঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু রেলপথে মাত্র ৪৫ মিনিট সময় লাগবে। পুলিশ প্রধান কুলদীপ ঘুদা বলেন, আমরা এই রেলপথের নিরাপত্তার জন্য পৃথক পুলিশ বাহিনী গঠন করেছি এবং ট্রেন চলাচলে পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। কাশ্মীরের একমাত্র মহিলা হাসপাতাল রয়েছে শ্রীনগরে। প্রত্যন্ত এলাকা থেকে গর্ভবতী নারী ও শিশুদের সেখানে নেয়া বর্তমানে কষ্টকর। কিন্তু রেলপথ নির্মিত হওয়ার ফলে এই অসুবিধা আর থাকবে না। দ্রুত রোগীদের শ্রীনগরে নেয়া সম্ভব হবে। কাশ্মীরে ট্রেন সার্ভিস উদ্বোধন হওয়ায় কাশ্মীরীরা উৎফুল্ল। বারমুলার এক গ্রামবাসী মুশতাক আহমাদ তার প্রতিক্রিয়ায় জানান, আমাদের স্বপ্ন সফল হয়েছে। আমার জীবনে কোন দিন ট্রেন দেখিনি। আমাদের গ্রামে আমিই প্রথম ট্রেনে চড়ব।

কাশ্মীরের স্থানীয় জনগণের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা এই রেল সার্ভিস। বিশ্লেষকরা ধারণা করছেন, এর মধ্য দিয়ে উত্তপ্ত কাশ্মীর উপত্যকায় পরিবর্তন সূচিত হবে। তবে দু'টি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই রেল সার্ভিসকে এগিয়ে যেতে হবে। এ দু'টি চ্যালেঞ্জ হ'ল এ অঞ্চলের কঠিন ভূখণ্ড এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী সহিংসতা।

উল্লেখ্য, কাশ্মীরে রেল সার্ভিস চালুর লক্ষ্যে ২০০০ সালে ৪৭ কোটি ডলার ব্যয়ে একটি প্রকল্প শুরু হয়।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বুকের দুধ খাওয়ালে মায়ের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে

বুকের দুধের কোন বিকল্প নেই, এ কথাটি শিশুদের সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রায়ই বলা হয়। কিন্তু যিনি তার বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন সেই মায়েরও যে উপকার হচ্ছে, সেই বাস্তবতাটা সম্প্রতি জানতে পারলেন বিজ্ঞানীরা। পরীক্ষায় দেখা গেছে, শিশুদের কমপক্ষে এক বছর ধরে বুকের দুধ খাওয়ালে মায়ের ক্যান্সার রোগ হওয়ার আশংকা কমে যায়। সাধারণভাবে নারীরা শিশু সন্তানকে নিয়মিত বুকের দুধ না দিলে তাদের ব্রেস্ট বা স্তন ক্যান্সার হওয়ার জোরালো সম্ভাবনা থাকে। এই হার প্রতি নয়জন নারীর মধ্যে একজনের। বুকের দুধ খেলে শিশুর যেমন বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, তেমনি মায়েরও নানা ধরনের রোগের উপশম হয়। এর মধ্যে স্তন ক্যান্সার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শিশু সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ালে মায়ের স্তনে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী হরমোনের নিঃসরণ হ্রাস পায়, যার ফলে সেই মা স্তন ক্যান্সার থেকে নিরাপদ থাকে। পাশ্চাত্যে বিশেষ করে ব্রিটেনে শিশু সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ায় এমন মায়ের সংখ্যা খুবই কম। মাত্র এক-চতুর্থাংশ মায়ের এই অভ্যাস রয়েছে। চিকিৎসকরা বলছেন, মায়েদের উচিত প্রথমে কমপক্ষে ছয় মাস এক নাগাড়ে শিশু সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানো। তারপর মাঝে মাঝে এই অভ্যাস বজায় রাখা। এতে তার শিশুর যেমন উপকার হয়, তেমনি তার নিজেরও উপকার হয়।

কলমে এফএম রেডিও

ইতিপূর্বে বিজ্ঞানীরা কলমে ঘড়ি এবং আলোর জন্য ছোট ছোট বাল্ব লাগিয়েছিলেন, যেগুলো ব্যাটারিতে চলত। এ দু'ধরনের কলমই বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কিন্তু সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা এফএম রেডিও সংযুক্ত এক অভিনব কলম তৈরী করেছেন। এর দ্বারা লিখার পাশাপাশি মন চাইলে এফএম রেডিওতে নিজের পছন্দের প্রোগ্রাম শোনা যাবে।

অভিনব ল্যাম্প ও তালা

বিজ্ঞানীরা এমন এক অভিনব ল্যাম্প তৈরী করেছেন যার আলো শুধু বইয়ের উপরেই পড়বে। ফলে অন্ধকার ঘরে জাগ্রত লোকদের কোন প্রকার ডিস্টার্ব ছাড়াই নিবিষ্টচিত্তে বই পড়া সম্ভব হবে। অন্যদিকে বিজ্ঞানীরা এমন একটি তালা তৈরী করেছেন যেটি শুধু স্বীয় মালিকের ফিঙ্গার প্রিন্ট শনাক্ত করবে। এটি কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত থাকবে। কম্পিউটারে সংরক্ষিত ফিঙ্গার প্রিন্ট ছাড়া কেউ ঐ তালা খুলতে পারবে না।

দুই শতাধিক নতুন প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণীর সন্ধান

অস্ট্রেলিয়ার একটি দ্বীপের কাছে দুই শতাধিক নতুন প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেছে। দক্ষিণ মহাসাগরের গভীরে পাওয়া গেছে শতাধিক পাহাড় ও গিরিখাত। এসব নতুন প্রাণী আর পাহাড়ের অনুসন্ধানের কাজটি করেছে অস্ট্রেলিয়া সরকারের কমনওয়েলথ সায়েন্টিফিক ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্গানাইজেশন (সিএসআইআরও)। ৮ অক্টোবর সংস্থাটি জানায়, এই প্রথমবারের মতো বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের নীচে ৫০০ মিটার উচ্চতার পাহাড় ও গিরিখাতের মানচিত্র তৈরী করেছেন। এ মানচিত্র অনুযায়ী সামুদ্রিক সম্পদ অনুসন্ধানের কাজটি চলে অস্ট্রেলিয়ার তাসমানিয়া দ্বীপের দক্ষিণে ১০০ নটিক্যাল মাইল দূরে।

২০০৬ সালের নভেম্বরে এবং ২০০৭ সালের এপ্রিলে মোট দু'বার সমুদ্রযাত্রায় বের হন সিএসআইআরওয়ের বিজ্ঞানীরা। সামুদ্রিক সম্পদের সন্ধানে বিজ্ঞানীরা নতুন ধরনের শোনার যন্ত্র (প্রতিফলিত শব্দ তরঙ্গের সাহায্যে পানিতে নিমজ্জিত বস্তুর সন্ধান ও তার অবস্থান নির্ণয় যন্ত্র) ও ভিডিও প্রযুক্তি ব্যবহার করেন। এছাড়া তাঁরা সমুদ্রতলে নমুনায়নও করেন। এতে দক্ষিণ মহাসাগরের তিন হাযার মিটার গভীরে মৃত আগ্নেয়গিরির বরফ পানির মধ্যে মাছ, প্রাচীন প্রবাল, শামুক, ঝিনুক ও স্পঞ্জ জাতীয় মোট ২৪৭টি প্রজাতির সন্ধান পাওয়া যায়। সিএসআইআরওয়ের বিজ্ঞানী নিক বাক্স জানান, বিজ্ঞানীদের অভিযানে সমুদ্রের গভীরে মোট ১২৩টি পাহাড় ও গিরিখাতের সন্ধান পাওয়া গেছে। ইতিপূর্বে এগুলো সম্পর্কে কোন তথ্য জানা ছিল না। তিনি বলেন, এসব পাহাড় হাযার হাযার সামুদ্রিক প্রাণীর বিচরণক্ষেত্র। তিনি আরো জানান, দক্ষিণ মহাসাগরের গভীরে ঠাণ্ডা পরিবেশে সবকিছুর বৃদ্ধি হয় অত্যন্ত ধীর গতিতে। যেমন সেখানে একটি প্রবাল দুই মিটার উচ্চতার হ'লেও তার বয়স ৩০০ বছর বা এর বেশী।

বিশ্বের সবচেয়ে দামী মোবাইলের দাম ২ কোটি ৫৬ লাখ টাকা

বিশ্বের সবচেয়ে দামী মোবাইল ফোন তৈরী করেছে সুইস ইন্টারনেট ফোন কোম্পানী ভিআইপিএন। দশমিক ২৫ ক্যারাটের ডায়মন্ডের কন্ট্রোল বাটনসহ 'দি ব্লাক ডায়মন্ড' নামের এ মোবাইলটির দাম ২ লাখ পাউন্ড, যা বাংলাদেশী টাকায় ২ কোটি ৫৬ লাখ। সেটটির বডি তৈরী করা হয়েছে মূল্যবান টাইটানিয়াম ধাতু দিয়ে। এতে সেনসিটিভ টাচ কি-প্যাড, ক্যামেরা ও মেমোরি কার্ড স্লট, মিরর ফিনিস সেল প্রভৃতি বিদ্যমান। এ মোবাইল ফোন সেটটির শুধু কন্ট্রোল বাটনেই নয়, আরো অনেক স্থানে রয়েছে ডায়মন্ডের প্রলেপ। সবচেয়ে মজার ঘটনা হ'ল, এটি নিমিষেই রং বদলাতে পারে। এর রং রুপালি কিন্তু চালু অবস্থায় নিমিষেই নিকষ কালো রং ধারণ করতে পারে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

আমীরে জামা'আতের নওগাঁ সফর

নওগাঁ ১৫ সেপ্টেম্বর সোমবারঃ অদ্য সকাল ৮-টায় নওগাঁ যেলার রাণীনগর থানার আলোচিত খেজুর আলী হত্যা মামলায় হাজিরা দেওয়ার জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** মাইক্রোযোগে নওগাঁর উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। নওগাঁ পৌঁছে কোর্টের কাজ শেষ করে তিনি নওগাঁ শহরস্থ আনন্দনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গমন করেন এবং যোহরের ছালাত আদায় করেন। মুহতারাম আমীরে জামা'আতের আগমনের সংবাদ জানতে পেরে স্থানীয় বিপুল সংখ্যক মুছল্লী মসজিদে সমবেত হন। বাদ যোহর তিনি সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে এক আবেগময় ভাষণ পেশ করেন। আহলেহাদীছ আন্দোলনের দুর্যোগ মুহূর্তে বিভিন্নভাবে সহযোগিতার জন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা এই নির্ভেজাল আন্দোলন তার আদর্শিক স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রেখেই কাজ করে যাবে ইনশাআল্লাহ। তিনি বলেন, অন্যায় ও বাতিল মতবাদের সাথে আপোষ করে কখনো হক প্রতিষ্ঠিত হয় না। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন নযীর নেই। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, 'বলুন! হক আসে আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে, যার ইচ্ছা হয় সেটা মেনে চলুক, আর যার ইচ্ছা হয় তা অমান্য করুক, নিশ্চয়ই আমি যালেমদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছি' *(কাহাফ ১৮/২৯)*। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন সমাজে হক প্রতিষ্ঠার জন্যই জোরালোভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আর সেকারণেই বাতিলের গা জ্বালা ধরেছে এবং আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে মিথ্যা মামলায় জেলে ঢুকিয়েছে। তিনি বলেন, বিগত যুগের হক্বপন্থী আলেম-ওলামার উপর রাষ্ট্রীয় যুলুম নেমে এসেছিল, আমাদের উপরেও নেমে এসেছে। আগামী দিনেও যে আসবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তিনি সর্বাবস্থায় দৃঢ় মনোবল নিয়ে স্রেফ জান্নাত প্রাপ্তির আশায় নিরন্তরভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত বাংলার প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান।

সেখান থেকে আমীরে জামা'আত সংগঠনের হিতাকাঙ্ক্ষী অধ্যাপক মুযযাম্মেল আলীর অসুস্থতার কথা শুনে তাঁকে দেখার জন্য শহরস্থ তার বাসায় গমন করেন। সেখানে তিনি কিছু সময় অবস্থান করেন ও তার শারীরিক অবস্থার খোঁজ-খবর নেন। অতঃপর আছরের ছালাত আদায় করে তিনি রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন।

আমীরে জামা'আতের সফরসঙ্গী হিসাবে ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক বাহারুল ইসলাম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসরণের ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য চাই

মুহতারাম আমীরে জামা'আত

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসরনের ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানান। গত ১৯ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার যৌথ উদ্যোগে মহানগরীর প্রাণকেন্দ্র গুলীস্তানের কাজী বশীর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মানব জাতির জন্য সর্বশেষ একমাত্র কল্যাণ বিধান হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ। এ দু'টির যথার্থ অনুসরণের মাধ্যমেই শতধা বিভক্ত মুসলিম উম্মাহ এক কাতারে শামিল হ'তে পারে। শুধু প্রয়োজন দলীয় ও মাযহাবী গোঁড়ামীর উর্ধ্বে ওঠে নিঃশর্ত ও নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মেনে নেওয়ার দৃঢ় মানসিকতা। তিনি দেশের সর্বস্তরের আলেম-ওলামাকে ঐক্যবদ্ধভাবে একই প্লাটফরমে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ছিয়াম অর্থ বিরত থাকা। শুধু ব্যক্তি জীবনে নয় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যাবতীয় অন্যায়, যুলুম-নির্যাতন, অনাচার, দুরাচার এবং অশান্তি সৃষ্টি করে এ রকম সকল কাজ থেকে বিরত থাকার মধ্যেই ছিয়ামের তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। ছিয়ামের মৌলিক শিক্ষাই হচ্ছে এটি। তিনি বলেন, দেশে বিরাজমান যেকোন ধরনের সন্ত্রাস ও চরম পন্থার সাথে ইসলামের যেমন সম্পর্ক নেই, তেমনি আহলেহাদীছ আন্দোলনেরও কোন সম্পর্ক নেই। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সর্বাবস্থায় এ জাতীয় কর্মকাণ্ডের ঘোর বিরোধী। আমাদের লেখনী, বক্তব্য ও সাংগঠনিক তৎপরতা সব সময়ই সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে এবং দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও ইসলামের শান্তিময় আদর্শের অনুকূলে পরিচালিত।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার ইলিয়াস হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবি এবিএম নূরুল ইসলাম, মাসিক মদিনা সম্পাদক মাওলানা মুহীউদ্দীন খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর মৎস বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মাদ রুকনুয্যামান, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের উপ-পরিচালক সৈয়দ আনোয়ারুল ইসলাম, খেলাফত আন্দোলন-এর মহাসচিব মাওলানা জাফরুল্লাহ খান, ইসলামী ঐক্য আন্দোলন-এর আমীর হাফেয মাওলানা হাবীবুর রহমান, বিশিষ্ট নিউরোলজিষ্ট ডাঃ মুহাম্মাদ ফখরুল ইসলাম, 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, বাংলাদুয়ার জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটী, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জালালুদ্দীন, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ, বর্তমান সভাপতি হাফেয আব্দুল হামীদ, সাংগঠনিক সম্পাদক শফীকুল ইসলাম, গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কফীলুদ্দীন, সোনামণির কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবুল কালাম আযাদ, বায়তুল মা'মূর জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা শামসুর রহমান আযাদী, ময়মনসিংহ যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাওলানা যোবায়েদ আলী, কাঞ্চন কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা শফীকুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক নূরুল আলম।

মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

ব্রজনাথপুর, পাবনা ১১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাবনা যেলার যৌথ উদ্যোগে ব্রজনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ইমামুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ তারিক হাসান এবং যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল বৃন্দ।

রায়দৌলতপুর, সিরাজগঞ্জ ১২ সেপ্টেম্বরঃ অত্র বাদ আছর যেলার রায়দৌলতপুরে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিরাজগঞ্জ যেলার যৌথ উদ্যোগে মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুর্তযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব এ.এস. এম. আযীযুল্লাহ। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ প্রত্যেকে পার্শ্ববর্তী পৃথক মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

লালমনিরহাট ১৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' লালমনিরহাট যেলার যৌথ উদ্যোগে আদিতমারী থানাধীন মহিষখোচা ইসলামিয়া মাদরাসা ময়দানে মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা গোলাম আযম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুন্তাযির রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আযহার আলী রাজা, চৌরাহা প্রাইমারী স্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক আব্দুছ ছামাদ প্রমুখ।

দিনাজপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ

Contents

আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর পূর্ব সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে নবাবগঞ্জ উপযেলা পাইলট স্কুল মিলনায়তনে মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা খলীলুর রহমান, নবাবগঞ্জ কামিল মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল আব্দুল ওয়াহ্হাব। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়ারিছ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আবুবকর প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা ও কৃষি ব্যাংকের ম্যানেজার জনাব আতাউর রহমানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়।

দিনাজপুর ১৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে রাণীরবন্দর ভাক্রী চণ্ডিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইদরীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আফসার আলী, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আলী প্রমুখ।

কালদিয়া, বাগেরহাট ১৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বিকাল ৪-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাগেরহাট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী মাদরাসা ও ইয়াতীম খানায় এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সরদার আশরাফ হুসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব গোলাম মুকতাদীর। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম ও বাগেরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা যুবায়ের আহমাদ।

সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম ১৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বেলা ৩-টায় স্থানীয় মনটানা কমিউনিটি সেন্টারে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কাযী মাহমূদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দারুল উলূম আলিয়া মাদরাসা ও দারুল ইফতা কামিল মাদরাসা চট্টগ্রাম-এর মুহাদ্দিছ আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মাদ মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন চকোরিয়া ফায়ার সার্ভিস মসজিদের খত্বীব মাওলানা ওছমান গণী ও জনাব আবু তাহের। অনুষ্ঠানে শতাধিক মুছল্লী উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, এখানকার বহু লোক বিগত ২ বৎসর যাবত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে আসছেন এবং দ্বীনে হক্বের এই দাওয়াত প্রচারেও নিয়োজিত আছেন। বহু প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও তারা তাদের এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন।

গোবরচাকা, খুলনা ১৯ সেপ্টেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' খুলনা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে গোবরচাকা মুহাম্মাদিয়া জামে মসজিদে পবিত্র মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব গোলাম মুকতাদীর। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুনীরুদ্দীন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলী হাফেয, খানজাহান আলী থানা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি শেখ আব্দুল কুদ্দূস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন এলাকা ও শাখার কর্মী সহ দেড় শতাধিক মুছল্লী অংশগ্রহণ করেন।

মোহনপুর, রাজশাহী ২৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মোহনপুর থানাধীন খানপুর এলাকার যৌথ উদ্যোগে খানপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মোহনপুর থানা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীল মুহাম্মাদ নিযামুদ্দীন, খানপুর প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক জান মুহাম্মাদ প্রমুখ। আলোচনা শেষে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর খানপুর শাখা পুনর্গঠন করা হয়।

যুবসংঘ

আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

নীলফামারী ৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নীলফামারী সাংগঠনিক যেলার জলঢাকা থানাধীন কৈমারী এলাকার উদ্যোগে বাশোয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইসমাঈল হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ইমামুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব খায়রুল আযাদ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান প্রমুখ।

শঠিবাড়ী, রংপুর ১০ সেপ্টেম্বর বুধবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রংপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মির্জাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল হাদী মাস্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ইমামুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল আব্বাছ এবং যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলবৃন্দ।

চণ্ডীপুর, যশোর ২১ সেপ্টেম্বর রবিবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে চণ্ডীপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবস'ংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইবরাহীম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, সাবেক কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক অধ্যাপক শাহীদুযযামান ফারূক, সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অনুষ্ঠানে নেতৃবৃন্দ বলেন, পবিত্র মাহে রামাযান থেকে শিক্ষা নিয়ে একজন মুত্তাক্বী কর্মী হিসাবে প্রত্যেক আহলেহাদীছ যুবককে গড়ে উঠতে হবে এবং সাংগঠনিক তৎপরতার মাধ্যমে পথভোলা অন্যান্য সকল যুবকদের নিকট অহি-র দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে। নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর ভিত্তি যত মযবূত হবে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর ক্ষেত্র ততই সম্প্রসারিত হবে। অতএব আমাদের সকলের উচিৎ শিশুদেরকে সোনামণি সংগঠনে, যুবকদেরকে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে', মহিলাদেরকে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থায়' এবং মুরুব্বীদেরকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে' সম্পৃক্ত করা।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা বযলুর রশীদ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আব্দুল মালেক ও মাওলানা আব্দুল আহাদ, বর্তমান সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল আলম, তাবলীগ সম্পাদক আমীনুর রহমান, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আসাদুযযামান, কেশবপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আব্দুল বারী, প্রচার সম্পাদক আব্দুল মুত্তালিব বিন ঈমান, চণ্ডীপুর শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুন্তাযুদ্দীন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন আখতারুযযামান এবং জাগরণী পরিবেশন করেন মুহাম্মাদ তুরাব আলী, আবুল কাসেম ও শফীকুল ইসলাম।

গাবতলী, বগুড়া ২২ সেপ্টেম্বর সোমবারঃ অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে গাবতলী থানার চাকলা দক্ষিণ পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। বগুড়া যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুর রহীম।

গোবরচাকা, খুলনা ২৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বিকাল ৪-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' খুলনা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে গোবরচাকা মুহাম্মাদিয়া জামে মসজিদে মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। খুলনা

Contents

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ ছাত্র ও যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক এদেশের একমাত্র ইসলামী সংগঠন হচ্ছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'। তিনি সকল ছাত্র ও যুবককে বস্তুবাদী সকল পথ ও মত থেকে মুখ ফিরিয়ে অহি ভিত্তিক সংগঠন 'যুবসংঘ'-এর পতাকাতলে সমবেত হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব গোলাম মোক্তাদীর ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল হক্ব, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আলী হাফেয, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মাষ্টার আব্দুছ ছবূর, খানজাহান আলী থানা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল কুদ্দূস, গোবরচাকা মুহাম্মাদিয়া মসজিদের সভাপতি মুহাম্মাদ আলী, তেরখাদা এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা ফিরোজ আহমাদ, 'যুবসংঘ'-এর কর্মী মুহাম্মাদ রূহুল আমীন ও মুহাম্মাদ ফারূক হোসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন আহমাদুল্লাহ। উল্লেখ্য যে, অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ রূহুল আমীনকে আহ্বায়ক ও মুহাম্মাদ ফারূক হোসাইনকে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

বালিয়াডাঙ্গা, সাতক্ষীরা ২৮ সেপ্টেম্বর রবিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বালিয়াডাঙ্গা শাখার উদ্যোগে বালিয়াডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইসলাম সরদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কাকডাঙ্গা এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মোদাচ্ছের হুসাইন, অর্থ সম্পাদক ইসহাক আলী, উপদেষ্টা নইমুদ্দীন এবং আইচপাড়া শাখার সভাপতি আকীমুদ্দীন। অনুষ্ঠানে আবুল কাসেমকে সভাপতি করে 'যুবসংঘ' বালিয়াডাংগা শাখা এবং ইসলাম সরদারকে সভাপতি করে 'আন্দোলন'-এর শাখা কর্মপরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

চোরকোল, ঝিনাইদহ ২৯ সেপ্টেম্বর সোমবারঃ অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চোরকোল পয়েতপুর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য' শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মহানগরী 'যুবসংঘ'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চোরকোল শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আযীযুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক মিলন আখতার, দফতর সম্পাদক মুনীরুল ইসলাম প্রমুখ।

বাঘা, রাজশাহী ৩০ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ আছর যেলার বাঘা থানাধীন বাউসা হেদাতীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাউসা হেদাতীপাড়া এলাকার উদ্যোগে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাউসা হেদাতীপাড়া এলাকা সভাপতি মাওলানা আবু সুফিয়ানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নন্দনগাছী ডিগ্রী কলেজের শিক্ষক অধ্যাপক আবু তাহের, বাউসা হেদাতীপাড়া দাখিল মাদরাসার প্রধান শিক্ষক ও এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল খায়ের, রাজশাহী যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রাজশাহী মহানগরী 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক হাফেয মুকাররম।

প্রশিক্ষণ

রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১৪ অক্টোবর মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রহনপুর এলাকার উদ্যোগে খয়রাবাদ প্রাইমারী স্কুলে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রহনপুর এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুখতার বিন আব্দুল কাইয়ুম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ইমামুদ্দীন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আবুল হুসাইন ও এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সর্বস্তরের দায়িত্বশীলবৃন্দ।

কর্মী ও সুধী সমাবেশ

কালাই, জয়পুরহাট ১৯ সেপ্টেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট

Contents

সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে কালাই কমপ্লেক্স মসজিদে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন বলেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' অহি ভিত্তিক জ্ঞান চর্চার এক অতুল্য প্লাটফর্ম। এ প্লাটফর্মের সহযাত্রী যারা হবে তাদেরকে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হবে। তিনি বলেন, অহি-র অনুসারী মুমিনদের জন্য জেল-যুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন ভোগ করতে হবে। আর তার বিনিময়ে লাভ হবে জান্নাত। জান্নাত লাভের জন্য আমাদেরকে অহি-র অতন্দ্রপ্রহরী হিসাবে ক্লান্তিহীনভাবে কাজ করে যেতে হবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ও আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আবু মূসা, অর্থ সম্পাদক আবুল কালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক শামীম হোসাইন, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান, দফতর সম্পাদক আবু হাসান, পলিকা দোয়া শাখা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হোসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন আবুল কাসেম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন 'যুবসংঘ'-এর কর্মী আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ২৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শিবগঞ্জ থানাধীন বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আনোয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' রাজশাহী যেলার সহ-পরিচালক আতীকুল ইসলাম। সমাবেশে প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলনকে বাংলার যমীনে ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে যুবসমাজের ভূমিকা অত্যধিক। তাই তাদেরকে কুরআন-হাদীছের জ্ঞান অর্জন করে দাওয়াতী ময়দানে নিরলসভাবে কাজ করে যেতে হবে। তিনি সংগঠনের কর্মকাণ্ডকে আরো বেগবান করার জন্য দায়িত্বশীলদের প্রতি আহ্বান জানান। সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ ইয়াসীন আলী, সাধারণ সম্পাদক ইসরাফীল হক্ব, সাংগঠনিক সম্পাদক ইসরাফীল হোসাইন প্রমুখ। সমাবেশে কুরআন তেলাওয়াত করেন শরীফুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন মানছূর রহমান।

কৃতী ছাত্র সংবর্ধনা

রাজশাহী ৪ অক্টোবর শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর যেলার বাঘা থানাধীন বাউসা হেদাতীপাড়া দাখিল মাদরাসা ময়দানে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাউসা হেদাতীপাড়া এলাকার উদ্যোগে দাখিল ও এস.এস.সি, আলিম ও এইচ.এস.সি এবং ডিগ্রী ২০০৮ সালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। অত্র মাদরাসার সভাপতি আব্দুর রঊফ মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নন্দনগাছী কলেজের শিক্ষক অধ্যাপক আবু তাহের, এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও হরিপুর হাই স্কুলের শিক্ষক মাওলানা আবু সুফিয়ান, বাউসা হেদাতীপাড়া দাখিল মাদরাসার প্রধান শিক্ষক মুহাম্মাদ আবুল খায়ের, পীরগাছা প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ, বাউসা ইউনিয়নের সাবেক মেম্বার মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, মাদরাসার সহকারী শিক্ষক আব্দুল ওয়াহ্হাব, আব্দুল কাদের, মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ মুহসিন আলী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে অত্র মাদরাসার ছাত্র মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ তারিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মুখতারুল ইসলাম।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' টাংগাইল যেলার সভাপতি আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম গত ৪ঠা আগষ্ট ২০০৮ইং তারিখ রোজ সোমবার দিবাগত রাত ১২-টা ১০ মিনিটে বার্ধক্যজনিত কারণে টাংগাইল সদর হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বৎসর। তিনি স্ত্রী, ২ কন্যা, ৪ পুত্র, আত্মীয়-স্বজন ও বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মৃত্যুর পরদিন ৫ আগষ্ট বাদ যোহর মাদরাসা জামেয়া দারুস সুন্নাহ সংলগ্ন ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তাঁর পুত্র হাফেয মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ। টাংগাইল বেবী ষ্ট্যান্ড গোরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর যেলা সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ যথাসময়ে কেন্দ্রে না পৌঁছার কারণে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের কেউই তাঁর জানাযায় উপস্থিত হ'তে পারেননি।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

পাঠকের মতামত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

আমার প্রিয় আত-তাহরীক

অন্ধকারে নিমজ্জিত জাতিকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোয় আলোকিত করার একান্ত লক্ষ্যে **'আত-তাহরীক'** আপোষহীনভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। তার এই পথচলা যেন হয় মসৃণ ও সুগম এবং গোলাপের পাপড়ির ন্যায় সুরভিত। যার সুরভিতে পাঠক হবে বিমোহিত এবং বিজাতীয় ও অনৈসলামিক সকল পত্র-পত্রিকা ও ব্যাঙের ছাতার ন্যায় জন্ম নেওয়া হাযারো ম্যাগাজিন থেকে দৃষ্টি সরিয়ে পাঠক শুধু তারই দিকে দৃষ্টি ফিরাতে বাধ্য হবে।

যেদিন প্রথম আত-তাহরীক হাতে পেলাম সেদিন থেকে তা পাবার আশায় আমি ব্যাকুল হয়ে থাকি। এর খসখসে কাগজের বুকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক লেখাগুলো আমাকে দারুণভাবে আকর্ষণ করে। তাইতো তা নিয়মিত পেতে বাৎসরিক গ্রাহক হয়ে গেলাম। ফলে হাযার হাযার মাইল দূর বাহরাইনে অবস্থান করেও প্রতি মাসে তাহরীক পাচ্ছি। আর পরম আদরে প্রতিটি লেখা পড়ে বিমুগ্ধ-বিমোহিত হচ্ছি। আর দিন দিনই এর প্রতি আমার ভালবাসা চরমভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমি তাহরীকের দীর্ঘায়ু ও সফলতা কামনা করছি এবং তাহরীক পরিবারের সকলের জন্য অন্তরখোলা দো'আ করছি।

** হাবীবুল্লাহ আল-কাসিম*
যায়েদ টাউন, বাহরাইন।

জ্যোতি দিল তাহরীক

সম্পাদকীয়, দরস, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও প্রশ্নোত্তর পর্বসহ **'আত-তাহরীক'**-এর সব লেখাই যেন সত্যি এক জ্যোতি। লেখক ভাইদের ক্ষুরধার লেখনীতে ত্বাগূতের মাথামুণ্ডু গুড়িয়ে দিচ্ছে। মনে হয় যেন হক্ব বাতিলের তুমুল লড়াই চলছে। শয়তান এবার সত্যি তার দলবল নিয়ে পলায়ণপর। তাহরীকের এই সংস্কারধর্মী ও বিশুদ্ধ তথ্যবহুল লেখার কারণেই আমি **আত-তাহরীক**-এর পরম ভক্ত। আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে **আত-তাহরীক**-এর মাননীয় সম্পাদক ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট কলা-কুশলীবৃন্দ এবং লেখক ভাইদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাতিল পত্র-পত্রিকা না পড়ে ছহীহ দলীল ভিত্তিক পত্রিকা **আত-তাহরীক** পড়লে যে কেউ সঠিক পথের দিশা পাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ পত্রিকা পাঠককে ছিরাতুল মুস্তাক্বীমে চলার নির্দেশনা দিবে।

** সৈয়দ ফায়েয*
ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

আত-তাহরীককে বাঁচাব

আমি **'আত-তাহরীক'**-এর একজন নগণ্য পাঠক। **১৯৯৭** সালের সেই প্রথম সংখ্যা থেকে অদ্যাবধি 'আত-তাহরীক' পড়ি। কারণ আমি মনে করি দুনিয়াতে শান্তি এবং পরকালে মুক্তির সন্ধান এই পত্রিকার মধ্যেই নিহিত আছে। হাঁটিহাঁটি পা পা করতে করতে আত-তাহরীক আজ দৌঁড়াতে পারে বাংলাদেশের সকল পত্রিকার আগে। এটা সম্ভব হয়েছে সম্পাদকীয় বিভাগসহ মাননীয় লেখক, গবেষক, কবি, সাহিত্যিক, অনুবাদক ও দারুল ইফতার সম্মানিত সদস্যগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে। মহান আল্লাহ্র দরবারে আমি তাঁদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। আত-তাহরীক-এর সকল বিভাগই আমার কাছে অত্যন্ত ভাল লাগে। সকল প্রবন্ধকার, লেখক, কবি, গল্পকার সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই। সে সাথে দো'আ করি আল্লাহ পাক আপনাদেরকে ইহকাল ও পরকালে সাফল্য দান করুন। পরিশেষে বলি,

আত-তাহরীককে বাঁচাব আমরা সবাই,
কেউ লিখা দিয়ে কেউ কিনব নগদ টাকায়।
আমরা যারা দেশে আছি কিংবা যারা বিদেশে,
সবাই আমরা স্বজন হব তাহরীক পরিবারে মিশে।

** ডাঃ মুহাম্মাদ রুস্তম আলী*
মোহনপুর, রাজশাহী।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৪১)ঃ কুরবানী প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে হবে, না প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষ থেকে হবে? সাত ভাগে কুরবানী করা সম্পর্কে শারঈ বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সাইফুল ইসলাম
পাঁজরভাঙ্গা, নওগাঁ।

উত্তরঃ মুক্বীম অবস্থায় ভাগে কুরবানী করার কোন বিধান নেই। বরং একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি পশু কুরবানী করাই যথেষ্ট। তবে সামর্থ্য থাকলে একাধিক পশুও কুরবানী করতে পারবে। সফর অবস্থায় ভাগা কুরবানী করা সম্পর্কে ছহীহ দলীল রয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হ'ল।

(১) আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি শিংওয়ালা সুন্দর সাদা-কালো দুম্বা আনতে বললেন... অতঃপর দো'আ পড়লেন

بِسْمِ اللهِ اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ،

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদিন ওয়া মিন উম্মাতি মুহাম্মাদিন।

অর্থঃ 'আল্লাহ্‌র নামে, হে আল্লাহ। আপনি কবুল করুন মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে, তার পরিবারের পক্ষ হ'তে ও তাঁর উম্মতের পক্ষ হ'তে'। এরপর উক্ত দুম্বা কুরবানী করলেন *(ছহীহ মুসলিম, ছহীহ তিরমিযী হা/১২১০, ছহীহ আবুদাঊদ হা/২৪২৩; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩১২৮; মিশকাত, পৃঃ ১২৭, ২৮, হা/১৪৫৪ 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ)*।

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে জনমণ্ডলী! নিশ্চয়ই প্রতিটি পরিবারের উপরে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী' *(সনদ ছহীহ, ছহীহ তিরমিযী হা/১২২৫; ছহীহ আবুদাঊদ হা/২৪২১; ছহীহ নাসাঈ হা/৩৯৪০; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৫৩৩; মিশকাত হা/১৪৭৮)*।

(৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরেও তাঁর সুন্নাত অনুযায়ী ছাহাবীগণের মধ্যে প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে একটা করে কুরবানী করার প্রচলন ছিল। যেমন আতা ইবনু ইয়াসির ছাহাবী আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ)-কে রাসূলের যুগে কেমনভাবে কুরবানী করা হ'ত মর্মে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'একজন লোক একটি বকরী দ্বারা নিজের ও নিজের পরিবারের পক্ষ হ'তে কুরবানী দিত। অতঃপর তা নিজে খেত ও অন্যকে খাওয়াত *(ছহীহ তিরমিযী হা/১২১৬ 'কুরবানী' অধ্যায়; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৫৩৩ 'নিজ পরিবারের পক্ষ হতে একটা বকরী কুরবানী করা' অনুচ্ছেদ, 'কুরবানী' অধ্যায়)*।

(৪) প্রখ্যাত ছাহাবী আবু ছারীহা (রাঃ) বলেন, 'একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটা অথবা দু'টা করে বকরী কুরবানী করা হ'ত *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৫৪৭)*। ইমাম শাওকানী (রহঃ) উপরোক্ত পরপর তিনটি হাদীছ পেশ করে বলেন, হক কথা হ'ল, একটি পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি ছাগলই যথেষ্ট, যদিও সেই পরিবারে সদস্য সংখ্যা একশ' অথবা তার চেয়ে বেশী হয় *(নায়লুল আওত্বার ৬/১২১ পৃঃ, 'একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল কুরবানী করাই যথেষ্ট' অনুচ্ছেদ)*।

ভাগা কুরবানীঃ সফরে থাকাকালীন সময়ে ঈদুল আযহা উপস্থিত হ'লে একটি পশুতে একে অপরে শরীক হয়ে ভাগে কুরবানী করা যায়। যেমন-

(ক) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হ'ল। তখন আমরা সাত জন একটি গরুতে ও দশ জন একটি উটে শরীক হ'লাম *(ছহীহ তিরমিযী হা/১২১৪; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৩১২৮, ছহীহ নাসাঈ হা/৪০৯০; সনদ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/১৪৬৯, 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ)*।

(খ) জাবির (রাঃ) বলেন, হুদায়বিয়ার সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। তখন একটি গরুতে সাত জন ও একটি উটে সাত শরীক হয়ে কুরবানী করেছিলাম *(ছহীহ মুসলিম হা/১৩১৮ 'হজ্জ' অধ্যায়; ছহীহ আবুদাঊদ হা/২৪৩৫; ছহীহ তিরমিযী হা/১২১৪; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩১৩২)*।

(গ) জাবির (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে হজ্জের সফরে ছিলাম। তখন সাত জনের পক্ষ থেকে একটি উট এবং সাত জনের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেছিলাম *(ছহীহ মুসলিম ২/৯৫৫ পৃঃ)*। উল্লেখ্য, উক্ত রাবী জাবির থেকে ছহীহ মুসলিমে সফর সংক্রান্ত আরো হাদীছ রয়েছে।

বিভ্রান্তির কারণ হ'ল, জাবের (রাঃ) বর্ণিত আবুদাঊদের ব্যাখ্যাশূন্য হাদীছটি। সেখানে বলা হয়েছে, গরুতে সাতজন আর উটে সাতজন'। এখানে সফর না মুক্বীম তা বলা হয়নি। কিন্তু এটি যে সফরের হাদীছ তা জাবের (রাঃ) বর্ণিত অন্যান্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। **দ্বিতীয়তঃ** ইমাম আবূদাঊদ জাবের বর্ণিত সফরের হাদীছগুলি যে অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন এই ব্যাখ্যাশূন্য হাদীছটিও সে অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং বিষয়টি আরো স্পষ্ট। **তৃতীয়তঃ** হাদীছে বলা হয়েছে 'সাত জনের' পক্ষ থেকে অথচ সমাজে (মুক্বীম অবস্থায়) চালু আছে সাত পরিবারের পক্ষ থেকে। বলা যায় সফর অবস্থাতেও সাত পরিবারের অনুমতি নেই। আরো স্পষ্ট হ'ল সাত জনের প্রেক্ষাপট কেবল সফর অবস্থায় সৃষ্টি হয়। আর মুক্বীম অবস্থায় কুরবানী পরিবারের

সাথে সম্পৃক্ত যেমন রাসূল (ছাঃ) করতেন। **চতুর্থতঃ** অনেকে বলেন, সফরের হাদীছগুলো আম। যদি আম হয় তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ মুক্বীম অবস্থায় ভাগা কুরবানী করতেন মর্মে দলীল কোথায়? *(বিস্তারিত দ্রঃ আত-তাহরীক জানুয়ারী ২০০২, প্রশ্ন নং (১/১০৬)।*

প্রশ্নঃ (২/৪২)ঃ 'পিতা-মাতার কর্মের কারণে সন্তান পঙ্গু অবস্থায় জন্ম নেয়'। একথা কি সত্য?

-জয়নাল আবেদীন
দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ সন্তান জন্ম নেয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এতে পিতা-মাতার কোন হাত নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে লোকসকল! মৃত্যুর পূর্ববর্তী জীবন সম্পর্কে তোমরা যদি সন্দেহ পোষণ কর, তাহ'লে (তোমাদের জানা উচিত যে,) আমি তোমাদেরকে মাটি হ'তে সৃষ্টি করেছি, তারপর শুক্রকিট হ'তে, তারপর রক্তপিণ্ড হ'তে, তারপর পূর্ণাকৃতি বা অপূর্ণাকৃতি গোশতপিণ্ড হ'তে' *(হজ্জ ২২/৫)*। তবে স্বামী বা স্ত্রীর কোন স্বাস্থ্যগত ত্রুটি থাকলে তা অবশ্যই চিকিৎসা সাপেক্ষ বিষয়। কিন্তু সন্তান কোন্ আকৃতিতে জন্ম নেবে, সে বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র এখতিয়ারাধীন *(ইনফিতার ৮২/৮)*।

প্রশ্নঃ (৩/৪৩)ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয ছালাত ত্যাগকারী কি কাফের? ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে কী পরিমাণ শাস্তি প্রদান করবেন?

-মুহাম্মাদ শামসুযযামান
বংশাল, ঢাকা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুসলিম ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ছালাত পরিত্যাগ করা' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৯)*। ছাহাবায়ে কেরাম ছালাত তরককারীকে কাফের হিসাবে গণ্য করতেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৭৯)*। উল্লেখ্য যে, অলসতাবশে যারা ছালাত ত্যাগ করে তারা মহাপাপী। কিন্তু যারা ছালাতকে অস্বীকার করে তারা কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

প্রশ্নঃ (৪/৪৪)ঃ তিন বা চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের শেষ বৈঠকে নিতম্বের উপর বসতে হবে, নাকি প্রত্যেক সালামের বৈঠকে নিতম্বের উপর বসতে হবে?

-মুজীবুর রহমান
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ ছালাত যত রাক'আত বিশিষ্টই হোক না কেন প্রত্যেক সালামের বৈঠকে নিতম্বের উপর বসতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শেষ রাক'আতে নিতম্বের উপর বসার জন্য বলেছেন *(ছহীহ বুখারী হা/৮২৮)*। ছাহাবীগণ বলেন, যে রাক'আতে সালাম রয়েছে সে বৈঠকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিতম্বের উপরে বসতেন *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৮০১)*।

প্রশ্নঃ (৫/৪৫)ঃ কুরবানীর পশু যবহ করার পর হিন্দু লোক দ্বারা চামড়া ছাড়ানো যায় কি?

-আব্দুল কদ্দুস
ধনরায়, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ কুরবানী হালাল হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নামে যবহ করা শর্ত। চামড়া ছাড়ানো বা কুটাবাছার জন্য মুসলিম-অমুসলিম কোন শর্ত নয়। তাই হিন্দু লোক দ্বারা কুরবানীর পশুর চামড়া ছাড়ানো যেতে পারে। আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে কুরবানীর পশু দেখা-শুনা করতে বলেন এবং তার গোশত চামড়া ও তার গায়ের ঝুল মিসকীনদের মাঝে বণ্টন করার নির্দেশ দেন। তবে কসাইকে সেখান থেকে কিছু দিতে নিষেধ করেন *(ছহীহ বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১২৫৭)*। এখানে কসাই বলতে মুসলমানদের খাছ করা হয়নি। বরং মুসলিম-অমুসলিম যেকোন ব্যক্তি হ'তে পারে।

প্রশ্নঃ (৬/৪৬)ঃ যাকাতের টাকা নিজ সন্তানকে দেওয়া যাবে কি?

-জাহানারা বেগম
মাটিকাটা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ সন্তান হক্বদার হ'লে তাকে যাকাতের টাকা দেওয়া যাবে। মূলতঃ যাকাতের টাকার অধিক হক্বদার হ'ল নিকটতম দরিদ্র ব্যক্তি। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর স্ত্রী যয়নবকে উদ্দেশ্য করে তার স্বামীকে যাকাত দেওয়ার কথা বলেছিলেন' *(ছহীহ বুখারী, বলূগুল মারাম হা/৬২৩)*।

প্রশ্নঃ (৭/৪৭)ঃ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে খরচ দেওয়া বা প্রয়োজনে কোন কথা বলা যাবে কি?

-জাহানারা বেগম
মাটিকাটা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তালাক প্রদানের পর তিন মাস পর্যন্ত ভরণ-পোষণ প্রদানের দায়িত্ব স্বামীর উপর ন্যস্ত থাকে। তিন মাসের পর তার খরচ দেওয়া আবশ্যক নয় *(তালাক ৬৫/১)*। তবে একজন অসহায় মিসকীন মহিলার ন্যায় তাকে সাধারণভাবে সহযোগিতা করা এবং বিশেষ যরূরী প্রয়োজনে বেগানা নারীর ন্যায় তার সাথে সতর্কতার সাথে কথা বলা যেতে পারে।

প্রশ্নঃ (৮/৪৮)ঃ ছালাতে ভুল হ'লে সহো সিজদা দেওয়ার পর আবার তাশাহহুদ পড়তে হবে কি?

-শামসুদ্দীন
হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তরঃ সহো সিজদা দেওয়ার পর আর তাশাহহুদ পড়তে হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা যোহরের ছালাত দু'রাক'আত পড়ে না বসে দাঁড়িয়ে যান। মুছল্লীগণও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে যান। অতঃপর তিনি চার রাক'আত শেষে বসা অবস্থাতেই 'আল্লাহ আকবার' বললেন এবং দু'টি সিজদা করলেন, অতঃপর সালাম ফিরালেন' *(বুখারী, মুসলিম,*

বুলূগুল মারাম হা/৩২৬)। উল্লেখ্য, সহো সিজদার পর পুনরায় তাশাহহুদ পড়তে হবে মর্মে আবুদাঊদে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ এবং ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী *(যঈফ আবুদাঊদ হা/১০৩৯)*।

প্রশ্নঃ (৯/৪৯)ঃ রিজাল শাস্ত্র কি? রিজাল শাস্ত্র না জানলে কোন ক্ষতি হবে কি? কোন কোন দাওরা ফারেগ আলেম বলে থাকেন 'আসমায়ে রিজাল' সম্পর্কে জানার প্রয়োজন নেই। কারণ রাসূল (ছাঃ) ইহা শিক্ষা করতে বলেননি। তারা আরো বলেন, ছহীহ-যঈফ বলতে কোন কিছু নেই। সব হাদীছই মানতে হবে। উক্ত দাবী কতটুকু ঠিক?

-আবু তাহের
চরপাকেরদহ, মাদারগঞ্জ
জামালপুর।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তিরা এ ধরনের কথা বলে থাকে। তবে রিজালশাস্ত্র সবাইকে জানতে হবে এমনটি নয়। যারা আলেম, হাদীছ বিশারদ এবং দ্বীন সম্পর্কে গবেষণা করেন তাদের জন্য রিজালশাস্ত্র জানা আবশ্যক। মুসলিম শরীফের মুক্বাদ্দামায় বর্ণিত হয়েছে, ছহীহ ও যঈফ রেওয়াতের মধ্যে পার্থক্য করার জ্ঞান রাখা সকল যোগ্য আলেমের জন্য ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসিক্ব ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখ *(হুজুরাত ৪৯/৬; মুসলিম শরীফ, মুক্বাদ্দামা, পৃঃ ৬৭৪)*। সুতরাং ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ যদি দুর্বল হাদীছ বর্ণনা করে তাহ'লে তার পরিণাম জাহান্নাম। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ওপর মিথ্যারোপ করল, সে যেন তার স্থানকে জাহান্নামে বানিয়ে নিল' *(ছহীহ মুসলিম মিশকাত হা/১৯৮ 'ইলম' অধ্যায়)*। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন, সনদ হচ্ছে দ্বীন। যদি সনদ না থাকত তাহ'লে যার যা ইচ্ছা তাই বর্ণনা করত *(ছহীহ মুসলিম মুক্বাদ্দামা হা/৩২)*।

প্রশ্নঃ (১০/৫০)ঃ 'আমার ছাহাবীগণ তারকার ন্যায়, তোমরা যারই অনুসরণ কর সঠিক পথ পাবে'। হাদীছটি কি ছহীহ?

-নূরুল ইসলাম
নাখারগঞ্জ, কুড়িগ্রাম।

উত্তরঃ এটি একটি প্রসিদ্ধ জাল হাদীছ *(রাযীন, সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০; মিশকাত হা/৬০১৮)*। এ ধরনের হাদীছ বর্ণনা করা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

প্রশ্নঃ (১১/৫১)ঃ রাতের অন্ধকারে আলোর ফাঁদ পেতে বর্শা দ্বারা আঘাত করে মাছ শিকার করা যাবে কি?

-শাহজাহান
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ এভাবে মাছ শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করা যাবে। কারণ মাছ মানুষের খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত। যে কোনভাবে তা শিকার করা যায়। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে' *(মায়েদাহ ৫/৯৬)*।

প্রশ্নঃ (১২/৫২)ঃ অনেকে ধানের উপরে টাকা ঋণ দেয়। অর্থাৎ ধান লাগানোর সময় মন প্রতি একটি মূল্য নির্ধারণ করে অগ্রিম টাকা দিয়ে দেয়। কিন্তু ধান নেওয়ার সময় বাজার মূল্য থাকে অনেক বেশী। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় কি জায়েয?

-আযীযুর রহমান
রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উভয়ের সম্মতিতে এ ধরনের লেনদেন জায়েয। ইসলামে একে 'বাইয়ে সালাম' বলে। নবী করীম (ছাঃ) যখন মদীনায় আসলেন তখন দেখলেন, মদীনার লোকেরা এক বছর অথবা দু'বছরের জন্য 'বাইয়ে সালাম' করছে। তখন তিনি বললেন, 'তোমাদের কেউ যদি এ লেনদেন করে তাহ'লে সে যেন পরিমাপ, পরিমাণ ও সময় নিশ্চিত করে নেয়' *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৮৪৯)*। তবে কোন অবস্থাতেই যেন যুলুম না হয় সেদিকে কঠোর দৃষ্টি রাখতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা যুলুম থেকে ভয় কর। কেননা যুলুম ক্বিয়ামতের দিন অন্ধকার হয়ে দেখা দেবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১২৩, 'যুলুম' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৫৩)ঃ ইয়াযীদ সেই যামানার শ্রেষ্ঠ আলেমদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাহাজ্জুদ গুযার ছিলেন, মুখে দাড়ি ছিল, সুন্নাতের কোন খেলাপ করতেন না। তবুও কেন হুসাইন (রাঃ) ইয়াযীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন?

-ইসলামুল হক্ব
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ কারবালার ঘটনাটি ছিল নিতান্তই রাজনৈতিক মতবিরোধের এক দুঃখজনক পরিণতি। এর জন্য দায়ী ছিল মূলতঃ বিশ্বাসঘাতক কূফাবাসীরা ও নিষ্ঠুর গভর্ণর ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ। কেননা ইয়াযীদ কেবলমাত্র হুসাইনের আনুগত্য চেয়েছিলেন, তাঁর খুন চাননি। হুসাইন (রাঃ) সে আনুগত্য দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। ইয়াযীদ স্বীয় পিতার অছিয়ত অনুযায়ী হুসাইনকে সর্বদা সম্মান করেছেন এবং তখনও করতেন। যখন হুসাইন (রাঃ)-এর ছিন্ন মস্তক ইয়াযীদের সামনে রাখা হয়, তখন তিনি কেঁদে উঠে বলেছিলেন, ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের উপরে আল্লাহ পাক লা'নত করুন! আল্লাহ্‌র কসম যদি হুসাইনের সাথে তার রক্তের সম্পর্ক থাকত, তাহ'লে সে কিছুতেই তাঁকে হত্যা করত না'। তিনি আরও বলেন, হুসাইনের খুন ছাড়াও আমি ইরাকীদেরকে আমার অনুগত্যে রাযী করাতে পারতাম *(ইবনু তায়মিয়াহ, মুখতাছার মিনহাজুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫০; বিস্তারিত দ্রঃ আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, পৃঃ ৯-১০)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৫৪)ঃ যুলহিজ্জার চন্দ্র উঠলে, নখ, চুল কাটা যায় না, এ হুকুম সবার জন্য, নাকি যারা কুরবানী করবে তাদের জন্য?

-আব্দুর রহমান

Contents

ড্যামাজানী, বগুড়া।

উত্তরঃ যারা কুরবানী করবে তারাই কেবল নখ-চুল কাটবে না। উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানী দেওয়ার এরাদা রাখে, তারা যেন যিলহাজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর হ'তে কুরবানী সম্পন্ন করা পর্যন্ত স্ব স্ব চুল ও নখ কর্তন করা হ'তে বিরত থাকে' *(ছহীহ মুসলিম হা/১৫৬৫; মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৯; মির'আতুল মাফাতীহ ৫/৮৬ পৃঃ)।*

প্রশ্নঃ (১৫/৫৫)ঃ কুরবানীর পশু ক্বিয়ামতের মাঠে তার লোম, শিং ও ক্ষুর সহ উপস্থিত হবে। একথা কি ঠিক?

-আহমাদ
বেরাইদ, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত বিষয়ে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(যঈফ ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৭০)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কুরবানীর গোশত ও রক্ত আল্লাহ্‌র নিকটে পৌঁছে না; বরং তোমাদের তাক্বওয়া আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে' *(হজ্জ ২২/৩৭)*। যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির আশায় বৈধ পয়সা দ্বারা কুরবানী করবে তারাই কুরবানীর নেকী পাবে।

প্রশ্নঃ (১৬/৫৬)ঃ কুরবানী কাকে বলে? কুরবানী সুন্নাত না ফরয?

-সুমন
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ যুলহিজ্জার ১০, ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শারঈ তরীকায় যে পশু যবহ করা হয় তাকে কুরবানী বলে। কুরবানী ফরয নয়, বরং সক্ষম ব্যক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) 'বিসমিল্লা-হি আল্লাহু আকবার' বলে নিজ হাতে শিংওয়ালা সাদা-কাল দু'টি দুম্বা কুরবানী করেন *(বুখারী, মুসলিম হা/১৫৫২)*। ফরয মনে করা হবে এই ভয়ে আবুবকর ও ওমর (রাঃ) মাঝে মধ্যে কুরবানী করতেন না, *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৪/১৭৭)*। অতএব কুরবানী করা সুন্নাত।

প্রশ্নঃ (১৭/৫৭)ঃ মানুষের ভাগ্য চূড়ান্ত হয়ে আছে। তাহ'লে দো'আর মাধ্যমে তা কিভাবে পরিবর্তন হয়?

-আলী আকবর
নামাযগড়, নওগাঁ।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ ইচ্ছামত মানুষের তাক্বদীর মিটিয়ে দেন এবং ইচ্ছামত অটল রাখেন' *(রা'দ ১৩/৩৯)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'দো'আর মাধ্যমে তাক্বদীরের পরিবর্তন ঘটে এবং সদাচরণের মাধ্যমে বয়স বৃদ্ধি পায়' *(ইবনু মাজাহ হা/৪০২২)*। তিনি আরো বলেন, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখলে বয়স বৃদ্ধি পায়' *(বুখারী, মুসলিম, তাফসীর ইবনে কাছীর হা/৩৯৭৫)*। উল্লেখ্য যে, কোন কোন আলেম বলেন, ভাগ্য দু'প্রকার (১) ঝুলন্ত (২) অকাট্য। দো'আ ও সদাচরণের মাধ্যমে ঝুলন্ত তাক্বদীর পরিবর্তন হয়। উক্ত কথা ঠিক নয়। বরং আল্লাহ ইচ্ছামত চূড়ান্ত তাক্বদীরই পরিবর্তন করেন।

প্রশ্নঃ (১৮/৫৮)ঃ দৈনিক প্রথম আলো ৪/৯/০৮ তারিখে ডঃ মুহাম্মাদ আঃ মুমিন খান কর্তৃক লিখিত 'মাহে রামাযান তারাবীহ নামাযের ফযীলত' শীর্ষক কলামে লেখা হয়েছে, নবী করীম (ছাঃ) তারাবীহ নামায কখনও ২০, ১৬, ৮ রাক'আত পড়তেন। তবে বিশেষ কারণবশত তিনি নিয়মিত ২০ রাক'আত পড়তেন না।

-সোহরাব
আকরগ্রাম, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ নবী করীম (ছাঃ) কোনদিনই তারাবীহর ছালাত ২০ রাক'আত বা ১৬ রাক'আত পড়েননি। এমনকি ওমর (রাঃ)ও বিশ রাক'আত পড়ার আদেশ দেননি। বিশ রাক'আতের প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(ইরওয়া হা/৪৪৫)*। ওমর (রাঃ)-এর যুগে মানুষ ২৩ রাক'আত তারাবীহ পড়ত প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ ও মুনকার *(ইরওয়া হা/৪৪৬)*। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত ছিল ১১ রাক'আত। তাঁর ছালাতের ব্যাপারে মা আয়েশা (রাঃ) বেশী অবহিত। তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, রামাযান ও অন্যান্য মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত ১১ রাক'আতের বেশী ছিল না *(ছহীহ বুখারী হা/২০১৩; মুসলিম, ইরওয়াউল গালীল হা/৪১৯)*। ওমর (রাঃ) তার খিলাফতকালে মসজিদে নববীতে উবাই ইবনু কা'ব ও তামীম দারীকে বিতরসহ ১১ রাক'আত তারাবীহ জামা'আত সহ আদায়ের নির্দেশ দেন *(সনদ ছহীহ, মুত্তয়াত্তা মালেক, মিশকাত হা/১৩০২)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৫৯)ঃ ঈদের ছালাতে কখন ছানা পড়তে হবে? প্রথম তাকবীরের পর, নাকি সকল তাকবীর দেওয়ার পর?

-তুফায়যল
চিনাডুলী, ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ ঈদের ছালাতে প্রথম তাকবীর বলার পর ছানা পড়তে হবে। তারপর বাকী সাত তাকবীর বলতে হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৭৯ পৃঃ; ইরওয়া হা/৬৪২)*। কারণ তাকবীরে তাহরীমার পরেই ছানা পড়তে হয় এবং তাকবীরে তাহরীমার মাধ্যমেই মুছল্লী ছালাতে প্রবেশ করে। শেষ তাকবীরকে তাকবীরে তাহরীমা ধরলে মুছল্লী এখনও ছালাতে প্রবেশ করেনি বলে প্রমাণ হবে *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ মাসায়েলে কুরবানী পৃঃ ৩৬-৩৮)*।

প্রশ্নঃ (২০/৬০)ঃ ঈদের অতিরিক্ত তাকবীরগুলিতে হাত উঠাতে হবে কি?

-আফাযুদ্দীন
মহিষখোচা, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ ঈদের অতিরিক্ত তাকবীরগুলিতেও হাত উঠাতে হবে। ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম (রাঃ) বলেন, আমি মালিক ইবনু আনাস (রাঃ)-কে ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীরে হাত

উঠানোর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তুমি প্রত্যেক তাকবীরে হাত উঠাও *(ইরওয়া ৩/১১৩ পৃঃ)*। ওয়ায়েল ইবনু হুজুর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক তাকবীরের সাথে সাথে হাত উঠাতেন *(আহমাদ, সনদ হাসান, ইরওয়াউল গালীল হা/৬৪১)*।

প্রশ্নঃ (২১/৬১)ঃ মহিলারা কুরবানীর পশু যবেহ করতে পারে কি?

-আহমাদ
কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ মহিলারা কুরবানীর পশু সহ যেকোন পশু যবেহ করতে পারে। কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, তাঁর একটি ছাগল 'সালআ' নামক চারণক্ষেত্রে ছিল। তাঁর এক দাসী ছাগলটিকে মরণাপন্ন দেখে পাথর দ্বারা যবেহ করে দেয়। বিষয়টি তিনি নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি ছাগলটি খাওয়ার আদেশ দেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৪০৭২)*।

প্রশ্নঃ (২২/৬২)ঃ ব্যবহৃত স্বর্ণালংকারে যাকাত দিতে হবে কি?

-অধ্যক্ষ হাসান আলী
বনুপাড়া, খুলনা।

উত্তরঃ ব্যবহৃত স্বর্ণালংকার নিছাব পরিমাণ হলে যাকাত দিতে হবে। দু'জন মহিলা হাতে স্বর্ণের বালা পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আসলে তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি চাও যে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তোমাদেরকে আগুনের গয়না পরান। তারা বলল, না। তিনি তখন বললেন, তাহ'লে তোমরা এর যাকাত আদায় কর *(তিরমিযী হা/৬৩৭; আবুদাঊদ হা/১৫৬২; নাসাঈ হা/২৪৭৯, সনদ হাসান)*। উল্লেখ্য, ব্যবহৃত স্বর্ণালংকারে যাকাত লাগে না মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৮১৭)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৬৩)ঃ স্ত্রীর সন্তান না হওয়ায় উভয়ের সম্মতিতে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে তার ছোট বোনকে বিবাহ করে। এ বিবাহ কি জায়েয হয়েছে?

-হাসানুযযামান
পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ উক্ত বিবাহ বৈধ হয়েছে। তবে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার তিন মাস পর তথা ইদ্দত শেষ হ'লে বিবাহ হ'তে হবে। কেননা আল্লাহ দু'বোনকে একত্রে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন *(নিসা ৪/২৩)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৬৪)ঃ 'সৎ লোকের লাশ কবরে নষ্ট হয় না' একথা কি ঠিক?

- ডাঃ হাসান
ফুলবাড়ী, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কেবল নবীগণের লাশ মাটিতে খায় না মর্মে ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মাটির জন্য নবীগণের লাশ সমূহকে হারাম করেছেন'। অর্থাৎ মাটি তাদের দেহকে বিনষ্ট করতে পারে না *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, বায়হাক্বী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩৬১ 'জুম'আ' অনুচ্ছেদ)*। অতএব আউলিয়াগণ মরেন না, তারা কবরে জীবিত থাকেন, ভক্তদের ভালমন্দ করার ক্ষমতা রাখেন, বলে যেসব কথা বিদ'আতীরা প্রচার করে থাকে, তা সর্বৈব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

প্রশ্নঃ (২৫/৬৫)ঃ গাধা ও ঘোড়ার গোশত, রক্ত ও পেশাব-পায়খানা হারাম হওয়ার কারণ কি?

-আবুল হোসাইন
কেহুয়াপাড়া, কাঞ্চন
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল সে সব প্রাণীর পেশাব-পায়খানা পবিত্র। নবী করীম (ছাঃ) অসুস্থ কিছু লোককে উটের পেশাব ও দুধ পান করার জন্য আদেশ করেছিলেন *(ছহীহ বুখারী হা/৫০-৫১; মুসলিম হা/১১; আবুদাঊদ হা/৪৩৬৪; তিরমিযী ৭২; ইবনু মাজাহ হা/২৫৭৮)*। গৃহপালিত গাধার পেশাব-পায়খানা অপবিত্র। কারণ রাসূল (ছাঃ) গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম বলেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১০৬)*। একদা ইস্তেঞ্জার জন্য তাঁকে দু'টি পাথর এবং একটি গোবরের টুকরা দেয়া হয়। তিনি পাথর দু'টি গ্রহণ করেন এবং গোবরের টুকরাটি ফেলে দিয়ে বলেন, এটি অপবিত্র, এটি গাধার গোবর *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৯ পৃঃ)*। উল্লেখ্য যে, ঘোড়ার গোশত খায়বরের দিন রাসূল (ছাঃ) হালাল করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাই, মিশকাত হা/৪১০৭)*। অপরদিকে সকল প্রকার রক্ত আল্লাহ হারাম করেছেন *(বাক্বারাহ ২/১৭৩)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৬৬)ঃ জামে মসজিদ স্থানান্তর করায় পূর্বের স্থানটি ফাঁকা পড়ে আছে। এখানে গরু-ছাগল বাঁধা বা পেশাব পায়খানা করা যাবে কি?

-আব্দুস সালাম
পাঁজরভাঙ্গা, নওগাঁ।

উত্তরঃ মসজিদের স্থানটি বিক্রি করা ভাল। ক্রয়কারী ব্যক্তি তা ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারে। ওমর (রাঃ) কূফার পুরাতন মসজিদ স্থানান্তর করেন এবং স্থানটি খেজুর বিক্রির বাজারে পরিণত হয় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৪/২৯০)*। বিক্রি না করেও সে স্থানে মসজিদের উন্নয়নমূলক যেকোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। তবে কেউ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবে না।

প্রশ্নঃ (২৭/৬৭)ঃ 'তাযকিরাতুল কুরআনে' উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ্‌র আরশে একটি দো'আ লিখা আছে যার নাম 'গঞ্জুল আরশ'। এ দো'আটি চারজন ফেরেশতা পাঠ করার পর আল্লাহ্‌র আরশ বহন করতে সক্ষম হন। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুছাদ্দিক্ব বিল্লাহ
পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

Contents

উত্তরঃ উক্ত ঘটনা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। চার ফেরেশতা আরশ বহন করেন না; বরং ৮ জন ফেরেশতা আরশ বহন করেন *(সূরা হা-ক্কাহ ৬৯/১৭)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৬৮)ঃ কবরের পার্শ্বে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' পড়লে ঐ কবরের শাস্তি হয় না। একথা কি ঠিক?

- রেহানা পারভীন
মিঠাপুকুর, রংপুর।

উত্তরঃ উক্ত কথা ঠিক নয়। কবরে লাশ দাফন করার পর 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' তিনবার 'রব্বিআল্লাহ' একবার, 'দীনিয়াল ইসলাম' একবার এবং 'নাবিইয়ি মুহাম্মাদ' একবার বলার প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি নিতান্তই যঈফ *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৯৯)*। এ হাদীছের প্রতি আমল করা বিদ'আত *(সুবুলুস সালাম ২/২৯১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৯/৬৯)ঃ নবী ও রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য কি? নবী কতজন ছিলেন এবং রাসূল কতজন ছিলেন?

- আবুল হুসাইন
কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ সকল রাসূলই নবী ছিলেন। কিন্তু সকল নবী রাসূল ছিলেন না। যাঁদের নিকটে ছোট বা বড় কিতাব নাযিল করা হয়েছে তাদেরকে 'রাসূল' বলা হয়। যাঁরা সরাসরি কিতাব পাননি তাঁদেরকে বলা হয় নবী। তাবেঈ আবু উমামা হ'তে বর্ণিত, আবু যর (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! নবীগণের পূর্ণ সংখ্যা কত? তিনি বললেন, এক লক্ষ চব্বিশ হাযার। তার মধ্যে রাসূল ছিলেন তিনশ' পনের জনের এক বিরাট জামা'আত *(আহমাদ মিশকাত হা/৫৭৩৭ সনদ ছহীহ)*। উল্লেখ্য, মতান্তরে দুই লক্ষ চব্বিশ হাযার কথাটি ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (৩০/৭০)ঃ ছালাত আদায়ের সময় মাথা থেকে টুপি পড়ে গেলে ছালাত অবস্থায় টুপি তুলে মাথায় দেয়া যাবে কি?

-আবু সাঈদ
রসূলপুর,কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ ছালাত অবস্থায় টুপি তুলে মাথায় দেওয়াতে কোন দোষ নেই। আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে দেখেছি, তিনি ছালাতে ইমামতি করছিলেন, আর আবুল আসের মেয়ে উমামা তাঁর কাঁধে ছিল। তিনি যখন রুকূ করতেন তখন বাচ্চাটি রেখে দিতেন, আর যখন সিজদা থেকে উঠতেন তখন পুনরায় কাঁধে করে নিতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯৮৪)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৭১)ঃ ঈদের ছালাতে দুই খুৎবা দেওয়া যায় কি?

-নযরুল ইসলাম
তেররশিয়া, বাগডাঙ্গা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ঈদের খুৎবা দু'টি হওয়ার প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। নাসাঈতে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছটি জুম'আর সাথে সম্পৃক্ত। সিমাক (রাঃ) বলেন, আমি জাবির (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন? তিনি বলেন, তিনি দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। তারপর অল্প বসতেন, অতঃপর পুনরায় দাঁড়াতেন *(নাসাঈ হা/১৫৮৩-৮৪, ১৪১৮)*। অত্র হাদীছে দু'খুৎবার মাঝে বসা প্রমাণ হয় কিন্তু তা জুম'আর খুৎবা না ঈদের খুৎবা তা প্রমাণ হয় না। তবে জাবির (রাঃ) বর্ণিত অন্য হাদীছে সরাসরি জুম'আর কথা উল্লিখিত হয়েছে *(ছহীহ নাসাঈ হা/১৪১৭; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১০০৩)*। সুতরাং এটা জুম'আর খুৎবার বিষয়। তাছাড়া ঈদের খুৎবায় দুই খুৎবা দেওয়ার কোন ছহীহ হাদীছ নেই। আলবানী (রহঃ) বলেন, দু'খুৎবার মাঝে বসার বিষয়টি জুম'আর সাথে সংশ্লিষ্ট, ঈদের খুৎবায় নয়। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, দু'খুৎবার মাঝে বসার বিষয়টি জুম'আর সাথে সংশ্লিষ্ট। উল্লেখ্য যে, ঈদের দু'খুৎবার মাঝে বসার প্রমাণে যত হাদীছ আছে সব যঈফ *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৮২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৭২)ঃ কুরবানীর পশুতে আক্বীক্বার নিয়ত করে কুরবানী করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ কুরবানী ও আক্বীক্বা দু'টি পৃথক ইবাদত। কুরবানীর পশুতে আক্বীক্বার নিয়ত করা শরী'আত সম্মত নয়। রাসূল (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ ধরনের আমলের অস্তিত্ব ছিল না *(আলোচনা দ্রঃ নায়লুল আওত্বার ৬/২৬৮, 'আক্বীক্বা' অধ্যায়; মির'আত ২/৩৫১ ও ৫/৭৫)*। এই ভিত্তিহীন প্রথা পরবর্তীতে চালু হয়েছে। যা আমাদের দেশেও কোন কোন স্থানে চালু আছে। এই রেওয়াজ বর্জন করা আবশ্যক।

প্রশ্নঃ (৩৩/৭৩)ঃ দু'জন যুবককে নির্জনে দেখতে পেয়ে তাদের উপর লাওয়াত্বাতের অভিযোগ আরোপ করা হয় এবং বড় ছেলেটিকে শারীরিক প্রহার সহ ৬০০০/= টাকা জরিমানা করা হয়। এরপরও সমাজের লোক বলে এই ছেলে তওবা না করলে সমাজে নেয়া যাবে না। এ বিচার কি সঠিক হয়েছে?

-আব্দুল জাব্বার
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত বিচার সঠিক হয়নি। কারণ এসব অন্যায়ের বিচার স্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া করা যায় না। এতে দু'জনের বিচার একই হবে এবং তা হবে খুব কঠোর ও কঠিন। যা একমাত্র দেশের সরকারের মাধ্যমেই বাস্তবায়ন করা যায়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা যাকে লূৎ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের মত পুরুষে পুরুষে অপকর্ম করতে দেখবে তাদের উভয়কে হত্যা কর *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইরওয়া হা/২৩৫০)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৭৪)ঃ ঈদের মাঠের চতুর্পার্শ্বে প্রাচীর নির্মাণ, ইমাম দাঁড়ানোর স্থানে ছাদ দেওয়া, মাঠে ছায়ার জন্য প্যান্ডেল করা এবং সারিবদ্ধভাবে গাছ লাগানো যাবে কি?

-মাওলানা মুহাম্মাদ আলী

জোড়গাছা, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।
ও ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল বারী
বরইকুড়ি, নওহাটা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ঈদের মাঠ সংরক্ষণ করার জন্য প্রাচীর দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া অন্য কোন কারণে ঈদের মাঠে প্রাচীর দেয়া যাবে না। ঈমাম দাঁড়ানোর জন্য মেহরাব বা মিম্বর তৈরী করা যাবে না। ছায়ার জন্য প্যান্ডেল, ছাদ বা অনুরূপ কিছুই করা যাবে না। কারণ নবী করীম (ছাঃ) মসজিদে নববী উত্তম স্থান হওয়া সত্ত্বেও ঈদের ছালাত আদায়ের জন্য মদীনার মসজিদে নববীর পূর্বদিকে ৫০০ গজ দূরে খোলা ময়দানে 'বাত্বহান' সমতলভূমিতে ছালাত আদায় করেন *(ফিকহুস সুন্নাহ, মির'আত ৫/২২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৭৫)ঃ ঈদায়েন, জুম'আ ও ওয়াক্তিয়া ছালাতে মহিলারা উপস্থিত হ'তে পারবে কি?

-মাওলানা আবু সাঈদ
ধুনট, বগুড়া।

উত্তরঃ নবী করীম (ছাঃ) মহিলাদেরকে ঈদের মাঠে যাওয়ার জন্য আদেশ করেন, এমনকি ঋতুবতীদেরকেও যাওয়ার জন্য বলেছেন। তখন মহিলারা কাপড় না থাকার অভিযোগ পেশ করলে তিনি অন্যের কাপড় নিয়ে যাওয়ার জন্য আদেশ করেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৩১)*। তিনি আরো বলেন, তোমাদের কারো স্ত্রী মসজিদে যেতে চাইলে তাকে বাধা দিয়োনা *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দিওনা, তবে তাদের জন্য তাদের গৃহ উত্তম *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১০৬২)*।

উপরোক্ত হাদীছ সমূহের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, মহিলাদের জন্য ওয়াক্তিয়া ছালাত গৃহে আদায় করা এবং জুম'আ মসজিদে আদায় করা ভাল। তবে ঈদের ছালাতের ব্যাপারে বিশেষ তাকীদ রয়েছে বিধায় মহিলাদের ঈদের জামা'আতে শরীক হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্নঃ (৩৬/৭৬)ঃ ফরয ছালাতে মহিলাদেরকে এক্বামত দিতে হবে কি?

-মাইমুনা
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ মহিলাদেরকেও এক্বামত দিয়ে ছালাত আদায় করতে হবে। আয়েশা (রাঃ) আযান দিতেন, এক্বামত দিতেন এবং নারীদের ইমামতি করতেন। তিনি কাতারের মাঝে দাঁড়াতেন *(বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ১৫৩)*। উল্লেখ্য যে, নারীদের আযান, এক্বামত লাগবে না মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(তামামুল মিন্নাহ পৃঃ ১৫৩)*। এক্বামত হচ্ছে একটি বড় ধরনের যিকির। তারা এক্বামত না দিলে এ যিকিরের নেকী হ'তে বঞ্চিত হবে।

প্রশ্নঃ (৩৭/৭৭)ঃ ঈদের দিন সাক্ষাতে অথবা মোবাইলে পরস্পরে 'ঈদ মুবারাক' বলা যাবে কি?

-আব্দুল আযীয
বড়পাথার, বগুড়া।

উত্তরঃ সম্ভাষণ হিসাবে 'ঈদ মুবারক' বলা যাবে না; বরং এ সময় নিম্নের দো'আটি পাঠ করতে হবে। জুবায়ের ইবনু নুফায়ের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ ঈদের দিন সাক্ষাতে একজন অপরজনকে বলতেন, تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ 'আল্লাহ আমাদের এবং আপনার পক্ষ থেকে কবুল করুন' *(ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩৮৫; বিস্তারিত দ্রঃ তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩৫৪-৫৬, সনদ হাসান)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৭৮)ঃ মাসবূক তার ছুটে যাওয়া ছালাত কিভাবে আদায় করবে? তার সূরা ক্বিরাআত কেমন হবে?

-আশরাফ
রাজাবাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ মাসবূক ইমামের সাথে যা পাবে তা হবে তার ছালাতের প্রথমাংশ। তিন বা চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের এক রাক'আত ইমামের সাথে পেলে তার পরবর্তী রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলাবে। আর শেষের দু'রাক'আত পেলে বাকী ছালাতের সাথে কোন সূরা মিলাতে হবে না। আলী (রাঃ) ক্বাতাদা (রাঃ)-কে বলেন, আপনি ইমামের সাথে যা পাবেন তা হবে আপনার ছালাতের প্রথমাংশ *(দারাকুৎনী হা/১৪৮৩, হাদীছ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৭৯)ঃ অনেক আলেম বলে থাকেন, আযরাঈল (আঃ)-এর ৭টি মুখ ও ৭টি মাথা আছে। একথা কি ঠিক? আযরাঈল (আঃ)-এর দেহের বিবরণ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহ
কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ 'মালাকুল মাঊত' একজন নির্দিষ্ট ফেরেশতা, যিনি 'ইযরাঈল' নামে প্রসিদ্ধ। যদিও উক্ত নাম কুরআন হাদীছে পাওয়া যায় না। তবে তার ৭টি মুখ, ৭টি মাথা আছে এসব কথা ভিত্তিহীন। ফেরেশতাগণ নূরের তৈরী। তারা বিভিন্নরূপ ধারণ করতে পারেন *(তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা সাজদাহ ১১নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৮০)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খাৎনা হয়েছিল কি? যদি হয়ে থাকে তবে কখন হয়েছিল?

-শওকত
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ আরবদের প্রথা অনুযায়ী সপ্তম দিনে তাঁর খাৎনা দেওয়া হয় *(সীরাতে ইবনে হিশাম)*। তিনি খাৎনা অবস্থায় জন্ম নিয়েছিলেন বলে যে কথা চালু আছে, সে বিষয়ে কোন নির্ভরযোগ্য হাদীছ নেই *(যাদুল মা'আদ, আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৫৪)*।